মাসুদ রানা

কালপুরুষ

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুখ্যাত এনগ্রেভার—জালিয়াত, আর্থার স্যাণ্ডলার, যাকে '৬৪ সালে প্রকাশ্যে 'গান ডাউন' করা হয়, দেখা যাচ্ছে বেঁচে আছে সে। তার মেয়ে লেসলি, যাকে সে নিজহাতে হত্যা করেছে '৬৯ সালে, সে-ও বেঁচে আছে।
এদিকে রানা এজেন্সির বিশ্বস্ত নাইটগার্ড, জ্যাকবাস; জানা গেল সে আসলে এক ডীপ কভার কে. জি. বি. এজেন্ট, সের্গেই সোলাভস্কি। রেকর্ড বলে, '৬৫ সালে মৃত্যু হয়েছে তার। মরে গিয়েও দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে।
আরেক 'মৃত' ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তা, সে-ও বেঁচে। চার মৃত, আচমকা জ্যান্ত হয়ে পিছু নিয়েছে মাসুদ রানার! পর পর দু'বার আক্রান্ত হয়ে রুখে দাঁড়াল ও।

কেন এতগুলো জিন্দালাশ সওয়ার হলো রানার কাঁধে?
কি চায় ওরা?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

কাল পুরুষ-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

বাইশ-কি-তেইশ বছর বয়স হবে সেদিনের সেভেনটি থার্ড স্ট্রীটের হত্যাকাণ্ডের শিকার হতভাগ্য মার্ক রাইডারের স্ত্রী, কাইল ফারলোর। একমাত্র সন্তান দেড় বছরের মেয়ে সুজিকে কোলে নিয়ে বসে আছে কাইল, চাউনি ভাবলেশহীন, দু'দিন ধরে কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে বেচারী।

কাইলের মুখোমুখি বসে আছে শওকত। চেহারায় বেদনার ছাপ। নিজের কাজ ভালই বোঝে শওকত। তারওপর রয়েছে মাসুদ রানার নির্দেশ। আন্তরিক সববেদনা জানাল সে কাইল ফারলোকে তারপর আসল কাজ শুরু করে দিল। এক এক করে প্রশ্ন করতে লাগল মেয়েটিকে।

না, বলল কাইল শওকতের প্রশ্নের জবাবে, ঘটনার আগের দিন সকালে অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে যাওয়ার পর আর দেখা হয়নি তার স্বামীর সাথে। দুপুরে টেলিফোনে কথা হয়েছিল কেবল। মার্ক রাইডার ফোন করে স্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছিল যে কাজের চাপে রাতে বাড়ি ফিরতে পারবে না সে।

না, তার কোন শত্রু আছে বলে জানা নেই কাইলের। কারও কাছে এক পয়সাও দেনা নেই রাইডারের।

তিনি কি জানিয়েছিলেন সে রাতটা কোথায় কাটাবেন বলে মনস্থির করেছেন তার স্বামী? আর কোন মেয়ের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্ক থাকা সম্ভব?

যা জানার মাত্র পাঁচ মিনিটে জেনে নিল শওকত। তারপর আরেকবার কাইলকে সমবেদনা জানিয়ে বেরিয়ে এল। গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা ব্র্যাডফোর্ড এল সে, মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানিতে। তখন দুপুর আড়াইটা। নিজেকে মার্ক রাইডারের 'বন্ধু মানুষ' পরিচয় দিয়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করল শওকত। নিজে যে একজন 'প্রাইভেট আই', সে কথাও জানাল। ফলে প্রত্যেকেই, যে যা জানে হতভাগ্য যুবক সম্পর্কে, বলল তাকে।

আলাপের ছলে কয়েকজনের জবানবন্দী নিল সে। রাইডারের বস যেচে পড়ে তার এমপ্লয়মেন্ট রেকর্ডস দেখাল ওকে। কোথাও সন্দেহের কিছু দেখা গেল না। কাইলকে সর্বশেষ যে প্রশ্নটা করেছিল শওকত, এদেরকেও করল। উত্তর পাওয়া গেল একইরকম। না, আর কোন মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না মৃতের। অন্তত তাদের জানামতে।

বসকে প্রশ্ন করল শওকত মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানির কোন মেয়ে কর্মচারী সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটের ইস্ট দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর ভবনে থাকে কি না, বা তার আশেপাশের ভবনে? জানা গেল কেউ থাকে না। তবে নাইন্টি ফোর্থ স্ট্রীটের ইস্ট তিনশো ষোলো নম্বর ভবনে থাকে একজন, কিন্তু সে পুরুষ, প্রৌঢ়। নাম ডারবান হিভি।

মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে বেরিয়ে সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটের ইস্ট দুশো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে এল শওকত। এর ছয়-তলায় থাকে মাসুদ রানা। অবশ্য এ মুহূর্তে ইউরোপে রয়েছে রানা। কোথায় যেতে হবে, কাকে খুঁজতে হবে, সে ব্যাপারে তাকে মোটামুটি একটা ধারণা দিয়ে গেছে রানা, অতএব সোজা ডেবি মোরানের দরজায় নক করল এসে শওকত। রানার ঠিক নিচের-তলায় থাকে মেয়েটি। নিঃসঙ্গ।

এখানে নিজেকে নাইন্টিনথ প্রিসিঙ্কটের ডিটেকটিভ পরিচয় দিল শওকত। আইডি কার্ডও দেখাল মোরানকে। সন্তুষ্ট হয়ে ভেতরে এনে বসতে দিল তাকে মেয়েটি। সে নিজে বসল বিশাল সাদা এক ভিনাইল কাউচে। টাইট জিনস পরা এক পা তুলে দিয়েছে অন্য পায়ের ওপর। সিগারেট ফুঁকছে।

মুখোমুখি বসে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করল শওকত। বয়স হবে বড়জোর বিশ। চোখা চেহারা। শরীরের তুলনায় বুক দুটো বেশি ভারি। চোখেমুখে ড্যাম কেয়ার একটা ভাব ডেবি মোরানের।

ধোঁয়া গেলার ফাঁকে যথেষ্ট সময় নিয়ে শওকতের এটা-ওটা প্রশ্নের উত্তর দিল সে। নিউ ইয়র্কের অ্যাকসেন্টে কথা বলে ডেবি। সেন্ট পল, মিনেসোটার মেয়ে সে। পেশা? পার্টটাইম অভিনেত্রী এবং পার্টটাইম মডেল।

'অভিনেত্রী?' আগ্রহের সুর ফুটল শওকতের কণ্ঠে। 'তাহলে নিশ্চই আপনাকে দেখেছি আমি কোন ছবিতে, টিভি সিরিয়ালে, তাই না? কি যেন নাম?' নিজের কপালে তর্জনীর ডগা দিয়ে কয়েকটা টোকা দিল ও। 'ব্রডওয়ে? না, অফ ব্রডওয়ে?'

'না।'

'তাহলে কোন মুভিতে?'

এবারের 'না'-টা বেরুল সময় নিয়ে। দৃষ্টি নামিয়ে অ্যাশট্রের দিকে নজর দিল ডেবি মোরান। রুমের চারদিকে তাকাল শওকত। প্রতিটি আসবাব লেটেস্ট ডিজাইনের এবং নিঃসন্দেহে যথেষ্ট দামী। ওয়াশরুম ব্যবহারের ছলে সংলগ্ন বেডরুমটায় একটা চক্কর দিয়ে এল ও এক ফাঁকে। ওয়াশরুমের মহামূল্য ওয়াটারবেড দেখে চোখ কপালে উঠল তার। ওটার দাম কত হতে পারে অনুমান করতেও ব্যর্থ হলো শওকত। পুরো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে টাকার ঘ্রাণ আসছে।

'আপনি শেষ অভিনয় করেছেন কিসে?'

'টিভিতে, ওয়েস্ট কোস্টের ওপর এক কমার্শিয়ালে। এখনও দেখানো শুরু হয়নি অবশ্য, তবে খুব শিগগির হবে।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে মার্ক রাইডারের একটা ছবি বের করল শওকত। নিজস্ব কন্ট্যাক্টকে দিয়ে মর্গ থেকে ছবিটা তুলিয়েছিল মাসুদ রানা। এগিয়ে দিল ওটা ডেবির দিকে। 'দেখুন তো একে কখনও দেখেছেন কি না?'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওটা ডেবি। 'না।'

তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটিকে লক্ষ করল শওকত। না, ছবি দেখে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না তার মধ্যে। চেহারা একদম স্বাভাবিক। 'আপনি নিশ্চিত?'

'আমি নিশ্চিত,' ছবিটা ফিরিয়ে দিল ডেবি মোরান। 'দেখিনি।'

'কয়েক দিন আগে এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে খুন হয়েছে লোকটা।

রাত সাড়ে তিনটা থেকে পোনে চারটার মধ্যে।'

'কী সাজ্ঘাতিক!' শিউরে ওঠার ভান করল সে।

আবার খানিক তাকে পর্যবেক্ষণ করল শওকত। 'এই বিল্ডিঙেরই কারও সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে।'

কথা বলল না ডেবি। কাঁধ ঝাঁকাল কেবল।

'এখানে কি কাজে এসেছিল সে, তা জানতে আগ্রহী নই আমি। আমি শুধু জানতে চাই ঠিক কখন বেরিয়েছিল লোকটা।'

'দুঃখিত। জানা নেই আমার। আমার ঘুম খুব গাঢ়। সকাল সকাল শুয়ে পড়ি, উঠি সেই আটটা ন'টায়। একা থাকি, বুঝতেই পারছেন!' অসহায় ভঙ্গি করল ডেবি শ্রাগ করে।

অবশ্যই পারছি, মনে মনে জঘন্য একটা গাল পাড়ল শওকত। অফিসে ফেরার সময় সারাটা পথ ডেবি মোরানকে অকথ্য-অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল শওকত। ও নিশ্চিত, মেয়েটি স্রেফ একটা বেশ্যা, একটু উঁচু দরের এই যা। এবং তার ওখান থেকেই সে-রাতে বেরিয়েছিল মার্ক রাইডার।

'কোথাও কোন ভুল হচ্ছে না তো আমাদের, শওকত ভাই?' ঘটনা শুনে বলল এজেন্সির উপ-প্রধান ইউনুস। ইউনুস খন্দকার। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স ইউনুসের। হালকা পাতলা গড়ন। উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট। মাথা ভর্তি লালচে ঘন কোঁকড়া চুল। এতই ঘন যে ঘণ্টাখানেক ধরে গোসল করলেও সব চুলের গোড়া ভেজে না তার।

'যেমন?' গরম কফিতে চুমুক দিল শওকত।

'হয়তো স্রেফ ডাকাত ছিল ওরা। ছিনতাইকারী। শুধুই ছিনতাই করতে এসেছিল?'

'তা হতে পারে না,' ঘন ঘন মাথা দোলাল শওকত। পুরু চশমার নিচে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল তার বার কয়েক। 'ওর গলার ক্ষতটা দেখেছি আমি। একজন সার্জনও অমন নিখুঁত কাজ করতে পারবে কি না সন্দেহ।'

'তাহলে?'

'ভাবছি ওরা ভুল মানুষের ওপর চড়াও হয়েছিল কি না।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল ইউনুস। নতুন কোণ থেকে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করার একটা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে তাকে শওকত। 'আপনি বলতে চাইছেন…!'

'হ্যাঁ, তাই। ডেবি মোরান এবং তার খদ্দের মার্ক রাইডার দুর্ভাগ্য-জনকভাবে জড়িয়ে গেছে এর সঙ্গে। ভেতরের ঘটনার সঙ্গে কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট নয় ওরা। স্রেফ দুর্ভাগ্যজনক। আমার থিওরি হচ্ছে শেষ রাতে যে কারণেই হোক ডেবির ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রাইডার। সন্ধের দিকে তাকে হয়তো কোন পাব থেকে পিক করেছিল মেয়েটি। সে যাই হোক, সে সময়ে আর কাউকে আক্রমণ করার জন্যে বাইরে অপেক্ষায় ছিল দুই খুনী। এমন কাউকে, যার ওই একই সময়ে বেরিয়ে আসার কথা ছিল ভেতর থেকে। কিন্তু যাকে তারা আশা করছিল, সে না এসে এল রাইডার। এবং আবছা আলোয় তাকেই শিকার ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই

খুনী। খেয়াল করো, একই সময় আরও একজন কিন্তু সত্যিই বেরিয়েছিল ওই বিল্ডিং থেকে, আকারে-গঠনে অবিকল মার্ক রাইডারের মতই ছিল সে, চেহারা বাদে।'

'মাসুদ ভাই!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল ইউনুস।

'হ্যাঁ। মাসুদ ভাই। ভাগ্য ভাল যে সামনে দিয়ে না বেরিয়ে পিছন দিয়ে বেরিয়েছিলেন মাসুদ ভাই। যদি মার্ক রাইডার না হয়ে মাসুদ ভাই হতেন সেখানে, কি ঘটত?'

'কিন্তু ওই লোকের চুলের রং লাল, আর…'

'ওটা বড় কোন ব্যাপার নয়। বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চই মাথা নিচু করে দ্রুত হাঁটছিল রাইডার গাড়িতে ওঠার জন্যে, তাছাড়া জায়গাটা ছিল আবছা অন্ধকার। আর সবচে' বড় কথা অমন মুহূর্তে চুলের রং দেখতে যাওয়ার কথা নয় কারও, মানুষটার আকার-গঠনই যথেষ্ট।'

'বুঝলাম। কিন্তু ঠিক মাসুদ ভাইর জন্যেই কেন বাইরে অপেক্ষা করবে খুনী? তারা কি ভাবে নিশ্চিত ছিল যে উনি সেই মুহূর্তেই বের হবেন?'

'নিশ্চিত করা হয়েছিল, অফিসে আগুন লাগিয়ে। বুঝতে পারছ না?'

হতভম্ব চেহারা হলো ইউনুসের। 'না!'

'ফোন করে মাসুদ ভাইকে অফিসে আগুন লাগার সংবাদ দেয়া হয়েছিল, কেন?'

'কেন?' প্রতিধ্বনি করল উপ-প্রধান।

'কারণ জানা কথা, অমন খবর পেলে অবশ্যই তড়িঘড়ি ছুটে আসবেন তিনি। না এসেই পারেন না। এবং ফোন করেই ওরা পুরোপুরি নিশ্চিত হয় যে উনি সত্যিই আসছেন।'

'কিন্তু…কিন্তু ফোনটা তো করেছিল জ্যাকবাস!'

'হ্যাঁ, তাই।'

'জ্যাকবাস কেন অমন কাজ করবে?' চরম বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল ইউনুসের। 'জ্যাকবাস…জ্যাকবাস! কি বলছেন, শওকত ভাই! এ-ও কি সম্ভব?'

হঠাৎ করে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল শওকত। 'কি জানি! আগে কখনও ভাবিনি এ নিয়ে। এখন ভাবতে হবে।'

যে যে পথে এগিয়েছে শওকতের মার্ক রাইডার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কাজ, প্রায় সেই একই পথে এগোল হেরেনের পুলিসী তদন্ত। কেবল মৃতের বাসায় যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সে। গিয়েছিল অবশ্য পরে একবার, শুধুই কর্তব্য পালনের খাতিরে। মেহের অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে সরাসরি ঘটনাস্থলে এল ডিটেকটিভ, দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের অন্য সব ভাড়াটের সাথে কথা বলল।

অবশেষে ডেবি মোরানকে মনে ধরল প্যাটি হেরেনের। মেয়েটির সঙ্গে দুই মিনিট আলাপ করেই বুঝে ফেলল এই বিল্ডিঙে কার ফ্ল্যাটে সে-রাতে এসেছিল মার্ক রাইডার, এবং কেন এসেছিল।

অফিসে ফিরে ক্রমেই পেল সে অ্যারাম সাশাদকে। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে

সে। তার মাথার সামান্য পিছনে, দেয়ালে ঝুলছে একটা বুলেটিন বোর্ড। কম্পিউটারে ছাপা নানা আকারের বুলেটিনের সঙ্গে ছোট দুটো পোস্টারও গাঁথা আছে ওতে। একটায় এক ট্রাফিক পুলিসকে শহরের এক স্কুল ক্রসিঙে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ওটার ক্যাপশন 'পুলিস অফিসার আপনার বন্ধু। তাদের প্রতি আস্থা রাখুন'। আরেকটায় শুধু লেখা। বেশ বড় অক্ষরে, চমৎকার টানে লেখা, 'কালোদের ঈশ্বর ভালবাসেন। কালোরা আমেরিকার গর্ব'।

'পেয়েছি,' বলল হেরেন।

ধ্যান ভাঙল সাশাদের। নড়েচড়ে বসল সে। 'কি?'

'দু'শো ছেচল্লিশের সেই মেয়েটি, যার কথা বলেছিল মাসুদ রানা। আমার ধারণা যদি মিথ্যে না হয়, মেয়েটা হাই প্রাইসড হুকার। হয়তো কোন বারে ফাঁদে ফেলে সে রাইডারকে, অথবা কালো খাতায় নাম আছে তার।'

'কি নাম মেয়েটির?'

'ডেবি। ডেবি মোরান। বাজি ধরে বলতে পারি, সে রাতে অন্তত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ওর কাছেই ছিল রাইডার।'

তার মানে আমরা মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম মাসুদ রানাকে! তিক্ত মনে ভাবল সাশাদ। 'ওকে রাইডারের ছবি দেখিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'তো?'

'চিনেও না চেনার ভান করল হারামজাদী।'

'হুম!'

পরদিন সকালে ডেবি মোরানের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে দুই শিফটে দু'জন করে চারজন ডিটেকটিভ নিয়োগ করল অ্যারাম সাশাদ। বিকেল পর্যন্ত গাড়িতে বসে গল্প-গুজব আর ঘন ঘন হাই তুলে কাটাল প্রথম শিফটের দু'জন, মেয়েটির ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না। ঘরেই কাটাল সে প্রায় সারাটা দিন।

অবশেষে সাড়ে পাঁচটার সময় অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল ডেবিকে। একটা ইয়েলো ক্যাব ডেকে দুই অপেক্ষমাণ ডিটেকটিভকে লেজে বাধিয়ে রওনা হয়ে গেল সে। সিক্সথ ও সেভেনথ অ্যাভিনিউর মাঝখানে ফিফটি ফিফথ-এর এক বারের সামনে নামল। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে ঢুকে পড়ল বারে।

অনুসরণকারীদের তলব পেয়ে দুই মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছল স্মার্ট এক যুবক। মিডটাউন অ্যান্টি-ভাইস স্কোয়াডের এক আণ্ডারকাভার ডিটেকটিভ সে। পুলিসে এই স্কোয়াডের সবাই 'পুসি পোজি' নামে পরিচিত। যুবকের নাম স্যামুয়েল ম্যাকগোয়ান। তার টাইপিনটা আসলে একটা মাইক্রো রিসিভার। তার পিছন পিছন এল আরও একজন–এক যুবতী। সে-ও একই স্কোয়াডের, নাম তেরেসা দুচেকি। আড়ালে পুরুষ সহকর্মীরা ডাকে সেইন্ট তেরেসা বলে। কারণ, কোন পুরুষ পাত্তা পায় না তার কাছে। ওই বিষয়ে সে যাকে বলে একেবারে সাক্ষাৎ দজ্জালনি। ভেতরে ঢুকল তেরেসাও। বসল আলাদা।

বারের সামনে ডেবিকে বসা দেখে তার কাছাকাছি একটা টুলে চড়ে বসল ম্যাকগোয়ান। প্রথম দৃষ্টিতেই নজর কাড়ল সে ডেবির কিন্তু প্রথম প্রথম পাত্তা

দিল না সে আনমনে সিপ করতে থাকল নিজের গ্লাসে। যেন কোন চিন্তায় আছে। দশ মিনিট পর হঠাৎ করেই যেন চোখ পড়ল তার ডেবির ওপর। শুরু হলো মুচকি হাসি দিয়ে। পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল, তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে বক বক করছে মেয়েটি। ম্যাকগোয়ান থেকে থেকে 'হুঁ', 'হাঁ' করছে আর মাথা দোলাচ্ছে।

যখন মনে হলো বড়শি গিলেছে যুবক, লাইনে এল ডেবি মোরান। 'এখানে সময় নষ্ট না করে আমরা আর কোথাও গিয়ে মজা করতে পারি,' তীর ছুঁড়ল সে।

'এখানেই তো যথেষ্ট মজা করছি, আর কি চাই?'

'কামন, সুগার,' চোখ টিপল মেয়েটি। 'দারুণ এক অ্যাপার্টমেন্টে একদম একা থাকি আমি।'

'তাই নাকি?' ঘায়েল হলো যেন 'পুসি পোজি'

'কিছু খরচ করলে অকল্পনীয় এক সঙ্গে উপহার পেতে পারো তুমি আমার তরফ থেকে। যাবে?'

'টাকা?'

'হ্যাঁ।'

'আই সী! কিন্তু...ইয়ে, কত?'

'একশো পঞ্চাশ,' সামনে ঝুঁকে প্রায় ফিসফিস করে বলল ডেবি মোরান।

'ঠিক আছে,' একটু ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল যুবক। 'চলো।'

বেরিয়ে পড়ল ম্যাকগোয়ান ও ডেবি। তবে কয়েক কদমের বেশি এগুবার সুযোগ হলো না। তার আগেই পিছন থেকে মেয়েটির কাঁধে টোকা দিল তেরেসা। বলতে হলো না, পলকে বুঝে ফেলল ডেবি মোরান গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে।

নিজের থিওরি, বলা ভাল অবিশ্বাস্য থিওরি, নিজের কাছেই সত্য প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল শওকত।

ইউনুসসহ এজেন্সির মোট ছয়জনকে জ্যাকবাসের পিছনে লাগাল সে। তিন শিফটে চব্বিশ ঘণ্টা ছায়ার মত লোকটাকে অনুসরণ করতে থাকল ওরা। কিন্তু না, পরপর তিন দিন কেটে গেল, আশানুরূপ কিছুই অনুমান পর্যন্ত করা গেল না। হতাশ হলো শওকত। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। তাহলে কি ভুল হয়েছে ওর কোন? অনর্থক নিরপরাধ, নির্বিরোধী একজনের পিছু লেগেছে সে?

তার অ্যাসটোরিয়ার ফ্ল্যাটের ওপর শ্যেন দৃষ্টি রাখা হয়েছে গত তিন দিন। কিছুই ঘটল না। সব স্বাভাবিক। রাতে তার পুরানো ফোর্ডে চড়ে নিয়মিত কর্মস্থলে যায় জ্যাকবাস। পার্ক অ্যাভিনিউ সাউথের থার্টিয়েথ স্ট্রীটের একই জায়গায় পার্ক করে ওটা রোজ। তারপর সামান্য পথ হেঁটে পৌঁছায় রানা এজেন্সিতে। অপরিচিত কাউকে এর মধ্যে তার বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে দেখা যায়নি। সে-ও কারও সঙ্গে দেখা করেনি। অফিস আর বাসা, বাসা আর অফিস করেছে কেবল।

ওদিকে, শওকতের জানা নেই ব্যাপারটাকে এখন পুলিসও অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার থেকে সামান্য পিছিয়ে আছে সাশাদ হেরেন। এখন আর মাসুদ রানা বা তার সঙ্গে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের আইস হকি মাঠে

দেখা রহস্যময় মেয়েটিকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না তারা একেবারেই, ঘামাচ্ছে রানা এজেন্সির নাইট গার্ড জ্যাকবাসকে নিয়ে। শুধু ঘামাচ্ছে-ই না, দু'দিন থেকে তার পিছনে সার্বক্ষণিক ওয়াচারও লাগিয়েছে সাশাদ। বুঝে গেছে জ্যাকবাস-ই সময়মত ফোন করে বাসা থেকে বের করে আনে সে রাতে রানাকে। দূর থেকে জ্যাকবাসের ওপর যেমন নজর রাখছে তারা, তেমনি লক্ষ-রাখছে রানা এজেন্সির অপারেটরদের কার্যকলাপের ওপরও। প্রতি মুহূর্ত পুলিসের বিনকিউলারে নজর বন্দী হয়ে আছে এজেন্সির ছেলেরা।

নজরদারীর চতুর্থ দিনের ঘটনা। পার্ক অ্যাভিনিউ সাউথের এক কার পার্কে গাড়ি ডবল পার্ক করে বসে আছে শওকত ও ইউনুস। ইউনুসের সঙ্গীকে শরীর খারাপ হয়ে পড়ায় ছুটি দিয়ে তার জায়গায় নিজেই লেগেছে আজ শওকত। যেখানে বসে আছে ওরা, সেখান থেকে রানা এজেন্সির প্রবেশ পথ, আর শ'তিনেক গজ দূরের আরেক কার পার্কে জ্যাকবাসের নিশ্চল ফোর্ড, দুটোই দেখা যায়। ওদের একশো গজ পিছনের একটা গলিতে রয়েছে আরও একটা গাড়ি। পুলিসের গাড়ি ওটা। ভেতরে রয়েছে ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদ ও প্যাটি হেরেন। প্রথম দুটোর ওপর তো বটেই, শওকত-ইউনুসের ওপরও নজর রেখেছে তারা।

রাত সাড়ে তিনটা। স্টীয়ারিং হুইলের পিছনে নড়েচড়ে বসল শওকত। ঘুমে চোখ বুজে আসছে তার, জোর করে খুলে রাখতে হচ্ছে পাতা। হঠাৎ করেই সামনে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল, শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল শওকতের। পলকে উবে গেছে ঘুমের রেশ। চট করে ড্যাশ বোর্ডের ওপরে রাখা নাইটগ্লাস তুলে নিয়ে চোখে লাগাল সে।

'অ্যাই!' লাফিয়ে উঠল সে। 'ওটা কি?'

ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল ইউনুস। 'কই?'

সামনে ঝুঁকে বসে আছে শওকত। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সামনের দিকে। কোনদিক থেকে আচমকা উদয় হয়েছে সামনের সবুজ রঙের গাড়িটা বুঝতেই পারেনি। জ্যাকবাসের গাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল সেটা। একটা শেভ্রোলে নোভা। প্রচুর জায়গা থাকতেও ঠিক ওই জায়গাটাই কেন বেছে নিল গাড়িটা? উত্তেজিত হয়ে উঠল শওকত। ইউনুসও তাকিয়ে আছে নাক বরাবর। খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছে সে ওদিকের তৎপরতা। একই অবস্থা পুলিসের দুই ডিটেকটিভেরও। হাঁ করে দেখছে তারা গাড়িটা।

নোভার ওটার চালকের আসন থেকে নামল এক লোক। পিছনের বুটের সামনে এসে দাঁড়াল সে। বুট খুলল, ডালা পুরো তুলে দিয়ে জ্যাকবাসের ফোর্ডের পিছনে চলে এল। ওটার বুটও খুলে ফেলল সে চাবি ঘুরিয়ে। তুলে ফেলল ডালা।

'কি ব্যাপার!' ছিলার মত টান টান হয়ে উঠেছে শওকতের প্রতিটি পেশী। রুদ্ধশ্বাসে বলল সে, 'জ্যাকবাসের বুটের চাবি···এর কাছে কেন?'

ওদিকে সাশাদ দৃশ্যটা দেখছে আর জিকির করছে, 'হোয়াট ইজিট! হোয়াট ইজিট! হোয়াট ইজিট!'

নোভার লাইসেন্স নাম্বারটা দেখে। হতভম্বের মত চেহারা হলো শওকতের। ওটা একটা ডিপ্লোম্যাটিক লাইসেন্স। ফোর্ডের বুটের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল নোভার

চালক। ভেতর থেকে বের করল পোস্ট-অফিস মেইল ব্যাগের মত একটা ব্যাগ। ব্যাগটা দেখে মনে হলো হালকা, যদিও পেটমোটা। নিজের বুটে রাখল সে ওটা। তারপর নিয়ে এল আরও একটা।

কাজ শেষ। শব্দ করে হাত ঝাড়ল নোভার চালক। বন্ধ করল বুট দুটো, তারপর উঠে বসল নিজের আসনে।

'কি হলো ব্যাপারটা!' বিড় বিড় করে বলল শওকত। বোকা বোকা চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'বুঝলে কিছু?'

ঠোঁট উল্টে মাথা ঝাঁকাল ইউনুস। 'নাহ!'

ওদিকে ছোটখাট একটা হুঙ্কার ছাড়ল সাশাদ, 'কে রে, শালা!'

মুচকে হাসল হেরেন। 'শালাই বটে। তবে হাই র‍্যাঙ্কিং শালা।'

'কি?'

'ডিপ্লোম্যাটিক লাইসেন্স নাম্বার বহন করছে ওর গাড়ি।'

'ডিপ্লোম্যাটিক!' চেহারা ভীষণরকম কুঁচকে উঠল সাশাদের।

'হ্যাঁ। ডিপিএল লাইসেন্স, নিউ ইয়র্ক স্টেটের। কোন এমব্যাসি না কনসুলেটের কে জানে!'

'কবে থেকে মিউজিক্যাল ট্রাঙ্কস্ খেলছে শালা জ্যাকবাসের সঙ্গে?' গাড়ি স্টার্ট দিল সে। নাইটগ্লাস তুলে দিল হেরেনের হাতে। 'লক্ষ রাখো কোনদিকে যায়।'

লট থেকে বেরিয়ে এল নোভা, মুখ ঘুরিয়ে লেক্সিংটনের দিকে রওনা হয়ে গেল। সামনের একটা লাল ট্রাফিক সঙ্কেত পুরোপুরি অগ্রাহ্য করল গাড়িটা, মাঝারি গতিতে বাঁক নিয়ে থার্টিয়েথ অ্যাভিনিউতে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'এইবার ওকে ধাওয়া করা যায়,' পরামর্শ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল হেরেন। 'ট্রাফিক লাইট অগ্রাহ্য করেছে ব্যাটা।'

'লাল লাইট?' বাঘের চোখে তাকাল সাশাদ।

ভাল মানুষের মত মাথা দোলাল সে, 'হুঁম!'

ব্যস্ত হাতে গীয়ার এনগেজ করল সাশাদ, পরমুহূর্তে লাফ দিল ছদ্মবেশী পুলিস কার। 'শা-লা! আজ তোর একদিন কি আমারই একদিন!' ঝড়ের বেগে গাড়ি ছোটাল সে।

ওদিকে শওকতও স্টার্ট দিল নিজের গাড়িতে। 'ওরা ধরুক গিয়ে ব্যাটাকে, আমরা আগে এদিকের কাজটা সারি।'

জ্যাকবাসের ফোর্ডের পিছনে এসে থামল সে, লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। এক মিনিট পর, শূন্য দৃষ্টিতে ফোর্ডের খালি বুটের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল ওদের বেকুবের মত। কিছু নেই ভেতরে, একদম ফাঁকা।

'জলদি চলো,' বুটের ডালা আছড়ে বন্ধ করল শওকত। 'লোকটাকে ধরতে পেরেছে কি না ওরা দেখে আসি।'

ওদিকে লেক্সিংটন অ্যাভিনিউতে কূটনৈতিক গাড়িটিকে আটক করেছে সাশাদ। চালকের জানালার পাশে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে সে কোমরে দুই হাত রেখে। ঘুমের অভাব এবং প্রচণ্ড রাগ, দুইয়ে মিলে টকটকে লাল করে তুলেছে তার দু'চোখ

নিজ আসনে ভেজা বেড়ালের মত বসে আছে নোভার চালক। দু'হাত কোলের ওপর ভাঁজ হয়ে আছে বন্ধ জানালার ওপাশ থেকে প্রায় আকাশ ছোঁয়া পুলিস অফিসারকে দেখছে সে।

'অ্যাই ব্যাটা!' খেঁকিয়ে উঠল সাশাদ। 'কাঁচ নামা জলদি! নয়তো এক ঘুসিতে কাঁচ আর তোর মুখ দুটোই সমান করে দেব।' নমুনা স্বরূপ হালকা দুটো ঘুসি লাগাল সে নোভার জানালায়। কেঁপে উঠল গাড়ি।

ধীরেসুস্থে কাঁচ নামাল চালক। শান্ত গলায় প্রশ্ন করল, 'সমস্যাটা কি অফিসার?' অজানা অ্যাকসেন্টের ইংরেজি তার।

লোকটার নাকের সামনে 'পটাশ' করে তুড়ি বাজাল সাশাদ। চমকে উঠল সে। 'লাইসেন্স আর রেজিস্ট্রেশন বের করুন, কুইক!'

'আমি একজন কূটনীতিক, অফিসার,' আগের মতই শান্ত কণ্ঠে বলল নোভার চালক। তারপর ড্যাশবোর্ড থেকে কাগজপত্র বের করে তুলে দিল তার হাতে।

ওগুলোয় চোখ বোলাতে লাগল ডিটেকটিভ। ওদিকে তার সঙ্গী ধীরপায়ে নোভার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। নজর বুটের তালায়। লোকটার লাইসেন্সে লেখা নাম পড়ল সাশাদ, বোগদান বেলিয়া। লোকটা জাতিসংঘের রোমানিয়ান ডেলিগেশনের অ্যাটাশে। ভেতরে ভেতরে অক্ষম রাগে ফুলতে থাকল সাশাদ। জানে ট্রাফিক সঙ্কেত ভঙ্গের অভিযোগে এরকম একজনকে আটক করার ক্ষমতা তার নেই। তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না কিছু। আবার তাকে এ-ও বুঝতে দেয়া যাবে না যে তাকে নয় বরং জ্যাকবাসকে অনুসরণ করতে গিয়ে বোগদানের নাগাল পেয়েছে ওরা।

আবার আটক যখন করা হয়েই গেছে, তখন এমনি এমনি ছেড়ে দেয়াও ঠিক হবে না। অর্থাৎ না ঘাঁটিয়েও ছাড়া যাবে না ব্যাটাকে।

'দেখলেন?' বলল বোগদান বেলিয়া। 'ডিপ্লোম্যাট। আপনি এভাবে...'

'গেট আউট!'

'কি?'

'গেট আউট!' গর্জে উঠল সাশাদ। 'কলার ধরে টেনে বের করার আগে ভদ্রভাবে বেরিয়ে আসুন।'

'আপনি কিন্তু বেআইনীভাবে...'

'কথা বাড়াবেন না। আইন এখন আমার পকেটে। যা খুশি তাই করব আমি আজ রাতে। আউট!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসেই থাকল বেলিয়া। পরিচয় পাওয়ার পরও তার সঙ্গে অফিসারের এমন আচরণের কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। পিছন থেকে সাশাদকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানাল হেরেন। 'উত্তেজিত হয়ো না। ঠাণ্ডা মাথায়...'

'রাখো তোমার ঠাণ্ডা মাথা! এই লোক ভুয়া বলে সন্দেহ করছি আমি। এগুলো,' হাতে ধরা কাগজপত্র দিয়ে বাতাসে ঝাপটা মারল সে, 'স্রেফ জাল ডকুমেন্টস। একে অ্যারেস্ট করতে যাচ্ছি আমি।'

বোগদানের দিকে তাকাল হেরেন। 'দেখুন, আমার বন্ধু খুব রাগী মানুষ। আপনি দয়া করে বেরিয়ে আসুন, আমি ওকে শান্ত করছি।'

'আপনারা শুধু শুধু আমাকে হয়রানী করছেন, অফিসার,' অভিযোগের সুরে

বলল কূটনীতিক। 'এমন কোন অন্যায় করিনি আমি যে কারণে...'

'করেননি, তাই না?' খ্যাক করে উঠল সাশাদ। 'লাল সঙ্কেত অগ্রাহ্য করেননি আপনি একটু আগে?'

চুপ করে গেল রোমানিয়ান।

'আমার মনে হয় এটা হট কার,' হেরেনের উদ্দেশে মন্তব্য করল সাশাদ।

'কি বললেন?' বুঝতে না পেরে বলে উঠল বেলিয়া। নজর অপেক্ষাকৃত ভদ্র, শান্ত হেরেনের ওপর।

'আমার বন্ধুর ধারণা আপনার এটা চোরাই গাড়ি,' বলল সে।

ফাঁদে পড়া চেহারা হলো কূটনীতিকের। 'না না! চোরাই হতে যাবে কেন?'

'প্রমাণ করুন,' নির্বিকার মুখে বলল সাশাদ। পরমুহূর্তে প্রসঙ্গ বদল করল। 'বুটে কি আছে?'

'কিছু নেই।'

'খুলুন। দেখব আমি।'

'বললাম তো কিছু নেই ওতে।'

'বিশ্বাস করলাম না।'

খানিক ইতস্তত করল লোকটা। তারপর বুটের লকে চাবি ঢোকাল বিরক্ত মুখে। 'ঠিক আছে। দেখুন।'

সামনে ঝুঁকল অ্যারাম সাশাদ। 'ওই ব্যাগে কি?'

'ফিলম্ ক্যান।'

'কি?' চোখ কোঁচকাল ডিটেকটিভ। 'খুলুন ব্যাগ। দেখান।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে ব্যাগ দুটো খুলল কূটনীতিক। ভেতর থেকে বেরোল বেশ কিছু চ্যাপ্টা, গোল মুভি ফিলম্ ক্যান। এর মধ্যে ছায়াছবির ফিলম রীল থাকে। সবগুলো খালি। প্রতিটি ক্যানের গায়ে লেখা রোটা ফিলমস্, ভারিক স্ট্রীট, নিউ ইয়র্ক। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল সাশাদ।

'আমার দেশী এক ফিলম কোম্পানির ক্যান এগুলো,' ব্যাখ্যা করল বেলিয়া। 'ভারিক স্ট্রীটে লোকাল অফিস ওদের। আমার এক বন্ধু চাকরি করে সেখানে।'

'তো?'

'ওর গাড়ি নেই। তাই আমি ওর বাসা থেকে নিয়ে এসেছি ক্যানগুলো। পৌঁছে দেব বন্ধুর অফিসে।'

দু'মিনিট পর লোকটাকে রেহাই দিল সাশাদ, চলে গেল নোভা। ঘুরে নিজের গাড়ির দিকে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় কয়েক ফুট দূরে দাঁড়ানো শওকতের ওপর চোখ পড়ল তার। এক মুহূর্ত দেখল সে শওকতকে, তারপর উঠে পড়ল গাড়িতে। চিনতে পেরেছে সে শওকতকে। ও এখানে কেন, তা-ও নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছে।

দুই

মাথায় এক পাহাড় চিন্তার বোঝা নিয়ে নিউ ইয়র্ক ফিরে এল মাসুদ রানা। রাত

দশটায় জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্টের টারম্যাক স্পর্শ করল ওকে বয়ে আনা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের দৈত্যাকার ডাবল ডেকারের আণ্ডার ক্যারিজ।

থেকে থেকে বোয়াল মাছের মত হাঁ করছে মাসুদ রানা–হাই তুলছে। ভীষণরকম ক্লান্ত ও। আটলান্টিকের ওপারের সময়ে অভ্যস্ত দেহ খাড়া রাখা মহা দায় হয়ে পড়েছে। ঘরে ফিরে ট্রাভেল ব্যাগটা লিভিংরুমের সোফায় ছুঁড়ে ফেলল মাসুদ রানা। মাতালের মত এলোমেলো পায়ে বেডরুমের দিকে এগোল। কাপড়-চোপড় খুলে নিজেকে পীপিং গাউনের মধ্যে গুঁজল কোনরকমে। তারপর সোজা বিছানায় গিয়ে উঠল।

ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে আবছাভাবে রানার মনের পর্দায় লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কমনীয় মুখটা ভেসে উঠল। কে ও? সত্যিই কি ভুয়া মেয়েটি?

পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। সাপের মত খানিক আড়মোড়া ভাঙল ও, তারপর হ্যাণ্ডসেট তুলল ফোনের। 'হ্যালো!'

'গুড মর্নিং!' একটা সুরেলা মেয়ে কণ্ঠ সম্ভাষণ জানাল।

চোখ কুঁচকে উঠল ওর, 'মর্নিং?'

'লেসলি বলছি।'

উঠে বসল মাসুদ রানা। 'দুঃখিত। তোমার টেলিফোনিক টোন একেবারে বাচ্চা মেয়েদের মত, চিনতে পারিনি। তারপর, কি মনে করে?'

'কোথায় ছিলে গত দু'দিন? খুঁজে খুঁজে হয়রান!'

'কেন খুঁজছিলে বলো।'

'এইটি নাইনথ স্ট্রীটে যাচ্ছি আমি। তুমিও এসো। কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'ওখানে কোথায়?'

'স্যাণ্ডলার ম্যানসনের সামনে।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'কখন?'

'এই ধরো, বারোটায়? অসুবিধে হবে?'

'না, ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ। ঠিক বারোটায় পৌঁছব আমি ওখানে।'

'এসো।'

রিসিভার রেখে আকাশ-পাতাল ভাবল রানা কয়েক সেকেণ্ড। দাড়ি গজানো থুতনি ডলল আনমনে। বিছানা থেকে নেমে রাস্তার দিকের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, তাকিয়ে থাকল ঠিক যেখানটায় মার্ক রাইডারের মৃতদেহটা পড়ে ছিল, সেদিকে।

এইটি নাইনথ স্ট্রীট ও ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। ওর ঠিক সামনে, রাস্তার ওপারে, গম্ভীর চেহারার স্যাণ্ডলার ম্যানসন, দাঁড়িয়ে আছে এক শতাব্দীরও বেশি কালের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে। রিয়েল এস্টেট কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সীল করে দিয়েছে ম্যানসনটা। ওটার আর কোন

দাবিদার নেই, তাই।

দূর থেকে ম্যানসনের বন্ধ দরজা-জানালা, ইটের সীমানা দেয়াল ও ভেতরের ঘন, আকাশ-ছোঁয়া গাছ-গাছালিপূর্ণ বাগান দেখছে মাসুদ রানা। অন্যমনস্ক চোখে ভেতরে ঢোকার ভারি স্টীল গেটের দিকে তাকাল ও। গেটটা প্রকাণ্ড। '৬৪ সালে ওই গেট দিয়ে বেরিয়ে অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠতে গিয়েই নিহত হয়েছিল আর্থার স্যাণ্ডলারের 'ডবল'। কে ছিল মানুষটা? দেয়ালের ইট-সিমেন্ট বা পেভমেন্টের কংক্রীট কথা বলতে পারে না, পারলে জিজ্ঞেস করে জেনে নিত মাসুদ রানা।

ঘড়ি দেখল ও। এখনও আধ মিনিট বাকি বারোটা বাজতে। চোখ তুলেই লেসলিকে দেখতে পেল। পার্ক অ্যাভিনিউর মোড় ঘুরে দৃঢ় পায়ে হেঁটে আসছে ওর দিকে। মেয়েটির হাঁটার স্টাইল দারুণ, প্রায় রাজকীয়। প্রতিটি পদক্ষেপ মাপা, স্থির নিশ্চিত। হাঁটু ছুঁই ছুঁই চকলেট রঙের লেদার কোট পরেছে আজ লেসলি, ওটার কলার ও দুই হাতার প্রান্ত ধূসর পশমমোড়া। কাঁধে বড় চামড়ার একটা ব্যাগ। চোখে গাঢ় সানগ্লাস। গলায় স্কার্ফ।

কাছে এসে রানার উদ্দেশে মোহনীয় এক টুকরো হাসি দিল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। উত্তরে মাসুদ রানাও হাসল। যদিও চোখের সামনে ভাসছে লণ্ডনে দেখে আসা লেসলির কবরের স্মৃতিস্তম্ভের ছবি, তবু কেন যেন মেয়েটিকে দেখে ভেতরে ভেতরে খুশি হয়ে উঠল রানা। স্বস্তিও পেল। ওর আধ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল লেসলি, জুতোর আগায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল মাসুদ রানার মুখের কাছে। আলতো করে তার ঠোঁটের কোণ ও গালের একাংশে চুমু খেলো রানা।

'হ্যালো, রানা!'

'হ্যালো!'

'খুব খুঁজেছি তোমাকে দু'দিন।'

'দুঃখিত। ব্যস্ত ছিলাম।' বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের একটা সতর্কবাণী মনে পড়ল মাসুদ রানার 'কখনও কোন ক্লায়েন্টের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ো না,' কখনও কখনও এ উপদেশ দিয়ে থাকেন তিনি ওকে। ওদের সবাইকে। যে ভাবেই হোক, লেসলির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মাসুদ রানা। মেয়েটি এখন ওর ক্লায়েন্ট, অন্তত শেষ পর্যন্ত না হোক, একটা পর্যায় পর্যন্ত তো বটেই। অতএব বসের উপদেশটা…

সানগ্লাস নামিয়ে স্যাণ্ডলার ম্যানসনের দিকে তাকাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ম্যানসনের বুলওয়ার্ক ও সীমানা-দেয়ালের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর দুই মাঝারি নীল চোখ। রানার সন্দেহ হলো, মনে মনে কোন ফন্দি আঁটছে হয়তো মেয়েটি।

মাসুদ রানাও তাকাল সেদিকে। ভাবল ও বাড়ির চার দেয়াল ও তার ভেতরের রহস্যময় সাম্রাজ্যের ততোধিক রহস্যময় কিন্তার ওরফে স্যাণ্ডলারদের বিগত তিন পুরুষের কথা। বৃদ্ধা ভিক্টোরিয়ার কথা, যে প্রায় সাড়ে তিন দশক বলতে গেলে একাই কাটিয়েছে ওই বিশাল ম্যানসনে। এই সেই বাড়ি, একদিন যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল অ্যাডলফ জেঙ্গার, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে। এবং তারপরই 'ড্যানিয়েলস অ্যান্ড জেঙ্গার অ্যাসোসিয়েটস'-এর জমজমাট আইন ব্যবসা

ছেড়ে নিজের স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিল।

মাসুদ রানার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ড্যানিয়েলস বলেছিলেন, 'কেন যে ও এমন আচমকা অবসরের সিদ্ধান্ত নিল, আমি ভেবে পাই না। জেঙ্গার এক আজব, ব্যতিক্রমি মানুষ।'

'ওর ভেতরে ঢোকা যায় কি করে, রানা?' বলল লেসলি।

শুনতে পায়নি রানা কথাটা। 'কিছু বলছ?'

'বলছিলাম স্যান্ডলার ম্যানসনে ঢোকা যায় কি করে?'

'সোজা পথে হলে এখনই কোন উপায় দেখছি না আমি। তবে যদি বাঁকা পথে ঢুকতে চাও, তাহলে উপায় আছে একটা।'

'কি সেটা?'

'বার্গলার'স টুলস।'

'ফাইন।' সন্তুষ্ট মনে হলো মেয়েটিকে।

'কি?'

'ভাল বুদ্ধি দিয়েছ।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে লেসলিকে দেখল মাসুদ রানা। 'আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

'আমি সিরিয়াস,' গম্ভীর গলায় বলল লেসলি।

'এখনই এমন কোন প্রয়োজন পড়েনি যে চুরি করে স্যান্ডলার ম্যানসনে ঢুকতে হবে তোমাকে,' কঠিন কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তোমার সমস্যা নিষ্পত্তির ভার এখন আমার কাঁধে, সেই অর্থে তুমি আমার মক্কেল। আমি চাই না আমার মক্কেল বেআইনী কিছু ঘটিয়ে জটিল একটা বিষয়কে আরও জটিল করে তুলুক।'

দু'কাঁধ ঝাঁকাল লেসলি। 'তুমি আমাকে হতাশ করলে, রানা।'

'দুঃখিত। তুমি যদি আশা করে থাকো অমন এক কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করব তাহলে হতাশ তোমাকে হতেই হবে, লেসলি। আইনের লড়াই জেতার জন্যে আইন ভাঙতে পারব না আমি। অন্তত এখনই নয়।'

'যাক!' হাঁপ ছাড়ার ভঙ্গি করে হাসল মেয়েটি। 'তবু বোঝা গেল পরে হলেও বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাবে তুমি। হয়তো।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হয়তো। এবার বলো ডেকেছ কেন।'

'চলো, হাঁটি।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর দিকে। বিশেষ কোন কাজ নেই তো তোমার?'

'না। চলো।'

মুখ নিচু করে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা। এক হাতে পেটের কাছে লেদার কোট আঁকড়ে ধরে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, অন্য হাতে ধরেছে রানার বাহু। নাকেমুখে তীরের মত বিঁধছে এসে তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস। স্যান্ডলার ম্যানসন পিছনে রেখে অনেকটা পথ নীরবে পেরিয়ে এল ওরা। সামনের একটা বাঁক ঘুরলেই ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ।

'দু'দিন কোথায় ছিলে বললে না তো, রানা!' তরল কণ্ঠে বলল লেসলি। 'আমি জানি এ শহরে ছিলে না তুমি, বাইরে কোথাও গিয়েছিলে। সে কি আমার

ব্যাপারে?'

'কিছুটা,' উত্তর দিল মাসুদ রানা।

'কোন অগ্রগতি হলো?'

'নাহ্!'

শ্রাগ করল লেসলি। আর কোন প্রশ্ন করল না। বাঁক নিয়ে ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে এসে পড়ল ওরা। ব্যস্ত অ্যাভিনিউ। সামনেই একটা আর্ট গ্যালারি। দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি গ্যালারির রাস্তা ঘেঁষে প্রকাণ্ড প্লেট-গ্লাস জানালার সামনে। অ্যানসপেচার গ্যালারি এটার নাম। ভেতরে মার্কিন এক ইমপ্রেশনিস্ট, জেরাল্ড ডেটুইলারের একক চিত্র প্রদর্শনী চলছে।

'ওহ্, দারুণ তো!' খুশি হয়ে উঠল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আর্ট গ্যালারি!'

'কয়েক কুড়ি আর্ট গ্যালারি আছে ম্যাডিসনে। গ্যালারির ডিপো এই জায়গা।'

'তাই নাকি?' বাচ্চা মেয়ের মত খুশি হয়ে উঠল মেয়েটি। এ মুহূর্তে মুখের হাসিটিও তার একেবারে নিষ্পাপ অবোধ শিশুর মত–উজ্জ্বল, অজানা উত্তেজনায় পূর্ণ। চকচকে চোখে কয়েক মুহূর্ত প্লেট-গ্লাস ডিসপ্লে উইন্ডো দেখল সে। 'রানা, ভেতরে যেতে পারি না আমরা?'

'না পারার কোন কারণ নেই। কিন্তু কেন? আর্ট দেখতে?'

'নিশ্চই! এসো এসো!' হাত ধরে রানাকে প্রায় হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল লেসলি। 'তুমি জানো না আমি নিজেও একজন আর্টিস্ট। তেমন নাম করা কিছু নই অবশ্য।'

'আচ্ছা!'

'কাম অন। অন্যদের আঁকা ছবি দেখতে ভাল লাগে আমার।'

গ্যালারিতে পা রেখে অবাক হয়ে গেল ওরা। বাইরে থেকে আন্দাজ করাও সম্ভব নয় কী প্রচণ্ড ভিড় ভেতরে। পা ফেলার জায়গা নেই, পিঁপড়ের মত সর্বত্র পিলপিল করছে মানুষ। তিন ফ্লোরে চলছে ডেটুইলারের প্রদর্শনী, তিনটেরই একই অবস্থা। ভিড় ঠেলে একেকটা ক্যানভাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে লেসলি, আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছবি দেখছে।

বেশিরভাগই আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ল্যান্ডস্কেপ। নদীর তীরে সার বেঁধে দাঁড়ানো কারখানা, সাগর সৈকতের জনারণ্য, লেকে নৌ-বিহারে রত পর্যটক ইত্যাদি। 'দারুণ সব আর্ট!' প্রশংসার সুরে বলল লেসলি। 'কি বলো?'

'আর্ট সম্পর্কে তেমন একটা আগ্রহ নেই আমার,' পানসে গলায় বলল মাসুদ রানা। 'বুঝি কম।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওকে দেখল লেসলি। 'সত্যি বলছ?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও। 'জলদি করো। আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে আমার। জরুরী।'

কোন পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না মেয়েটির মধ্যে। মনে হলো হয় সে রানার কথা শুনতে পায়নি, নয়তো ভান করছে না পাওয়ার। আরেকটা ক্যানভাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লেসলি। খুব কাছ থেকে দেখতে লাগল ছবিটা। উজ্জ্বল নীল, সবুজ ও হলদে রঙে আঁকা আরেকটা ল্যান্ডস্কেপ ওটা। 'ভদ্রলোকের

ব্রাশস্ট্রোকগুলো দেখেছ? এক কথায় অতুলনীয়! মনেটের সার্থক অনুসারী এ লোক. কোন ভুল নেই তাতে।' হাসি মুখে ঘুরে তাকাল লেসলি। 'দুঃখিত। কি যেন বলছিলে, রানা?'

'আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে…' পিঠে রামগুঁতো খেয়ে থেমে গেল ও। খাটো, হোঁৎকা এক চুরুটখেকো বেরিয়ে গেল রানার গা ঘেঁষে। ধাক্কা লাগার জন্যে দুঃখ প্রকাশ দূরে থাক, দয়া করে একবার তাকাল না পর্যন্ত লোকটা।

কপালে সরু কয়েকটা ভাঁজ পড়ল লেসলির। মনে হলো গ্যালারিতে ঢুকে ভুলেই গিয়েছিল সে আর্থারের কথা। মনে করিয়ে দিয়ে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ওকে মাসুদ রানা। 'তার সম্পর্কে কি?' এমন চেহারা করল সে, যেন বলতে চায়, ওই ব্যাপারটা তো এখানে তোলার কথা ছিল না! বেশ বুঝতে পারছে রানা এ নিয়ে কথা বলতে মোটেই আগ্রহী নয় লেসলি। এড়াতে চাইছে সে বিষয়টা।

'যতটা সম্ভব জানতে চাই আমি তার সম্পর্কে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'তাই বলো। কিন্তু আমার মনে হয় এর মধ্যে তার ব্যাপারে আমার চাইতে অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছ তুমি, রানা।'

'আমি তা মনে করি না,' বলল ও। পরক্ষণে আরেক দীর্ঘদেহী নিগ্রোর ধাক্কা খেয়ে এক পা এগিয়ে গেল সামনে। বিরক্তিতে চেহারা বিগড়ে গেল রানার।

ব্যাপারটা খেয়াল করল লেসলি। ওর এক হাত ধরে সামনে টানল সে। 'চলো। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়ানো যাক।'

গায়ে গায়ে লেগে এগোল ওরা। যতবারই মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে মাসুদ রানা, মনেপ্রাণে নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইছে এ-ই আসল লেসলি, ততবারই চোখের সামনে ভেসে উঠছে লণ্ডনের সমাধি স্তম্ভটা। 'তারচে' বরং ওপরে চলো,' বলল রানা। 'ভিড় হয়তো কিছুটা কম হবে দোতলায় বা তিনতলায়।'

'ঠিক আছে। চলো।'

এলিভেটরের দিকে চলল রানা ও লেসলি। 'তোমার পালক পিতা,' বলল ও, 'বা অন্য যার কথা বলছিলে, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের অফিসার, কি যেন নাম ভদ্রলোকের?'

'পিটার হোয়াইটসাইড?'

'হ্যাঁ। ম্যাকঅ্যাডাম আর হোয়াইটসাইড।'

'হঠাৎ ওঁদের কেন টানাটানি আর্থারকে ছেড়ে?'

'ওদের কাছ থেকে আর্থার সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে হয়তো।'

মাথা দোলাল লেসলি। 'যেতে পারত, হয়তো, যদি…'

'যদি?'

'যদি জীবিত থাকত ওরা।'

বিস্মিত হবে কি-না ভাবল মাসুদ রানা। 'মানে?'

'বেঁচে নেই ওরা, মারা গেছে। দু'জনেই।'

'মারা গেছে?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল লেসলি। 'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'আগে বলোনি তো?' গম্ভীর গলায় বলল মাসুদ রানা।

'তুমি জানতে চাওনি, তাই বলিনি।' আগ্রহ ভরা চোখে ওর দিকে তাকাল মেয়েটি। 'কিন্তু ওদের প্রসঙ্গ হঠাৎ জরুরী হয়ে দেখা দিল কেন, রানা?'

'কবে মারা গেছে ওরা?' লেসলির প্রশ্ন শুনতে পায়নি ও। এলিভেটরের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। সবাই মৃত! ভাবছে মাসুদ রানা, ম্যাকঅ্যাডাম মৃত, হোয়াইটসাইড মৃত, লেসলি···। প্রথম দু'জনের মৃত্যু হয়েছে কি ভাবে? বার্ধক্যজনিত কারণে? কিন্তু ও যাদের দেখেছে, দু'জনকেই যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান মনে হয়েছে রানার। তাহলে? জবাবের আশায় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর আবার একই প্রশ্ন করল, 'কবে মারা গেছে ওরা? কি ভাবে?'

চোখ কপালে তুলল লেসলি। 'মাই গড, রানা! তুমি যে নাছোড়বান্দা উকিলের মত জেরা করতে শুরু করে দিলে!'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে লেসলির দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না, লেসলি।'

'দুঃখিত।' মুহূর্তের জন্যে নার্ভাস হয়ে পড়ল যেন মেয়েটি। হাত কচলাল, তারপর সামলে নিল নিজেকে। কাঁধের বড়সড় ব্যাগটার ফিতে ডলতে লাগল দুই আঙুলে। 'ওঁদের মৃত্যু একটা দুঃখজনক ঘটনা ছিল। আমার জন্যে অন্তত।'

'আমি শুনতে চাই।'

'বলছি।'

মৃদু আওয়াজ তুলে মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে গেল এলিভেটরের স্টীলের দরজা। খুদে একটা এলিভেটর। ছয়জন আছে ভেতরে। এতেই ভরে আছে ওটার উদর। লোকগুলো নেমে এল। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা-লেসলি। পিছন পিছন ঢুকল আরও দু'জন। একজন বেশ মোটা। রানা-লেসলির মাঝখানের ফাঁক গলে এলিভেটরের পিছন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল গিয়ে লোক দুটো। মোটার হাতে একটা উলের স্কার্ফ ঝুলছে দেখা গেল। নার্ভাস চোখে তাদের দিকে তাকাল লেসলি।

মাসুদ রানাও দেখল তাদের এক পলক। ওদের দিকে খেয়াল নেই লোক দুটোর। খুদে একটা পকেট ক্যালকুলেটরে কী যেন হিসেব কষছে সঙ্গী, গলা বাড়িয়ে তাই দেখছে মোটা লোকটা। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। সেকেণ্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে দিল মাসুদ রানা। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে যেতে হুঁশ হলো যেন মোটার, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে টপ ফ্লোরের বোতাম টিপল সে।

আলতো একটা দোল খেয়ে উঠতে আরম্ভ করল এলিভেটর। দোতলা ছাড়িয়ে তিনতলার উদ্দেশে চলছে। জায়গা মত পৌঁছতে গতি পড়ে এল এলিভেটরের, খানিক ইতস্তত করে থেমে দাঁড়াল ওটা। খুলে গেল দরজা। মাথা ঝাঁকিয়ে আগে লেসলিকে নামতে বলল মাসুদ রানা, তারপর নিজে পা বাড়াল। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, এই সময় পিছনে দরজা বন্ধ হতে শুরু করল।

পা বাড়াতে গেল মাসুদ রানা, তখনই আচমকা বাধাটা পড়ল। চোখের সামনে মোটা লোকটার হাতে ধরা স্কার্ফটা পলকের জন্যে দেখতে পেল ও, পরক্ষণেই ফাঁস হয়ে রানার গলায় পেঁচিয়ে বসল ওটা। পিছন দিকে হ্যাঁচকা এক টান খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল মাসুদ রানা, এলিভেটরের দরজায় পিঠ দিয়ে

আছড়ে পড়ল দড়াম করে। মাথা ঠুকে গেল ভীষণ জোরে। ওদিকে মৃদু 'ঠং' আওয়াজে বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা। নড়ে উঠল ওটা।

ফাঁসির দড়ির মত শক্ত হয়ে গলায় এঁটে বসেছে স্কার্ফ, পিছনের টানে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা মাসুদ রানার। চোখ বিস্ফারিত, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে কোটর ছেড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়বে। দু'হাতে স্কার্ফ মুঠো করে ধরল মাসুদ রানা, মরীয়া হয়ে টানা-হ্যাচড়া করছে বজ্র গেরোর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, কিন্তু এক চুল শিথিল তো হলোই না, বরং আরও এঁটে বসল ওটা। উঠতে শুরু করেছে এলিভেটর। ভেতরের মোটা লোকটার মত ওটার স্টীল দরজাও এ মুহূর্তে চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে রানার। ফাঁকের মধ্যে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে স্কার্ফ, মনে হচ্ছে ওর মাথা আঠা দিয়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে যেন দরজার সাথে।

উন্মত্তের মত গোড়ালি দিয়ে দরজার গায়ে দমাদম লাথি লাগাল মাসুদ রানা। কিন্তু কিছু হলো না তাতে। ওদিকে, পিছনে এলিভেটরের দরজায় রানার আছড়ে পড়ার শব্দে চর্কির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে লেসলি। সামনের দৃশ্য দেখে সশব্দে আঁতকে উঠল সে, গলায় আটকে গেছে দম। বেকুবের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। ওর চোখের সামনে মাসুদ রানা অসহায়ের মত হাঁসফাঁস করতে করতে, পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওপরে উঠে যাচ্ছে একটু একটু করে।

মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেছে রানার পা। আর বড়জোর পাঁচ সেকেণ্ড, তারপরই ওপরের কিনারায় ঠুকে যাবে মাসুদ রানার খুলি, মট্ করে ভেঙে যাবে ঘাড়। নাকে মৃত্যুর গন্ধ পেল রানা।

আগের মতই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, বিস্ফারিত চোখ। চিৎকার করল না সে। আতঙ্ক বোধ করলেও চেহারায় তার কোন আভাস লক্ষ করা গেল না। এদিকে দম ফুরিয়ে মরতে বসেছে মাসুদ রানা। সর্বশক্তিতে স্কার্ফ ধরে টানছে, কিন্তু ফলাফল একই। হঠাৎ প্রাণ ফিরে পেল যেন লেসলি। এক ঝটকায় ব্যাগ খুলে ডান হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, ব্যাগ হাতড়ে কিছু একটা বের করল, আলো লেগে ঝিকিয়ে উঠল জিনিসটা। ছুরি!

ছুটে এল লেসলি। ছুরি চালাল সামনে। আঁতকে উঠে পা ছুঁড়তে যাচ্ছিল রানা মেয়েটির তলপেট সই করে, সামলে নিল একেবারে শেষ মুহূর্তে। ওর গলা নয়, পরম স্বস্তির সাথে টের পেল রানা স্কার্ফের ফাঁসটা কাটার চেষ্টা করছে সে অস্ত্রটা দিয়ে। ধারাল ছুরির খসড় খসড় কয়েক পোঁচে ফাঁস খানিকটা ঢিল হলো যেন, পরক্ষণে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা, ঠিক ওপরের কিনারার সাথে মাথা ঠুকে যাওয়ার আগমুহূর্তে। হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল ও ফ্লোরে।

ফুঁপিয়ে উঠে দম নিল রানা, কেশে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। দু'হাতে গলা আঁকড়ে ধরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল ও, চেহারা বিকৃত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন একটা মালবাহী ট্রাক ওর গলা মাড়িয়ে দিয়ে গেছে এইমাত্র। চোখে টলমল করছে পানি। ছুরিটা ব্যাগে পুরে দু'হাতে শক্ত করে ধরল ওকে উদ্বিগ্ন লেসলি। 'রানা! রানা! ঠিক আছ তুমি?'

কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। নিজে থেকে নয়, ভেতর থেকে কেউ ঠেলে তুলে দিয়েছে ওকে। প্রচণ্ড রাগে তালু জ্বলছে ওর। এলোমেলো পায়ে

সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল রানা দু'তিন কদম, পিছন থেকে আস্তিন মুঠো করে ধরে ঠেকাল ওকে লেসলি। বুঝে ফেলেছে কোথায় যেতে চাইছে সে।

'লাভ নেই,' মৃদু গলায় বলল লেসলি। 'ওপরে যায়নি ওরা। নিচে নেমে গেছে। ওই দেখো।' হাত তুলে এলিভেটরের ইন্ডিকেটর দেখাল সে।

চোখের পানি মুছে ওপরে তাকাল মাসুদ রানা। সত্যি তাই। সবুজের মাঝে সাদা 'দুই' অক্ষরটা ভাসছিল, ও তাকানোমাত্র 'এক' হয়ে গেল সেটা। প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে পেরে নিশ্চয়ই চারতলা থেকে ফিরে এসেছে ব্যাটারা।

ভেতরের উত্তেজনা উবে গেল রানার। ভীষণ দুর্বল বোধ করল ও, বসে পড়ল আবার ফ্লোরে। সারা দেহ কাঁপছে থর থর করে। কাশছে। কণ্ঠনালী জ্বালা করছে খুব।

দেখতে দেখতে চারদিকে ভিড় লেগে গেল। সবাই জানতে চাইছে কি হয়েছে ভদ্রলোকের? কোথায় চোট লেগেছে?

'তেমন কিছু নয়,' ব্যাখ্যা করল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'স্কার্ফ আটকে গিয়েছিল এলিভেটরের দরজায়।'

গুঞ্জন উঠল ওদের চারদিকে। 'এত অসতর্ক মানুষ তো দেখিনি!' ক্যাটকেটে গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠল এক বুড়ি। 'কি করে দরজায় পেঁচায় স্কার্ফ?'

'পা বাড়াবার আগে দেখে-শুনে নেবেন, মিস্টার,' পরামর্শ দিল এক পুরুষ কণ্ঠ।

চুপ করে থাকল ওরা।

তিন

মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ হঠাৎ করে। অসময়ে সাঁঝ নেমেছে নিউ ইয়র্কে। ম্যাডিসন অ্যাভিনিউর স্বল্পালোকিত এক পাবে বসে আছে মাসুদ রানা ও লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। দু'জনের সামনে আধ খালি বড় দুই মগ ফেনিল বীয়ার। হাতে সিগারেট পুড়ছে রানার, টানার কথা ভুলে বসে আছে।

অনেকক্ষণ পর বীয়ারে চুমুক দিল রানা। গিলতে গিয়ে বিচ্ছিরিভাবে কুঁচকে উঠল চোখ মুখ। কণ্ঠনালী নাড়ানোর চেষ্টা করলেই ব্যথা করছে ভীষণ। জ্বালা করছে। খিদে পেয়েছে আগেই, কিন্তু এই ভয়ে খাওয়ার ভাবনা আপাতত দূরে সরিয়ে রেখেছে মাসুদ রানা। খায়নি লেসলিও।

সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে আবার চুমুক দিল ও। 'এখন কেমন বোধ হচ্ছে, রানা?' টেবিলে দুই কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে এল মেয়েটি।

'জঘন্য!' 'ফ্যাসফেসে গলায় বলল মাসুদ রানা। তবে দম নিতে পারছি, বাতাস আসা-যাওয়া করছে গলা দিয়ে, এই যা স্বস্তি।'

মাথা ঝাঁকাল লেসলি। চেহারায় সমবেদনার ছাপ। 'আমাকে কিছু প্রশ্ন করবে বলেছিলে।'

'বলেছিলাম,' অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল ও। ভাবছে, লোকগুলো কি

আসলে ওকেই হত্যা করতে চেয়েছিল, না লেসলিকে? তাহলে স্কার্ফের ফাঁস ওর গলায় কেন পরাল ব্যাটারা? আগে সার্বক্ষণিক ফেউটাকে খসাতে চেয়েছিল? তারপর ধরত মেয়েটিকে?

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ তুমি, রানা,' বলল লেসলি। 'অন্তত আমার মত গলায় চিরস্থায়ী দাগ বয়ে বেড়াতে হবে না তোমাকে।'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। মনে হলো শুনতেই পায়নি তার কথা।

'দু'দিন কি কাজে ব্যস্ত ছিলে তুমি?' আবার প্রশ্ন করল মেয়েটি। 'কোথায় গিয়েছিলে?'

মাসুদ রানা নিরুত্তর।

'আবার জেঙ্গারের সাথে দেখা করতে?'

'না।' পরিষ্কার অনাগ্রহ ফুটল ওর চেহারায়। বোঝাতে চায় এ নিয়ে কথা বলতে রাজি নয় ও।

কিছু সময় অপেক্ষা করল লেসলি, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল হতাশা প্রকাশের ভঙ্গিতে। 'বেশ, বোলো না। তবে মনে হয় যার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে তুমি, বা যাদের সাথে, সে বা তারা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, রানা। হয়তো তাদের ধারণা, অনেক বেশি জেনে গেছ তুমি।'

'উল্টোটাও তো হতে পারে।'

'এ ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কম! কারণ আমাকে নয়, ওরা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

সত্যি, ভাবল মাসুদ রানা। হাত তুলে ওয়েট্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। নিজের জন্যে এক কাপ গরম কফির অর্ডার দিল রানা। তারপর আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল। 'আর্ট সম্পর্কে ভালই জ্ঞান আছে তোমার মনে হয়?'

'খুব একটা না। বুঝি, কিছু কিছু।'

'ফরজারি সম্পর্কে?'

মাঝপথে থেমে গেল লেসলির বীয়ারের মগ, ভুরু সামান্য কুঁচকে উঠল তার। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মুখের সামনে কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকল সে ওটা, তারপর রেখে দিল চুমুক না দিয়ে। 'ফরজারি?'

চুমুক দিল রানা কফিতে। মাথা দোলাল ওপর-নিচে।

'আর্ট ফরজারি?'

আবার মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'জানি, ওসব চলে,' চিন্তিত গলায় বলল লেসলি। 'নাম করা কোন শিল্পীর বিশেষ কোন আর্ট কখনও কখনও নকল করে জালিয়াতরা। তারপর সেটাকে আসল বলে চড়া দামে বিক্রি করে। এমন কয়েকটা ঘটনা আমার জানা আছে।' আবার চোখ কোঁচকাল সে। 'কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'কতটা নিখুঁত হয় সে সব?'

'ভাল জালিয়াতের হাতে পড়লে আসল-নকলে তফাত বের করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। অলমোস্ট একশো ভাগ নিখুঁতও হয় কখনও কখনও।'

'জাল মানুষ সম্পর্কে জানো কিছু?'

'জাল মানুষ?'

শান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। চুমুক দিল কফিতে।

'আসলজনের স্থানে নকল আরেকজনকে সেট করা, এটাই তো তোমার প্রশ্ন?' চিন্তার রেখা ফুটল লেসলির চেহারায়। রানার মনে হলো ব্যাপারটা ভান নয়, অকৃত্রিম। 'আমার ধারণা সেটাও অসম্ভব নয়, রানা। সম্ভব। কেন?'

'না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম।' কফি শেষ করে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। 'এবার আমাদের বাধা-পড়া আলোচনাটা শুরু করা যাক নতুন করে। জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম আর পিটার হোয়াইটসাইডের মৃত্যু সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিলে তুমি।'

'হ্যাঁ।' অস্বস্তিকর নীরবতা। ঘন ঘন নিচের ঠোঁট চাটছে লেসলি চিন্তিত ভঙ্গিতে। যেন কতটা বলা যায় রানাকে ভাবছে। চোখাচোখি হলো রানার সঙ্গে। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণ করছে মাসুদ রানা। অবশেষে মনস্থির করল লেসলি, দীর্ঘ চুমুকে মগের অবশিষ্ট পানীয়টুকু গলায় চালান করে দিয়ে সামনে ঝুঁকে এল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল নিজেদের চারদিক। 'আমার পালক বাবা, জর্জ ছিলেন "স্যান্ডহগ"।'

'পার্ডন?'

' "স্যাণ্ডহগ"। ডাক নাম। ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের বিশেষ এক শাখার এজেন্টদের "স্যাণ্ডহগ" নামে ডাকা হয়।'

'এস আই এস।'

'হ্যাঁ।'

'বলে যাও।'

'এরা বিশেষ এক বিষয়ে এক্সপার্ট। তোমাকে বলেছি তিনি মিডল ইস্টে কর্মরত ছিলেন। সুয়েজ সংলগ্ন অঞ্চলে। ওখানেই গুলিবিদ্ধ হন তিনি।

'তেল বিশেষজ্ঞ?'

'রাইট। বহু বছর ধরে একটু একটু করে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছি আমি, তিনি বলেননি কিন্তু। তথ্য সংগ্রহ করেছি, তারপর সেসব জোড়া লাগিয়ে অনুমান করে নিয়েছি তাঁর পেশা কি ছিল। ঠিক যে ভাবে নিজের পরিচয় বের করেছি আমি নিজের চেষ্টায়, তেমনি। ব্রিটেনের প্রতি বছর প্রচুর তেল প্রয়োজন হয়, অথচ নিজের নেই এক ফোঁটাও, পুরোটাই আমদানী নির্ভর। সব কিছুই আমদানী করতে হয় ব্রিটেনকে।

'জানি। আসল প্রসঙ্গে এসো।'

'সারা বছর পৃথিবীর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতেন আমার বাবা, সব সময় ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন। '৬৮ সালের দিকে মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ে আমেরিকা, রাশিয়া আর ব্রিটেনের মধ্যে পর্দার অন্তরালে বেশ বড় ধরনের এক আলোড়ন ঘটে। ঠিক কি হয়েছিল জানি না অবশ্য। এরই কোন এক সময় গুলিবিদ্ধ হন জর্জ।'

'তারপর?'

'কয়েক মাস চিকিৎসা চলে তাঁর। মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠেন, তবে দু'পায়ের অনেকগুলো নার্ভ শুকিয়ে যায়। যা হোক, অবসর নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন জর্জ। আসলে তিনি ছিলেন অন্য ধাচের মানুষ, বসে থাকতে পারতেন না,

সারাক্ষণ কিছু না কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইতেন। তাঁর ইচ্ছের কথা জানতে পেরে খুশি হয় এস আই এস. নতুন এক অপারেশনের ভার দেয় ওরা তাঁকে। তবে সেবার আর মধ্যপ্রাচ্যে নয়. ওখানে বড্ডো বেশি কামড়াকামড়ি চলছিল তখন তেল নিয়ে। তাছাড়া জর্জের পরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তাই দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠানো হয় তাঁকে। ভেনিজুয়েলায়।

'নিজের শাখার সুপিরিয়র এক অফিসারের সঙ্গে বসে বিষয়টা রফা করেন বাবা। ভদ্রলোকের অফিস ছিল হোয়াইটহলে। ঠিক হয় দু'জনে একসঙ্গে যাবেন কারাকাস। সেখানে মিশনের কার্যক্রম চালু করে দিয়ে মায়ামি যাবেন তাঁরা. ইউ.এস.ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

'তারপর?'

'কারাকাস ওঁরা গিয়েছিলেন ঠিকই. সেখানে কাজ শুরু করে দিয়ে মায়ামির উদ্দেশে যাত্রাও করেছিলেন। তবে পৌঁছতে পারেননি সেখানে।'

'কারণ?'

'আকাশে ওড়ার এক ঘণ্টা পর বিস্ফোরিত হয় ওঁদের বিমান।'

চোখের কোণ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'কবেকার ঘটনা এটা?'

'জুন, চোদ্দ, উনিশশো একাশি,' ওর চোখে চোখ রেখে বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'অ্যাভিয়াংকা এয়ারওয়েজের কারাকাস-মায়ামি ফ্লাইট ছিল ওটা। আমার ধারণা বিমানে বোমা পেতে রেখেছিল রুশ স্পাইরা. ওঁদের দু'জনকে হত্যা করার জন্যে। মধ্যপ্রাচ্যের মত ওই অঞ্চলের তেল হাতাবার জন্যেও তৎপর ছিল রুশরা। ব্রিটিশ স্যান্ডহগ আর তার সুপিরিয়রকে সরিয়ে দিয়ে পথ কিছুটা পরিষ্কার করেছে ওরা।'

মন দিয়ে পুরোটা শুনল মাসুদ রানা। কেন যেন মনে হলো. সম্ভবত সত্যি বলছে লেসলি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর ঘটনাটা।

'কাজেই.' কাঁধ ঝাঁকাল লেসলি। 'তিনি কোন সাহায্য করতে পারছেন না তোমাকে।'

'আর পিটার হোয়াইটসাইড?'

দৃষ্টি থমকে গেল লেসলির। 'জর্জের সুপিরিয়র অফিসার কে ছিল বলে মনে হয় তোমার?'

দীর্ঘ নীরবতা। ভাবছে মাসুদ রানা. তাহলে ওরা কারা? যে হোয়াইটসাইড আর ম্যাকঅ্যাডামের সঙ্গে দেখা করে এল ও? মানুষ. না ভূত? আর লেসলি? আর্থার স্যান্ডলারের ডবলের মত আর কেউ? কে আসল কে নকল. কে মিথ্যা কে সত্য কিছুই ভেবে উঠতে পারছে না ও। অদ্ভুতরকম এলোমেলো লাগছে সব।

কয়েকটা ফুটবল মাঠের সমান বিশাল নিউ ইয়র্ক টাইমসের আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কে গাড়ি ঢোকাল মাসুদ রানা। এলিভেটরে চড়ে উঠে এল সতেরো তলায়। পনেরো থেকে আঠারো. এই চারটা ফ্লোর এদের সিটি নিউজ উইং।

সিটি নিউজ এডিটর টমাস রেইড মাসুদ রানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। তার সাথে দেখা করতে এসেছে ও। দূর থেকে দেখা গেল. নিজের কাচঘেরা রুমে বড়

এক রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে রেইড। হেলান দিয়ে সিলিং দেখছে। ভাবছে হয়তো কিছু। সামনে টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে আছে এক গাদা কম্পিউটর প্রিন্ট আউট, ফ্যাক্স কপি, লেখার প্যাডসহ আরও নানান হাবিজাবি।

কাগজপত্রের দাপটের কাছে লজ্জিত ভঙ্গিতে নিজেদের অস্তিত্ব কোনরকমে ঘোষণা করছে তিনটে টেলিফোন সেট। রেইডের বাঁ দিকে খোলা একটা ফাইল র‍্যাক, তার ওপর পাশাপাশি বসানো একটা করে কম্পিউটর ও ফ্যাক্স মেশিন।

দরজার শব্দে ঘুরে তাকাল রেইড। পরক্ষণে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। 'আরে! গোয়েন্দা সাহেব যে!' ছাগলের মত তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। ডান হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেকের জন্যে। 'এখনও মনে রেখেছিস তাহলে এই অধমকে?'

জবাবে এক টুকরো মারফতি হাসি দিল মাসুদ রানা। 'কেমন আছিস?'

'ভাল,' চট করে গম্ভীর হয়ে গেল টমাস। 'তোর এই পিত্তি জ্বালানো হাসি আমি একদম সহ্য করতে পারি না, রানা। বন্ধ কর ছিপি।'

'করলাম।' রানাও গম্ভীর হয়ে গেল। 'ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোর পোঁদে আগুন লাগার খবর পেয়ে দু'দিন গিয়েছি আমি। একদিনও পেলাম না তোকে। কেন?'

'সময়মত যাসনি বলেই পাসনি। যেদিন ঘটনা ঘটে, সেদিন তো প্রায় আঠারো ঘণ্টাই ছিলাম অফিসে। কখন গিয়েছিস তুই?'

'তিন দিন পরে। এখানে ছিলাম না আমি। বড়দিনের ছুটি এবার বাবা-মার সঙ্গে কাটাতে গিয়েছিলাম।'

'তাই বল।'

মিনিট পাঁচেক চলল দুই বন্ধুর অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, কফি পান। তারপর কাজের কথায় এল মাসুদ রানা। 'তোদের পুরানো অফিস ফাইলে চোখ বোলাতে চাই।'

'কত পুরানো?'

'১৯৮১ সালের।'

'অত আগের ফাইল তো এখানে পাবি না তুই। ওসব ফাইল এবং তার রেকর্ড মাইক্রোফিল্ম করে আর্কাইভে রাখা আছে, ফর্টি থার্ড স্ট্রীটে।'

'জাহান্নামে হলেও কিছু এসে যায় না।'

'ভেরি ওয়েল। কখন যেতে চাস?'

'এখনই।' একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'ওই সময়ের আর কোন পত্রিকার রেকর্ড আছে তোদের আর্কাইভে?'

'সমস্ত জাতীয়-আঞ্চলিক পত্রিকার রেকর্ড আছে। দৈনিক পত্রিকার অবশ্য, অন্যগুলোর নয়।'

'গুড।'

'চল, পৌঁছে দিয়ে আসি তোকে।'

পনেরো মিনিট পর। আর্কাইভের চার দেয়াল ঘেরা, সিলিং ছোঁয়া অসংখ্য র‍্যাকে যত্নের সাথে সাজিয়ে রাখা হাজার হাজার ফাইল দেখছে মাসুদ রানা। কিন্তু

কিছু ফাইলের কিনারা লালচে হয়ে গেছে। অনেক পুরানো ওগুলো, ত্রিশ চল্লিশ দশকের।

'তুই দেখতে থাক,' বলল টমাস রেইড। 'আমি অফিসে চললাম।'

'ঠিক আছে।'

'এর পরেরটা মাইক্রোফিলমের রুম। এখানে ঝামেলা মনে হলে ওখানে গিয়ে দেখিস। আমি অ্যাটেনডেন্টকে বলে যাচ্ছি, প্রয়োজন হলে তার সাহায্য নিতে পারবি।'

'অনেক ধন্যবাদ। তুই যা।'

পাঁচ মিনিট পর পাশের রুমে এল মাসুদ রানা। ফাইল ঘাঁটাঘাঁটির চেয়ে ফিলমে চোখ বোলানই ভাল মনে হলো ওর। অনেক সহজ হবে সেটা। আর্কাইভের যুবক অ্যাটেনডেন্টের সাহায্যে টাইমস পত্রিকার '৮১ সালের জুন মাসের ফিলম স্পূলটা বের করল রানা। ওটা প্রজেক্টর মেশিনের মত দেখতে ভিউয়ারে সেট করে সামনের বিশ বাই বিশ সাদা পর্দায় ছায়া ফেলল ফিলমের। এনলার্জড ছায়া পড়ল সেখানে। একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার ছায়া।

স্পূলের হাতল ঘুরিয়ে পর্দায় '৮১ সালের জুন মাস নিয়ে এল মাসুদ রানা। তারপর ১৫ জুন। মৃদু উত্তেজনা অনুভব করল ও। ১৪ তারিখে লেসলির কথামত সত্যিই যদি ঘটে থাকে বিমান দুর্ঘটনাটা, তাহলে এই তারিখের পত্রিকাতেই ছাপা হওয়ার কথা সেটা। প্রথম থেকে তৃতীয় পাতার প্রতিটি হেডিঙে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। নেই। কি খেয়াল হতে প্রথম পাতায় ফিরে এল ও, সূচীপত্রের হেডিঙগুলো পড়ল। সেখানেও এক অবস্থা। নেই।

আবার চার নম্বর থেকে শুরু করল রানা। আধ ঘণ্টা পর, অষ্টম পাতায় পাওয়া গেল ও যা খুঁজছিল। একেবারে নিচের দিকে, ছোট করে ছাপা হয়েছে খবরটা, প্রায় দায় সারার মত করে। ওটার হেডিং এরকম কারাকাস-মায়ামি ফ্লাইট বিধ্বস্ত, নিহতের সংখ্যা ৩৯। খুবই সংক্ষিপ্ত খবরটা, যাত্রীদের নামের তালিকা দূরে থাক, বিস্তারিত আর প্রায় কিছুই নেই ওতে।

হাতল ঘুরিয়ে ১৬ জুনে এল মাসুদ রানা। ওইদিনের বারো নম্বর পাতায় এক কলাম তিন ইঞ্চি জুড়ে আছে খবরটা। উড্ডয়নের এক ঘণ্টা পর অ্যাভিয়াঙ্কার কারাকাস-মায়ামি ফ্লাইট অজ্ঞাত কারণে মাঝ আকাশে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার কারণ রহস্যজনক। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের আবহাওয়া সে সময়ে একদম স্বাভাবিক ছিল। ওটার ভেতর বোমা পেতে রাখা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এদিনও হতভাগ্য নিহত যাত্রীদের তালিকা ছাপেনি টাইমস।

হয়তো পরের কোনও দিন ছাপা হয়েছে, ভেবে এক এক করে বিশ তারিখ পর্যন্ত চষে ফেলল মাসুদ রানা। কিন্তু না, নেই। আর কিছুই ছাপেনি এরা ওই দুর্ঘটনার ব্যাপারে। বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাল খানিক মাসুদ রানা। তারপর স্পূলটা খুলে রেখে দিল জায়গামত। মাইক্রো ফিলম ইনডেক্স নিয়ে পড়ল ও এবার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেল রানা মনে মনে যা খুঁজছিল। ইনডেক্স রেখে একই সময়ের মায়ামি হেরাল্ডের রেকর্ড বের করে ভিউয়ারে ঢোকাল মাসুদ রানা।

মায়ামি হেরাল্ড ১৫ জুনের প্রথম পাতায় বেশ গুরুত্বের সাথে ছেপেছে

সংবাদটা। পড়ল রানা পুরোটা। মোটামুটি একই খবর। পরদিনের দ্বিতীয় পাতায় পাওয়া গেল আসল জিনিস–যাত্রীদের নামের তালিকা। অ্যালফাবেটিক্যাল তালিকা। দ্রুত ওটায় চোখ বোলাল মাসুদ রানা। তালিকার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে আটকে গেল ওর দৃষ্টি। নামটা জ্বল জ্বল করছে পর্দায়:

ম্যাকঅ্যাডাম, জর্জ এফ, কিলনউইক, সরি ইংল্যান্ড

ঝপ করে তালিকার তলায় নেমে এল ওর দৃষ্টি। আগেরটার মতই জ্বল জ্বল করছে একেবারে শেষ নামটা:

হোয়াইটসাইড, পিটার এস, অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ডশায়ার, ইংল্যান্ড

পুরো তালিকাটা দেখল এবার মাসুদ রানা। আর কোন পরিচিত নাম বা ব্রিটিশ নাম চোখে পড়ল না। বাকি সবাই হয় কারাকাস ও অন্য দুয়েকটা ক্যারিবীয় দেশের, নয়তো আমেরিকান।

সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে স্পুলটা গোছাল মাসুদ রানা। তারপর ওটা খুলে হাতে নিয়ে বসে থাকল। কপালে গভীর চিন্তার ছাপ। অফিসে আগুন লাগা থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা মনে মনে নাড়াচাড়া করছে ও। আর্থার স্যান্ডলার এবং সংশ্লিষ্ট কাহিনী সম্পর্কে লেসলি, জেঙ্গার, ম্যাকঅ্যাডাম এবং হোয়াইটসাইডের মুখে শোনা বিবরণ নিয়ে ভাবছে। মরীয়া হয়ে খুঁজছে কোথাও কোন ফাঁক আছে কি না। না নেই। নিখুঁত, নিটোল একটা কাহিনী।

অথচ আরেক দিক থেকে দেখলে এর কোন ভিত্তিই নেই। জেঙ্গার ছাড়া আর সবাই মৃত। লেসলি মৃত, অন্তত আর্ল'স কোর্টে দেখা সমাধিটা তাই বলে, ম্যাকঅ্যাডাম আর হোয়াইটসাইডও মৃত, ওর হাতে ধরা স্পুলটা সেরকমই বলে। অথচ তারপরও দেখা যাচ্ছে কেউ মরেনি। বেঁচে আছে প্রত্যেকে। এবং বহাল তবিয়তেই আছে। এর অর্থ কী? কী ঘটছে এসব? কেন?

লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কথা ভাবল মাসুদ রানা। ওর গলার কাটা দাগটার কথা ভাবল। ওটা কি মিথ্যে? মনে হয় না। তাহলে লণ্ডনের কবরটার কি ব্যাখ্যা হতে পারে? এদের কেউ না কেউ মিথ্যে, ভুয়া, ভাবল মাসুদ রানা। নাকি…তাই যদি হবে, তাহলে সে কে? আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। স্পুল যথাস্থানে রেখে প্রথম রুমে চলে এল। এখানে কোথাও 'বায়োগ্রাফিক্যাল সেকশন' লেখা একটা লেবেল দেখেছিল ও, র‍্যাকের সঙ্গে সাঁটা। খুঁজে সেটা বের করল আবার। নতুন একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়।

পুরো তিন ঘণ্টা ব্যয় করল রানা এই সেকশনের কয়েকটা ফাইলের পিছনে কোনার দিকের একটা টেবিলে বসে একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকল মাসুদ রানা আর পাতা ওল্টাল ফাইলের। আর্থার স্যান্ডলার ও উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস সম্পর্কে যতগুলো সম্ভব ক্লিপিং, নিউজ স্টোরি ইত্যাদি খুঁজেপেতে বের করে গিলতে লাগল গোগ্রাসে। ওই দু'জনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোথাও

কোন অসংলগ্ন কিছু আছে কি না যথাসম্ভব আঁতিপাতি করে খুঁজল ও। না, নেই।

আর্থার স্যান্ডলার শুধুই একজন শিল্পপতি। এবং উইলিয়াম ড্যানিয়েলস কেবলই একজন অ্যাটর্নি। মক্কেল-আইনজীবী ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই, ছিল না তাদের মধ্যে।

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে বলে সেদিনের মত বিদায় নিল মাসুদ রানা। যাওয়ার আগে মোটা বকশিশ দিয়ে খুশি করে গেল অ্যাটেনডেন্ট ছেলেটিকে। কাল আবার আসবে ও, সে কথা জানাতেও ভুলল না।

পরদিন সকাল দশটায় টাইমস আর্কাইভে পৌঁছল মাসুদ রানা। লেগে পড়ল কাজে। একটানা চার ঘণ্টা খাটুনির পর একটা নতুন বিষয় চোখে পড়ল ওর। চোখে আসলে আগেই পড়েছিল, তখন খেয়াল করেনি। এবার করল। বিষয়টা একটা নাম। ডি সেপিটো। ব্যাপারটা অদ্ভুতরকম কাকতালীয় মনে হলো মাসুদ রানার। এ আরেক জালিয়াত, ডি সেপিটো। তবে স্যান্ডলারের মত টাকা জাল করত না লোকটা, জাল করত সই। সই জাল করে চেকের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ডলার লোপাট করেছে এ লোক। মজার কথা, ডি সেপিটো ও আর্থার স্যান্ডলারের মত একই সময়ে ড্যানিয়েলসের মক্কেল ছিল।

ব্যাপারটা কি? ভাবল মাসুদ রানা, আসলেই কাকতালীয়? না ভেতরে আর কোন বিষয় আছে? প্রায় একই লাইনের দুই ক্রিমিনাল, একই সময়ে মক্কেল ছিল উইলিয়াম ড্যানিয়েলসের! এর মধ্যে নিশ্চই আর কিছু আছে। বহু খুঁজে ফাইল থেকে ডি সেপিটোর সংক্ষিপ্ত জীবনী বের করল মাসুদ রানা। পড়ে গেল দ্রুত।

ডি সেপিটো ইটালিয়ান। ১৯২০ সালে পালের্মো বন্দরে জন্ম তার। দু'বছর বয়সে বাবা-মা'র সঙ্গে নিউ ইয়র্ক চলে আসে সে। মালবেরি ও ক্যানালের মধ্যবর্তী এক এথনিক এনক্লেভে বাসা ভাড়া নেয় তার বাবা। মাত্র বারো বছর বয়সে পুলিসের খাতায় নাম ওঠে সেপিটোর, চুরি, ছিনতাই আর দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাতে ওস্তাদ হিসেবে। পুলিসের হাতে বহুবার ধরা পড়ে সে। যদিও নিরেট প্রমাণের অভাবে সাজা এড়াতে সক্ষম হয় প্রতিবারই।

বিশ বছর বয়সে, ১৯৪০ সালে প্রথম প্রকাশ পায় তার সই জাল করার অদ্ভুত ক্ষমতা। তিনটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ডি সেপিটোকে। সমস্যার সমাধানের জন্যে ড্যানিয়েলসের সাহায্য প্রার্থনা করে সে। ড্যানিয়েলসের 'অলৌকিক ক্ষমতা' সম্পর্কে জানা ছিল তার। শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষমতাবলে তাকে ঠিকই উদ্ধার করেন তিনি। তিনটে অভিযোগ থেকেই বেকসুর রেহাই পেয়ে যায় ডি সেপিটো।

তবে মামলাগুলোর নিষ্পত্তি কোন কোর্টে হয়নি, এই পর্যায়ে এসে উত্তেজিত হয়ে উঠতে শুরু করল মাসুদ রানা, হয়েছিল এক স্পেশাল প্রসিকিউটরের দফতরে। প্রসিকিউটরের নাম আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিস। থমকে গেল রানা। এই সেই লোক, একদিন যার সামনে আক্ষরিক অর্থেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয় আর্থার স্যান্ডলারকে। এই সেই ম্যাকফেড্রিস, যার চাপে পড়ে আর্থারকে এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে আমেরিকার স্বপক্ষে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।

দীর্ঘ সময় অনড় বসে থাকল মাসুদ রানা। নড়াচড়া নেই। চোখের পলক

পড়ছে না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দেয়ালটার দিকে। পর পর দুটো সিগারেট পোড়াল মাসুদ রানা। তারপর আবার ফাইলে নজর দিল।

পরের বছর, ১৯৪১ সালে কোন সংবাদ সৃষ্টি করেনি ডি সেপিটো। তার পরের বছর না, তার পরের বছরও না। আবার পত্রিকার পাতায় উদয় হয় সে প্রায় এক দশক পর, ১৯৫০ সালে। সই জাল করে টাকা তুলে কেটে পড়ার তিন মাস পর পুলিস পাকড়াও করতে সক্ষম হয় তাকে। মামলা ওঠে কোর্টে। এবারও ডি সেপিটোর উদ্ধার কাজে এগিয়ে আসেন আইনের জাদুকর ড্যানিয়েলস। ছাড়া পায় সে বেকসুর।

১৯৬৪ সাল পর্যন্ত, দুই-এক বছর ছেড়ে ছেড়ে প্রায়-ই পত্রিকার পাতায় উদয় হয়েছে ডি সেপিটো, অস্ত গেছে। কোনবারই সাজা হয়নি। প্রতিবার তার ত্রাণকর্তা হিসেবে এগিয়ে এসেছেন উইলিয়াম এবং যথারীতি রেহাই পেয়ে গেছে লোকটা।

তারপর ১৯৬৪ সাল। যে বছর 'অফিশিয়ালি' নিহত হয় আর্থার স্যান্ডলার, সে বছর গ্রীষ্মে বেশ বড় ধরনের এক জালিয়াতি কেসে গ্রেফতার হয় ডি সেপিটো, শেষবারের মত। মামলা ওঠে কোর্টে। দেন-দরবার করে মামলার তারিখ পিছিয়ে নভেম্বর মাসের ছয় তারিখে নিয়ে আসেন ড্যানিয়েলস।

অতঃপর নভেম্বরের ছয় থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত আরও তিনদফা পিছানো হয় মামলার দিন, এবং সেই দিন, অর্থাৎ তেরো তারিখে আচমকা খারিজ করে দেয়া হয় ডি সেপিটোর মামলা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেলান দিয়ে বসল মাসুদ রানা। তেরোই নভেম্বর, ১৯৬৪, ভাবল ও। ওই দিনই স্যান্ডলার ম্যানসনের সামনের রাস্তায় খুন হয়েছিল আর্থার স্যান্ডলারের 'ডবল'। পরদিন, ১৪ তারিখের নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রথম পাতায় সেই হত্যাকাণ্ড ও সেপিটোর মুক্তি পাওয়ার ঘটনা দুটোই ছাপা হয়। প্রথম পাতায়, প্রায় পাশাপাশি।

ডি সেপিটোর মামলা সংক্রান্ত খবরটা পড়ল মাসুদ রানা। বলা হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি-র জারিকৃত 'বিশেষ ক্ষমা' বলে মুক্তি লাভ করে লোকটা। এর মধ্যে 'গুরুতর রহস্য' আছে, মন্তব্য করেছে টাইমস। তবে সেটা কি, সে সম্পর্কে কিছু বলেনি। সেই থেকে আর কোন খবর নেই ভিনসেন্ট ডি সেপিটোর। পত্রিকার বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মানুষটা।

ঠিক আর্থার স্যান্ডলারের মত।

অ্যাডলফ জেঙ্গারের কথা ভাবল মাসুদ রানা। এসব যখনকার ঘটনা, তখন সে ছিল ড্যানিয়েলসের ব্যবসায়ী অংশীদার। তার মানে আর্থারের ঘটনা যেমন বিস্তারিত জানে সে, তেমনি ডি সেপিটোর সমস্ত মামলা সম্পর্কেও জানে। পরেরজনের কয়েকটা মামলাও নিষ্পত্তি হয়েছে সেই আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিসের অফিসে। যার কথা রানাকে জেঙ্গার-ই বলেছে আর্থার প্রসঙ্গে।

অথচ ভিনসেন্ট ডি সেপিটো নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি সে ওর সামনে। কেন? অপ্রাসঙ্গিক বলে? উঁহুঁ! রানা তা মনে করে না। যেখানে ইউ এস স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট অ্যাটর্নির সহকারী আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিস, সেখানে নিশ্চই এই দুই রথীর মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক আছে। ছিল। কিন্তু কি সেটা?

জানতে হবে ওকে।

রানা এজেন্সি।

নিজের অফিস রুমে বসে আছে মাসুদ রানা। শওকত ওর সামনে বসা। ইউরোপ যাওয়ার আগে তাকে যে কাজের ভার দিয়ে গিয়েছিল রানা, মৌখিক রিপোর্ট করছে শওকত সে ব্যাপারে। কাইল ফারলো, ডেবি মোরান প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করল শওকত গড়গড় করে। মার্ক রাইডার যে নেহায়েত দুর্ভাগ্যবশত খুন হয়েছে, তা-ও জানাল। কিন্তু ঠেকে গেল জ্যাকবাসের ব্যাপারে বলতে গিয়ে। ও জানে লোকটাকে যথেষ্ট ভালবাসে মাসুদ রানা। বয়স্ক বলে সমীহও করে। শুধু রানা কেন, এজেন্সির সবাই তাই করে। সেই মানুষের ব্যাপারে সরাসরি এমন মারাত্মক এক অভিযোগ তুলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছে শওকতের।

আরেক দিকে তাকিয়ে ছিল মাসুদ রানা। ওকে আমতা আমতা করতে দেখে এদিকে ফিরল। 'অমন করছ কেন? কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল রানা।

'না, মানে···ব্যাপারটা অকল্পনীয়, মাসুদ ভাই।'

'কোনটা?'

'মার্ক রাইডারকে হত্যা করা, মানে, আপনাকে ভেবে ভুল করে আর কি। তার মানে, আপনিই ছিলেন আসল টার্গেট।'

'এরমধ্যে অকল্পনীয় কি দেখলে তুমি?' হাসল ও। 'সেটাই তো স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক। অনেকেই চায় আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে।'

'না, আমি বলছিলাম···মানে, ইয়ে···।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো! এত ইতস্তত করছ কেন?'

'এর সঙ্গে জ্যাকবাস জড়িত আছে, মাসুদ ভাই।'

থমকে গেল মাসুদ রানা। পূর্ণ দৃষ্টিতে বেশ কয়েক মুহূর্ত শওকতের দিকে তাকিয়ে থাকল। শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কি বললে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন আপনি।'

'তার মানে? তুমি কি করে···?'

'আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মাসুদ ভাই। মানে আমার হিসেব সেরকমই বলে।'

আবার দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকল রানা। 'আমার বিশ্বাস যে অভিযোগটা তুলছ তুমি, জেনেশুনেই তুলছ?'

'জ্বি। জেনেশুনেই তুলছি।'

'বেশ। ব্যাখ্যা করো।'

কেশে গলা পরিষ্কার করল শওকত। তারপর বলতে শুরু করল। মন দিয়ে তার বক্তব্য শুনল মাসুদ রানা। কপালের ভাঁজগুলো ক্রমেই গভীর হতে থাকল ওর। এক সময় থামল শওকত।

দীর্ঘ সময় পর মুখ খুলল রানা। 'রোটা ফিলমসের ওপর নজর রাখো। আর জ্যাকবাসের ব্যাপারে এখনই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বোধহয় ঠিক হবে না।' বলল বটে ও, কিন্তু নিজের কানেই হাস্যকর শোনাল কথাগুলো। সঠিক তথ্যই

সংগ্রহ করেছে শওকত, ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে না রানা। 'তবু, ওর ওপরও নজর রাখার ব্যবস্থা করো।'

লজ্জিত হাসি ফুটল ইন্টেলেকচুয়ালের মুখে। 'করেছি, মাসুদ ভাই।'

'গুড।'

চার

রাত আটটা। ব্রুকলিন হাইটস প্রমিনেডের দীর্ঘ রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। ওর পিছনে ম্যানহাটনের বিশাল উন্মুক্ত আকাশ ঝলমল করছে। ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে রানা। লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের জন্যে অপেক্ষা করছে ও। খোলামেলা প্রমিনেডের এ-মাথা ও-মাথা গোঁয়ারের মত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস।

ভীষণ শীত করছে রানার। প্রতিবার শ্বাস নেয়ার সময় আহত গলা জ্বালা করছে হিমশীতল বাতাসের কামড়ে। দুই গালের চামড়া জমে যাওয়ার অবস্থা। আবার ডানে তাকাল মাসুদ রানা, তারপর বাঁয়ে। দূরে একজন ফেরিওয়ালা ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না। খাঁ-খাঁ করছে বিস্তৃত প্রমিনেড।

ব্যাপার কি? বিরক্তির সঙ্গে পা ঠুকল মাসুদ রানা। এখনও কেন আসছে না মেয়েটা? টাইমস আর্কাইভ থেকে অফিস হয়ে বাসায় ফিরতে সন্ধে হয়ে যায় আজ রানার। ঘরে ঢুকে পায়ের সামনে একটা নোট পড়ে থাকতে দেখে ও, লেসলির লেখা। রানাকে না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে সে, বলা হয়েছে নোটে। যদি ফিরতে বিশেষ দেরি না হয়, রানা যেন রাত আটটায় প্রমিনেডে ওর জন্যে অপেক্ষা করে। তাই এসেছে মাসুদ রানা। দেখতে দেখতে সোয়া আট বেজে গেল, দেখা নেই লেসলির।

প্রমিনেডের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত পায়চারি শুরু করল মাসুদ রানা। মেয়েটির কথা ভেবে উদ্বিগ্ন খানিকটা। নিজেকে উষ্ণ রাখার জন্যে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত পা চালাচ্ছে ও, আর ভাবছে। উলের দস্তানা পরা দু'হাত ভারি গ্রেটকোটের পকেটে, সরাসরি ঠাণ্ডার কামড় থেকে বাঁচার জন্যে হ্যাটটা যথাসম্ভব নিচের দিকে টেনে নামিয়ে দিয়েছে, চোখ জুতোর ডগায়। থেকে থেকে মাথা তুলছে রানা, চারদিক দেখে নিচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হলো, কখন যেন বাতাস পড়ে গেছে। কুয়াশা দখল করেছে তার স্থান।

ঠুং-ঠুং ধাতব শব্দে চোখ তুলল মাসুদ রানা। দশ গজ বাঁয়ে একটা কুকুর দেখা গেল, জার্মান শেফার্ড। তার গলার চেইন ধরে পিছন পিছন হাঁটছে মাঝবয়সী এক লোক। পাগল না ছাগল, ব্যাটা! ভাবল রানা। এই শীতের মধ্যে বেরিয়েছে 'ডগ ওয়াক'-এ? পাশ কাটিয়ে ওর বিপরীত দিকে চলে গেল শেফার্ড আর তার মালিক।

মুখ ঘুরিয়ে ইস্ট রিভারের চিকচিকে পানির দিকে তাকাল মাসুদ রানা। ওপারের ব্যস্ত কার্গো ডকের দিকে তাকাল। মাথার মধ্যে গিজগিজ করছে ডি

সেপিটো, জেঙ্গার, জ্যাকবাস। সেই সাথে লেসলি এবং তার পিতৃ পরিচয়ের দাবি নিষ্পত্তির ভাবনা। ড্যানিয়েলসের দেয়া খামটা যদি না খোয়া যেত, নিশ্চয়ই এতদিনে সহজ সমাধান হয়ে যেত এ কঠিন সমস্যার। গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরতে হত না মাসুদ রানাকে। ভালই খাচ্ছিল ও তাঁত বুনে, মাঝখান থেকে এঁড়ে গরু কিনে এখন তার শিঙের গুঁতোয় অস্থির।

মৃদু শব্দ কানে যেতে চট করে মুখ তুলল মাসুদ রানা। দশ ফুট সামনে দাঁড়িয়ে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল সে। 'দুঃখিত, রানা। অনেক দেরি করে ফেলেছি।' কুয়াশার পর্দা ঠেলে এগিয়ে এল কাছে।

ওকে দেখে স্বস্তি পেল মাসুদ রানা। ভুলে গেল কষ্টের কথা। 'দ্যাট'স অল রাইট। আমি কিছু মনে করিনি।'

ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লেসলি। এমনিতে যথেষ্ট সুন্দরী মেয়েটি, এ মুহূর্তে খুবই আকর্ষণীয় লাগছে ওকে, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা। পরমুহূর্তে নিজেকে চোখ রাঙাল ও, মক্কেল সম্পর্কে কোন ব্যক্তিগত ভাবনা…।

'তোমার চেহারা কিন্তু উল্টোটা বলছে, রানা।'

'তাই নাকি?' হাসল মাসুদ রানা। 'কি বলছে আমার চেহারা?'

'বলছে ঠাণ্ডার মধ্যে অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছ তুমি। এতক্ষণ মনে মনে পিণ্ডি চটকাচ্ছিলে আমার।'

'হলো না।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চেহারা অমন শুকনো লাগছে কেন তোমার?'

বলবে না বলবে না করেও মুখ ফসকে বলে উঠল রানা, 'আমি তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম।' একটু ভাবল ও। ঘড়ি দেখল। 'পৌঁছতে বেশ দেরি করে ফেলেছ আজ তুমি।'

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল লেসলি। ওর চোখে চোখ রেখে খুঁজল যেন কিছু। 'আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, রানা। কি করে তোমার ঋণ শোধ করব…'

শব্দ করে হেসে উঠল মাসুদ রানা। 'এখনও তোমাকে ঋণগ্রস্ত করার মত কিছু করতে পারিনি আমি, লেসলি।'

'তবু, এ পর্যন্ত…' থেমে গেল সে কথা শেষ না করে। 'চলো, হাঁটি। খুব বেশি ঠাণ্ডা এখানে। কোথাও গিয়ে বসি।'

'খুব নয়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এখানে। হাড়-মাংস জমে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে আমার।'

'আমি দুঃখিত।' পাশাপাশি পা বাড়াল ওরা। রানার বাহু আঁকড়ে ধরে হাঁটছে লেসলি। 'এ ঠাণ্ডা তবু সহনীয়। এ সময়ে যদি কুইবেক যাও, বুঝতে ঠাণ্ডা কাকে বলে।'

মুচকে হাসল ও। কিছু বলল না।

'হাসলে কেন?'

'এমনি।'

'এমনি!' চোখ পাকাল লেসলি। 'এমনি এমনি হাসে হয় পাগল, নয় বোকারা। তোমাকে ওই দুই দলের কোনটির সদস্য ভাবতে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

ফোঁস করে ধোঁয়ার মত নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হার মানার ভঙ্গি করল। 'জানুয়ারির শীতে নর্থ পোলে হেঁটে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার। অবশ্য এই পোশাকে নয়।'

'অ।' কিছু সময় নীরবে এগোল ওরা। থেকে থেকে রানার মুখের দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি। চেহারা দেখে মনে হয় কিছু একটা চিন্তা করছে ও। 'রানা!'

'বলো।'

'কি ভাবছ?'

'ভিনসেন্ট ডি সেপিটো নামটা শুনেছ কখনও?'

সময় নিয়ে উত্তর দিল মেয়েটি। 'ভিনসেন্ট ডি সেপিটো! নাহ্! কে সে?'

'বা ভিন্নি দ্যা প্যারট?'

চোখ কোঁচকাল লেসলি। 'সে আবার কে?'

'একই লোক। হাতের কাজের ওস্তাদীর জন্যে কেউ দিয়েছিল তাকে এ নাম।'

'শুনিনি তো! আসলে কে সে?'

'আমিও জানি না।'

'তাহলে? কোথায় শুনেছ তুমি নামটা?'

'শুনিনি। পুরানো পত্রিকা ঘেঁটে বের করেছি।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লেসলি। আরও কিছু শুনতে চায়।

'আর্থার স্যান্ডলারের সমসাময়িক ছিল ডি সেপিটো। প্রায় একই সময় দু'জনই ছিল উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের মক্কেল। যে-কারও সই একবার দেখলেই তা জাল করে ফেলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল ডি সেপিটোর। ১৯৬৪ সালে, যেদিন আর্থার স্যান্ডলার নিহত হয়...'

'তার "ডবল।"' সংশোধন করল লেসলি।

'সে যা-ই হোক। সেইদিনই খুব বড় রকমের এক জটিল জালিয়াতির মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় লোকটা। এর আগেও অনেকবার একই কারণে ধরা পড়ে সে, অনেক শক্ত শক্ত চার্জ আনা হয় তার বিরুদ্ধে, কিন্তু কখনও সাজা ভোগ করতে হয়নি তাকে। প্রতিবারই ড্যানিয়েলস বাঁচিয়ে দিয়েছেন লোকটাকে। শেষবার ১৯৬৪ সালের ১৩ নভেম্বর সেপিটোর সর্বশেষ মামলা খারিজ করে দেয়া হয়।'

'কেন?'

'ওয়াশিংটন বিশেষ ক্ষমা ঘোষণা করে তার প্রতি।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'আশ্চর্য!' বলল লেসলি। 'জীবনেও শুনিনি লোকটার নাম।'

'আর্থার স্যান্ডলারের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল? মানে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক নয়।'

'শুনেছি কোটিপতি ছিল সে। ডাকাও হত তাকে কোটিপতি-শিল্পপতি ইত্যাদি নামে। এ প্রশ্ন কেন?'

'তার মূল ব্যবসা কি ছিল?'
ঠোঁট ওল্টাল লেসলি। 'শুনেছি কেমিকেলসের খুব বড় ব্যবসা ছিল তার।'
'আর কিছু?'
'নাহ্! কেন?'
'কোন বিশেষ কারণ নেই। এমনিই জানতে চাইছি।' মনে হচ্ছে আর্থার স্যাভলারের জীবনের ওই দিকটা সম্পর্কে জানা নেই লেসলির, ভাবল মাসুদ রানা। কিন্তু ভুলটা পরক্ষণেই ভাঙল।
'তবে তার একটা ব্যাপার আমি জানি,' বলে উঠল মেয়েটি। 'জর্জের মুখে শুনেছি।'
'কি?'
'সে-ও নাম করা এক জালিয়াত ছিল। অবশ্য সই নয়, টাকা জাল করত।'
চুপ করে থাকল রানা।
'মনে হচ্ছে...এই সেপিটোর সঙ্গে হয়তো কোন সম্পর্ক ছিল আর্থার স্যাভলারের,' চিন্তিত গলায় বলল লেসলি। 'দু'জনেই জালিয়াত ছিল। মক্কেল ছিল একই অ্যাটর্নির...তাছাড়া...! রানা, ওদের দু'জনের মাঝে কোন যোগসূত্র ছিল না তো?'
মাথা দোলাল ও। 'জানি না।'
প্রমিনেডের শেষ মাথায় পৌঁছল ওরা। সামনেই পেভমেন্ট। আচমকা থেমে পড়ল মাসুদ রানা। চট করে চোখ বোলাল বাঁয়ে। তারপর ডানে। হাত উঠে গেছে হোলস্টারের কাছে।
'কি!' গলা কেঁপে গেল লেসলির। খামচে ধরল রানার বাহু।
'সঙ্গে কেউ এসেছে তোমার?'
'না তো! একাই এসেছি আমি। কেন?'
গম্ভীর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'হুঁম! মনে হয় আরেক রিসেপশন পার্টির মুখোমুখি হতে যাচ্ছি আমরা।' পিস্তল বের করল ও। 'আমার সাথে এগোও। কিসে চড়ে এসেছ তুমি?'
'বাসে।'
'ঠিক আছে। আমার গাড়ি আছে সামনে। চলো।'
এবারও দু'জন, ভাবল মাসুদ রানা। তবে অন্য দু'জন। আর্ট-গ্যালারির সেই মোটা বা তার সঙ্গী নয়। সামনে একজন, পিছনে একজন। প্রথমজন মনে হলো বয়স্ক, ওদের বিশ গজ সামনে দাঁড়িয়ে আছে পেভমেন্টে। মানুষটা দীর্ঘদেহী, হালকা-পাতলা। দাঁড়িয়ে আছে সরাসরি এক লাইট পোস্টের নিচে, যে কারণে চেহারা দেখা যায় না তার। কুয়াশা না থাকলে হয়তো কিছুটা হলেও দেখা যেত।
অন্যজন তুলনায় খাটো। তবে বেশ মোটা। আসলের তুলনায় আরও বেশি মোটা মনে হচ্ছে তাকে পারকা আর হুড পরেছে বলে। ওদের প্রায় ত্রিশ গজ পিছনে আছে সে। মনে হলো যেন দাড়ি আছে এ লোকের। পলকের জন্যে একটা সন্দেহ জাগল রানার। কিন্তু বিশ্বাস করতে মন চাইল না। হেলেদুলে এগিয়ে আসছে লোকটা। সামনেরজন স্থির। নড়ছে না।

মনে মনে দ্রুত হিসেব কষল মাসুদ রানা। একা থাকলে ওদের মুখোমুখি হতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করত না ও। কিন্তু এ মুহূর্তে করতে হচ্ছে, লেসলি রয়েছে ওর সঙ্গে। অতএব কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না। কুয়াশার পর্দাটা দেখল রানা। অনুমান করল এক ছুটে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ গজ যেতে পারলেই হারিয়ে যেতে পারবে ওরা। তারপর একবার গাড়িতে উঠে পড়তে পারলেই···

'লেসলি!' ওর বাহু মুঠো করে ধরল রানা বাঁ হাতে। 'দৌড় দাও!'

ছুটল দু'জনে কোনাকুনি। সামনের লোকটাকে বাঁয়ে রেখে। চোখের পলকে তাকে অতিক্রম করে গেল ওরা। কোনরকম বাধা দেয়ার চেষ্টাই করল না লোকটা। এমনকি নড়ল না পর্যন্ত। যদিও তৈরি হয়েই ছিল মাসুদ রানা, তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখলে চুপ করে থাকত না ওর ওয়ালথার। তবে পিছনের দাড়িওয়ালা বসে নেই। ওদের সাথে সাথে খিঁচে দৌড় শুরু করেছে সে। ভারি দেহ নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে ধুপ-ধাপ পা ফেলে।

কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছে না সে আগে থেকেই বেশ পিছনে পড়ে থাকার জন্যে। একটু একটু করে পিছিয়ে পড়ছে তার পদশব্দ। প্রমিনেড হাইটস থেকে বেরিয়ে কলাম্বিয়া হাইটসে পড়ল ওরা। ছুটল দুই ব্লক দূরে পার্ক করা রানার গাড়ির দিকে। এক ছুটে উঠল এসে পাইনঅ্যাপেল স্ট্রীটে, ঠিক সেই মুহূর্তে শুরু হলো প্রচণ্ড দমকা বাতাস। কানের পাশ ঘেঁষে গোঁ-গোঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে বরফ ঠাণ্ডা বাতাস। প্রতি নিঃশ্বাসে তীক্ষ্ণধার ছুরির মত খোঁচা মারছে ওদের ফুসফুসে।

'জোরে!' বলল মাসুদ রানা। 'আরও জোরে!'

পৌঁছে গেল ওরা গাড়ির পাশে। পিছনের পদশব্দ এখন ক্রমেই বাড়ছে। চাবির জন্যে তাড়াতাড়ি ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে দিল মাসুদ রানা। খেয়াল নেই গ্লাভস পরে থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আঙুল জমে গেছে, মস্তিষ্কের নির্দেশ মেনে চলার মত অবস্থায় নেই এখন ওগুলো। কয়েকটা মূল্যবান মুহূর্ত ব্যয় করে ফেলল ও অকাজে, চাবির খোঁজই পেল না অসাড় আঙুল। তারপর হুঁশ হলো। দ্রুত হাত বের করে ফেলল রানা, গ্লাভস খুলে আবার ঢোকাল পকেটে।

এবার সন্ধান পাওয়া গেল চাবির। অবাক হলো রানা আঙুলগুলোর অবাধ্যতা দেখে, বার বার খাবলে খাবলে চাবি ধরার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু পারছে না ধরতে। ওদিকে অনেক কাছে চলে এসেছে দাড়িওয়ালার পায়ের আওয়াজ।

'রানা!' আঁতকে উঠল লেসলি। 'এসে পড়েছে!'

অনেক কসরৎ করে চাবির গোছাটা বের করল মাসুদ রানা। এই সামান্য কাজটুকু করতেই প্রায় ঘাম ছুটে যাওয়ার দশা ওর। ডোর লকে চাবি ঢোকাল, ঘোরাবার চেষ্টা করল ডান দিকে। কিন্তু ঘুরল না। ভুল চাবি ঢুকিয়েছে ভেবে বের করে চোখের সামনে ধরল রানা ওটা। না, ঠিকই তো আছে! আবার পটে ঢোকাল ও চাবি, ঘোরাবার চেষ্টা করল। ঘুরছে না। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে ওদিকে লেসলি। রানার মনে হলো যে কোন মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করবে হয়তো মেয়েটি।

আবার চাবি ঘোরাল মাসুদ রানা, মানে ঘোরাবার চেষ্টা করল। এবারও ব্যর্থ হলো ও। ঠাণ্ডায় জমে গেছে লক!

চোখ বুজল রানা। নিজেকে স্থির রেখে মনে মনে তিন পর্যন্ত গুনল, তারপর

আবার চেষ্টা করল। বার দুয়েক ডানে-বাঁয়ে করতেই খুলে গেল লক। ওদিকে পৌঁছে গেছে প্রায় ধাওয়াকারী, যে কোন মুহূর্তে কুয়াশার পর্দা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলল মাসুদ রানা। লেসলিকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলল পিছনের সীটে। 'শুয়ে পড়ো!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও। 'নড়াচড়া করবে না।' নিজেও ঝটপট উঠে পড়ল সামনের সীটে। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। ওয়ালথার বাগিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। চোখ জানালায়।

এখন স্টার্ট দিয়ে পালাবার সময় নেই, ভালই জানে মাসুদ রানা। সে চেষ্টা করলে পিছনের লোকটাকে গুলি ছুঁড়তে প্ররোচিত করা হবে। কারের টায়ার ফাটিয়ে দিয়ে ওদের ঠেকাতে চাইবে সে, অথবা··· । গাড়ি নড়ে উঠতে চাপা ধমক লাগাল রানা লেসলিকে। 'নোড়ো না!'

'সরি,' ফিস ফিস করে বলল সে। 'বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে ছিলাম কিন্তু গাড়ি ছাড়ছ না কেন তুমি?'

'সময় নেই। ফ্রিজ হয়ে থাকো।' এক চুল এক চুল করে মাথা তুলল রানা, তাকাল ফেলে আসা পথের দিকে। প্রায় সাথে সাথে দেখতে পেল ও লোকটাকে। যদিও চেনার কোন উপায় নেই। বাতাস বোধহয় পড়ে গেছে, আগের থেকে আরও পুরু হয়ে উঠেছে কুয়াশার চাদর। 'এখন সে চেষ্টা করতে গেলে উল্টে বিপদ হবে,' বলেই ওয়ালথারের সেফটি ক্যাচ অফ করল মাসুদ রানা। 'এসে গেছে!'

দৃষ্টি সীমার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ধাওয়াকারী, পনেরো-বিশ গজ দূরে। ওদের গজ পাঁচেক পিছনে। দ্বিধায় পড়ে গেছে। কোন দিকে গেছে ওরা ভেবে পাচ্ছে না। মাসুদ রানার গাড়ির দু'পাশে আরও কয়েকটা গাড়ি আছে। গাড়িগুলোর দিকে তাকাল সে একবার, তারপর সামনের একটা বাঁকের দিকে তাকাল। নেই। ছায়াও নেই ওদের কারও। গেল কোথায় ওরা? ভাবল লোকটা। অনিশ্চিত পায়ে গাড়িগুলোর দিকে এগোল সে কয়েক কদম। আঁতকে উঠল রানা, ঠিক ওর গাড়ির দিকেই আসছে ব্যাটা।

কিন্তু না। চার পাঁচ পা এগিয়েই থেমে গেল লোকটা। আবছা একটা মূর্তির মত লাগছে লোকটাকে, চেহারা দেখা যাচ্ছে না এখনও। আবারও দু'পা এগোল লোকটা। থেমে পড়ল। পুরোপুরি বিভ্রান্ত। পকেট থেকে হাত বের করে সম্ভবত নাক চুলকাল। এই সময় তার হাতে ধরা অস্ত্রটা দেখতে পেল মাসুদ রানা। নিজেকে ধন্যবাদ দিল মনে মনে। পালাবার চেষ্টা না করে সঠিক কাজটিই করেছে ও।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে লোকটা। আবাসিক এলাকা এটা। পথের দু'পাশে নিচু ফেন্স ঘেরা সারি সারি বাংলো। প্রায় বিরক্তিকর দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রতিটি বাংলোর গেট, ফেন্স, জানালায় চোখ বোলাল সে। তারপর আবার নজর দিল গাড়িগুলোর দিকে। এগিয়ে এল বেশ কয়েক পা।

এইবার প্রমাদ গুনল মাসুদ রানা। আর কয়েক গজ এগোলেই জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে, ভালমত তাকালেই ওদের দেখে ফেলবে লোকটা। তবে শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটল না। আবার থেমে পড়েছে লোকটা। দীর্ঘ সময় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল। নাক চুলকাচ্ছে ঘন ঘন। এদিকে ঘাড় গোঁজ করে অসহায়ের মত পড়ে পড়ে তার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছে মাসুদ রানা অকথ্য অশ্রাব্য ভাষায়।

অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। পায়ের কাছে থুথু ফেলল এক দলা। পা তুলল ফিরে যাওয়ার জন্যে। ডানে-বাঁয়ে সতর্ক নজর রেখে ধীর পায়ে পাইনঅ্যাপেল স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে লাগল।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল মাসুদ রানার। উঠে বসল ধীরে ধীরে।

মাথা তুলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেই লোক না তো, গ্যালারিতে যে...'

'না। আর কেউ।'

উঠে বসল মেয়েটি। 'চিনতে পেরেছ?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'কুয়াশার জন্যে বোঝা যায়নি চেহারা।'

ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে সামনে এসে বসল লেসলি। চিন্তিত। 'কারা ওরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। সন্দেহটা মনে উঁকি দিল আবার। কিন্তু চেপে গেল ও ব্যাপারটা। পাইনঅ্যাপেল স্ট্রীটের দিকে তাকাল। কোন চিহ্ন নেই লোকটার। চলে গেছে। তবু আরও কিছু সময় বসে থাকল মাসুদ রানা, তারপর স্টার্ট দিল। নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়ার আগে এঞ্জিনও কম ভোগাল না। ব্যাক করল ও, নাক ঘুরিয়ে ছুটল অন্যদিকে।

একটু পর উইলো স্ট্রীটে পড়ল রানার বুইক। সোজা ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে চলল ও। ব্রিজ পেরিয়ে ম্যানহাটনের পরিচিত এক ইটালিয়ান রেস্তরাঁর সামনে গাড়ি রাখল মাসুদ রানা।

'এখানে কেন?'

'খালি পেটে যথেষ্ট ব্যায়াম হয়েছে। কিছু পেটে না দিলে আর চলছে না। নামো।'

এ ধরনের রেস্তরাঁয় রিজার্ভেশন না থাকলে জায়গা পাওয়া মুশকিল। তবে আমেরিকানদের ডিনারের স্ট্যাণ্ডার্ড আওয়ার পেরিয়ে গেছে বলে অসুবিধে হলো না। কোনার দিকে নির্জন দেখে একটা টেবিল বেছে নিল মাসুদ রানা। ভরপেট খেয়ে যখন বেরিয়ে এল ওরা, তখন প্রায় দশটা বাজে।

'চলো আমার সাথে,' বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।

'কোথায়?' সিগারেট ধরাল রানা।

'আমার ফ্ল্যাটে।'

একটু ভেবে রাজি হয়ে গেল ও। 'বেশ। চলো।' গাড়ি ছাড়ল রানা। কিছুদূর এগিয়ে ডানে বাঁক নিয়ে ম্যানহাটন এক্সিট র‍্যাম্পের দিকে চলল। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল লেসলির দিকে।

'ওয়েস্ট থার্টিয়েথ স্ট্রীট,' পথ নির্দেশ জানাল সে। 'টেনথ আর ইলেভেনথ এর মাঝখানের এক ব্লকে আছি আমি আপাতত।'

জায়গামত পৌঁছে বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। হার্লেমের থেকেও জঘন্য এক জায়গা, মনে হলো ওর। যেমন অন্ধকার তেমনি দুর্গন্ধ চারদিকে। কর্পোরেশনের ময়লা সরানোর গাড়ি কতদিন আসে না কে জানে! মাসুদ রানা নিশ্চিত, ভর দুপুরবেলায়ও রোদের আলো পৌঁছায় না এখানে। একটা অল-ডে-গ্যারাজ, দুটো

স্প্যানিশ দোকান, ব্রিটিশ আমলের গোটা তিনেক ওয়্যারহাউস এবং কয়েকটা প্লাস্টারবিহীন আজব ধরনের ইটের তৈরি দোতলা-তিনতলা বাড়ি পেরিয়ে এসে গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা।

'কোন এককালে লিথুয়ানিয়ান এনক্লেভ নামে পরিচিত ছিল এই জায়গা,' বলল মেয়েটি। 'বর্তমানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর সেন্ট্রাল আমেরিকানদের আবাসস্থল। এদের সাথে নতুন জুটেছি এসে আমি।'

গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। পুরো স্ট্রীট জুড়ে অস্বাভাবিক নীরবতা। সামনের একটা বার কেবল জেগে আছে। মাথায় নিয়ন আলোয় লেখা নাম ফ্ল্যাশ করছে ওটার। বারের সামনে পাঁচটা পুরানো, তোবড়ানো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখা গেল। দ্রুত পায়ে বারের প্রবেশ পথ পেরিয়ে এল ওরা দু'জন।

ওর ফাঁকে যেটুকু সময় পাওয়া গেল, বারের ভেতরে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। এদিকে মুখ করে বসে আছে বিশালদেহী এক নিগ্রো। তার কোলে সমান আকারের এক নিগ্রো মেয়ে। চুমু খাচ্ছে, সেই সাথে মেয়েটির দেহের যত্রতত্র হাত চালাচ্ছে লোকটা। ভেতরের প্রায় সবখানেই আরও নানান ধরনের তৎপরতা চলছে। সব এত অল্প সময়ে অনুধাবন করা গেল না।

বার-টার পাশের খুব সরু, অন্ধকার একটা গলিতে ঢুকল লেসলি। এগিয়ে চলল পিছনদিকে। ওকে অনুসরণ করল রানা। 'বারের ওপরতলায় আমার ফ্ল্যাট,' ওর অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে বলল লেসলি। 'তোমার বোধহয় পছন্দ হবে না।'

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় নিয়ে এল ওকে লেসলি। রংহীন একটা দরজার তালায় চাবি ঢোকাল। 'এক রাতে বারের কিছু মাতাল খদ্দের পিছু লেগেছিল আমার। ওরা ভেবেছে আমি বোধহয় লাইনের মেয়ে।'

ভেতরে ঢুকল ওরা। আলো জ্বেলে দিল লেসলি। 'তারপর?' প্রশ্ন করল রানা।

'তারপর আর কি? মুখের ওপর দিলাম দরজা বন্ধ করে।'

মেয়েটির সাহসের প্রশংসা করল ও মনে মনে। নিউ ইয়র্ক শহরে এরকম এক জায়গায় এর মত সুন্দরী যুবতীর একা একা বাস করা খুব কঠিন একটা কাজ। অসম্ভবের চেয়েও কঠিন কাজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ আছে, থাকছে। ঘরের চারদিকে নজর বোলাল রানা। চারটে যেমন-তেমন গদিমোড়া চেয়ার, একটা ডিভান, একটা সেন্টার টেবিল, আর একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার, আসবাব বলতে লিভিং রুমে এই আছে।

পায়ের নিচে কার্পেটবিহীন কাঠের ফ্লোর। হাঁটলেই ব্যথায় আর্তনাদ করে। দেয়ালের রং কোন এক কালে হয়তো হালকা সবুজ ছিল, এখন ধূসর হয়ে গেছে কত বছর রঙের ছোঁয়া পায়নি দেয়াল বলা মুশকিল। ও মাথায় পাখির বাসার মত কিচেন। পুরানো আমলের এক গ্যাস স্টোভ আছে কিচেনে। ওয়াশ বেসিনটার চেহারা যাচ্ছেতাই মার্কা। বিনা আমন্ত্রণেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল মাসুদ রানা। ওর বাঁ দিকে লেসলির বেডরুম।

'তোমার নিশ্চই পছন্দ হয়নি আমার ঘর?' লজ্জা এবং ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি ফুটল লেসলির হাসিতে।

'ইচ্ছে করলে এর মাঝেও থাকা যায় স্বচ্ছন্দে,' বলল ও। 'যদি মনমত করে

গুছিয়ে নেয়া যায়।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'কিন্তু জায়গাটা খুঁজে বের করলে কি ভাবে তুমি?'

নিচের বার থেকে উত্তেজিত তর্কাতর্কির আওয়াজ ভেসে এল। গলার রগ ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে দুই মেয়ে-পুরুষ। উত্তপ্ত গালাগাল বিনিময় হচ্ছে সমানে।

'এক বন্ধুর সাহায্যে,' গলা চড়িয়ে বলল লেসলি। 'এর চেয়ে বেশি পয়সা খরচের সঙ্গতি আমার নেই। তাছাড়া আরেক দিক থেকে এটা আমার জন্যে খুবই উপযুক্ত হয়েছে।'

'কোনদিক থেকে?'

'চারটা এসকেপ রুট আছে এ ফ্ল্যাটের। কিচেনের জানালা এবং বাথরুমের জানালা। দুটো দিয়েই ওপাশের বাড়ির খোলা ছাদে পৌছানো যায়। তারপর আছে ফ্রন্ট ডোর এবং আমার বেডরুম সংলগ্ন ফায়ার এসকেপ রুট। শেষেরটা দিয়ে আরেক বাড়ির ছাদে যাওয়া যায়। সেখান থেকে এসকেপ রুট আছে ছয়টা।'

'চমৎকার!' বলল রানা।

'চমৎকারিত্বের কিছু নেই। স্রেফ সেলফ প্রিজারভেশন।' চোখ কুঁচকে চার দেয়াল দেখল সে। 'দেয়ালের রংটা খুব খারাপ দেখায়। ভাবছি যাওয়ার আগে দেয়ালে কিছু ছবি এঁকে ওগুলোর চেহারা পাল্টে দিয়ে যাব। কয়েকটা মুরাল।'

হঠাৎ করেই বিষণ্ন হয়ে উঠল লেসলি। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। 'বলা যায় না, হয়তো কোন দিন হঠাৎ করে নাম করা কোন আর্ট সমঝদারের চোখে পড়ে যাবে আমার মুরাল। রাতারাতি ছড়িয়ে পড়বে আর্টের, আর্টিস্টের নাম। দর্শনার্থীদের আহ্বান জানাবে কোন কার্নিভাল হাঁকিয়ে। ডেকে বলবে, "আসুন, দেখে নয়ন সার্থক করুন শিল্পপতি ওরফে বিখ্যাত জালিয়াত ওরফে স্পাই আর্থার স্যান্ডলারের সম্পত্তির দাবিদার লেসলি স্যান্ডলারের আঁকা মুরাল। আপনারা হয়তো জানেন উত্তরাধিকার লাভের আশায় বছরের পর বছর সাধনা করেও কিছুই পায়নি মেয়েটি। বরং বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে হয়েছে তাকে অল্প বয়সে। যদি দেখতে চান, আসুন থার্টিয়েথ স্ট্রীটের..." হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল লেসলি দু'হাতে মুখ ঢেকে

পুরো বেকুব বনে গেল মাসুদ রানা। এমনটি হবে ভাবতেই পারেনি ও। তাড়াতাড়ি উঠে মেয়েটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, একটা হাত রাখল তার মাথায়। আর কি করবে, ভেবে পেল না। চেহারায় গভীর সমবেদনার ছাপ।

পাঁচ মিনিট পর শান্ত হলো মেয়েটি। চোখের পানি মুছে মুখ বাঁকিয়ে হাসির ভঙ্গি করল। 'দুঃখিত খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।'

'আমি বুঝতে পারছি।'

'বোসো, কফি করে আনি,' বলতে বলতে উঠে পড়ল লেসলি প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঢুকল কিচেনে বুঝল রানা, আসলে কিছু সময়ের জন্যে পালিয়ে গেল, নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পাওয়ার জন্যে।

কফি নিয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ফিরল সে। 'নতুন এই লোক, সেপিটোর ব্যাপারে কি ঠিক করলে, রানা?'

'যতদূর সম্ভব আরও তথ্য জানতে হবে তার ব্যাপারে।'
'কি করে?'
'অ্যাডলফ জেঙ্গারের সঙ্গে দেখা করে।'
'হ্যাঁ, ঠিক। তার ব্যাপারে নিশ্চই সে ভাল জানে।'
'জানা উচিত। তুমিও যাবে আমার সাথে।'
'আমি?' কিছুটা বিস্মিত হলো লেসলি।
'কেন, আপত্তি আছে?'
দ্বিধান্বিত মনে হলো তাকে। 'না, আপত্তি কিসের? তবে আমি ভাবছি এর কোন প্রয়োজন আছে কি না।'
'প্রয়োজন নেই। তবু গেলে মন্দ হবে না। আমি কোন পয়েন্ট মিস করলে তুমি নিজে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবে তাকে।'
'সে আমার সাথে দেখা করতে রাজি হবে না,' বলল লেসলি। 'আমি ভাল করেই জানি।'
'হয়তো হবে না। কিন্তু আমরা নানটুকেটে তার বাড়ির দরজায় না পৌঁছানো পর্যন্ত জেঙ্গার জানবে না তুমিও আমার সাথে আছ। দরজায় যখন তোমাকে দেখবে সে, তখন প্রত্যাখ্যান করার কোন উপায় থাকবে না আর।'
আবার ভাবনায় পড়ে গেল লেসলি, পরিষ্কার বুঝতে পারছে মাসুদ রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সে।
'আগামী পরশু তার সঙ্গে দেখা করার কথা আমার।'
মুখ তুলল লেসলি। চোখে প্রশ্ন।
'টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার তার সাথে,' বলল মাসুদ রানা।
যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো মেয়েটি। 'ঠিক আছে। যাব আমি।'
'গুড। পরশু সকালে এয়ার নিউ ইংল্যাণ্ডের...'
'না, রানা!' আঁতকে উঠল প্রায় সে। 'প্লেনে আমি যাব না। ওই জিনিসটাকে আমি খুব ভয় পাই।'
'তাহলে গাড়ি নিয়েই যেতে হবে, কি আর করা!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।
'তাই চলো, প্লীজ।'

পাঁচ

সমগ্র ইস্ট কোস্টের আবহাওয়া ভীষণরকম অস্থির। আকাশ অন্ধকার। দমকা বাতাস আর বিরতিহীন বৃষ্টি শুরু হয়েছে গত মাঝরাতের পর থেকে। থামার লক্ষণ তো নেই-ই, বরং ক্রমেই খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে পরিস্থিতি।
এর মধ্যেই খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েছে রানা-লেসলি। কানেকটিকাটের বুক চিরে উত্তরে চলেছে ওরা মাঝারি গতিতে, রোড আইল্যাণ্ডের দিকে। সেখান থেকে যাবে ম্যাসাচুসেটসের দক্ষিণ সীমান্তে। চেষ্টা করেও গতি তুলতে পারছে না মাসুদ রানা। উত্তাল বাতাস আর ঘন বৃষ্টির ছাট চোখের সামনে স্থায়ী একটা পর্দা ঝুলিয়ে

রেখেছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজের ওপাশে নজর চলে না, সব ঝাপসা।

একটানা গাড়ি চালিয়ে তিনটের দিকে উডস হোল ফেরিঘাট পৌঁছল ওরা। ঘাটের বিশাল শেডে ঢুকে অপেক্ষা করতে থাকল। উডস হোল-নানটুকেট দ্বিতীয় ও শেষ ফেরি ছাড়বে চারটায়। যথাসময়ে নানটুকেট সাউন্ডের উদ্দেশে যাত্রা করল ফেরি। উথাল পাতাল করতে করতে দৈত্যাকার একটা কচ্ছপের মত ধীরগতিতে এগোচ্ছে গন্তব্যের দিকে। ভীষণ উত্তাল সাউন্ড। মাটিতে থাকতে আসলে টের পায়নি ওরা। এখন পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে।

দোল খেতে খেতে একেকটা পাহাড় সমান ঢেউয়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে ফেরি, তারপর সাঁই সাঁই করে তলিয়ে যাচ্ছে দুই ঢেউয়ের মধ্যবর্তী ফাঁকে। প্রতিবার আশঙ্কা জাগে, এই শেষ, আর ওপরে উঠতে পারবে না। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের। ফেরির তিনতলায় ডাইনিং হলে এক প্লেট-গ্লাস জানালার পাশে বসেছে সে মাসুদ রানার মুখোমুখি। দু'হাতে টেবিলের কোণ আঁকড়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে আছে।

দু'ঘণ্টা চলার পরও যখন ডুবল না ফেরি, সাহস ফিরে এল তার একটু একটু করে। একটা দুটো প্রশ্ন, মন্তব্য করতে শুরু করল। 'জীবনে এত লম্বা ফেরি জার্নি করিনি। তারওপর এই আবহাওয়ায়। খুব ভয় লাগছিল।'

'আমারও,' বলল মাসুদ রানা।

'তুমি!' অবাক চোখে তাকাল লেসলি। হাসল মিষ্টি করে। 'চেহারা দেখে তো মনে হয় না!'

'সত্যি ভয় পেয়েছি।' দার্শনিক বনে গেল ও। 'মানুষের অসাধ্য প্রায় কিছুই নেই। চাঁদে ঘর বাঁধার কথা ভাবছে মানুষ, মঙ্গল গ্রহের বাস সম্ভব কি না তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই, এতই ক্ষমতা মানুষের। অথচ দেখো,' মুখ ঘুরিয়ে সাউন্ড নির্দেশ করল ও, 'প্রকৃতির খেয়াল-খুশির কাছে কত অসহায় সে। এই ঝড়, ঢেউ ঠেকাবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও নেই তার। যে কারণে এমন পরিস্থিতিতে পড়লে ভয় জাগে মনে।'

'ঠিকই বলেছ।' একটু চুপ করে থাকল মেয়েটি। 'রাতে থাকব কোথায় আমরা?'

'নানটুকেট ইনে। রুম বুক করা আছে। চা, না কফি?'

'এখানে চা-ও আছে?'

'অর্ডার দিলে তৈরি করে দেয়া হয়,' হাত তুলে দেয়ালে ঝোলানো খাদ্য তালিকার ফুটনোট দেখাল রানা। লেখা আছে কথাটা।

'তাহলে চা। এ দেশে এসে চায়ের চেহারাও দেখিনি। কফি আসলে ঠেকায় না পড়লে খাই না আমি।'

'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি ব্রিটিশ।' হাত তুলে ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। হাসল লেসলি। 'মানুষ যতই চেষ্টা করুক, জন্মগত স্বভাব-চরিত্র সহজে যায় না তার। ছোট বেলায় প্রায়ই মা'র মুখে শুনতাম কথাটা। অর্থ বুঝতাম না তখন।'

'এখন?'

'বুঝি। মনে হয় ঠিকই বলতেন মা।'

'মনে হয়?'

'ওহ্, ওটা কথার কথা।' খানিক বিরতি। 'একটা প্রশ্ন করি?'

'করো।'

'আশা করি সত্যি জবাব পাব।'

'আমি সাধারণত মিথ্যে বলি না,' ওর চোখে চোখ রেখে বলল মাসুদ রানা।

'সরি, সেভাবে মীন করিনি আমি।'

'আমিও তেমন কিছু ভেবে বলিনি কথাটা। সে যাক, তোমার প্রশ্নটা কি?'

মুখ খুলতে গিয়েও বুজে ফেলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চা নিয়ে এসেছে ওয়েটার। লোকটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। পরপর দুটো চুমুক দিল চায়ে। 'দারুণ!' রানার ওপর চোখ পড়ল [illegible] ওর প্রশ্নের অপেক্ষায় আছে।

'আমার কাহিনী বিশ্বাস করেছ তুমি?' বলল লেসলি। 'আমার পরিচয় সম্পর্কে যা যা বলেছি বিশ্বাস হয় তোমার?'

'প্রায়।' একটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'প্রায়?' চোখ কোঁচকাল মেয়েটি। 'এ কেমন উত্তর হলো?'

'যদি বলি হ্যাঁ, মিথ্যে বলা হবে, লেসলি। না-র ক্ষেত্রেও তাই, অতএব মধ্য পন্থা ছাড়া উপায় নেই আমার। কারণ তুমি সত্যি জবাব চেয়েছ।'

'মানলাম। কিন্তু আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলতে পারো না?'

'পারি। তুমি যখন প্রথম আমার অফিসে এলে, কাহিনীটা বললে, বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনটাই করিনি আমি। কারণ গল্পে আস্থা রেখে পা চালাবার দলে আমি পড়ি না। আমি যুক্তিবাদী মানুষ, প্রমাণ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করি না।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ তোমার দাবির স্বপক্ষে যে সব নিরেট তথ্য-প্রমাণ প্রয়োজন, তার সব এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি আমি। তবে যেটুকু জানতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, রিপিট, মনে হয়, মিথ্যে নয় তোমার দাবি। কয়েক জায়গায় কিছু গ্যাপ আছে, সেগুলো পূরণ করতে পারলে তবেই পুরোপুরি বিশ্বাস হবে আমার। তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি চাও, আমি বলব তোমাকে অবিশ্বাস করি না আমি।'

চেহারা আলো হয়ে উঠল লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের। 'ধন্যবাদ, রানা। কিন্তু...!'

'কিন্তু কি?'

'জেঙ্গার নিশ্চই একমত হতে পারবেন না তোমার সাথে।'

'তাতে আমার ধারণা বিন্দুমাত্র নড়চড় হবে বলে মনে করি না আমি,' দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল মাসুদ রানা।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো জেনে খুব খুশি হয়েছি আমি, রানা। খুব খুশি হয়েছি।'

জেটির সঙ্গে ফেরির মৃদু সংঘর্ষের ঝাঁকিতে আলোচনায় ছেদ পড়ল ওদের। এসে গেছে নানটুকেট। ফেরি থেকে নেমেই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের দিকে গাড়ি ছোটাল মাসুদ রানা। বেশ কয়েক মাইল যেতে হবে ওদের, এদিকে সাতটা

বাজে প্রায়। বাতাস আর বৃষ্টির বেগ এখনও একটুও কমেনি।

সোয়া আটটায় অ্যাডলফ জেঙ্গারের বাড়ির গেটে পৌঁছল ওরা। রাস্তার দিকের সব জানালার পর্দা নামানো। ভেতরে আলো জ্বলছে। গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে সামনের লন পেরিয়ে বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছল রানা ও লেসলি। এই সামান্য পথ পেরোতেই পুবাল বাতাস আর বৃষ্টির ছাঁটে বেহাল অবস্থা হলো, প্রায় হাফ গোসল হয়ে গেল দু'জনেই। নিরেট ওক কাঠের দরজার সাথে ঝোলানো ব্রাস নকারের সাহায্যে আওয়াজ তুলল মাসুদ রানা। তারপর মাথা আর কাঁধের পানি ঝরাল দু'হাতে। লেসলিও তাই করল। চেহারা ভদ্রোচিত বানাবার কাজে একে অন্যের আয়নার কাজ করল ওরা।

পনেরো সেকেন্ড পর ভেতর থেকে দরজার চেইন খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল, পরমুহূর্তে ঝট্ করে খুলে গেল পাল্লা। অ্যালকোভে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ জেঙ্গার। 'মাসুদ রানা!' চোখ কোঁচকাল লোকটা বাতাসের তোড়ে। 'আপনার আসার কথা…।' থেমে গেল সে লেসলিকে দেখে।

'গুড ইভনিং, মিস্টার জেঙ্গার,' কড়া ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে সম্ভাষণ জানাল মেয়েটি।

উত্তর দিল না বৃদ্ধ। কড়া দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত দেখল ওকে। তারপর অভদ্রের মত ঝট্ করে দু'পা পিছিয়ে অ্যালকোভের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার এক জায়গা দেখে দাঁড়াল। এখনও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। লোকটার আচরণ বিস্মিত করল মাসুদ রানাকে। লেসলিকে দেখছে তো দেখছেই লোকটা। চাউনি কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার মত। মেয়েটিও তেমনি। পলকহীন চোখে বৃদ্ধের আপাদমস্তক নজর বোলাচ্ছে। চেহারা নির্বিকার।

'চিনেছি,' বিড় বিড় করে বলে উঠল জেঙ্গার, যেন স্বীকারোক্তি করছে। 'এ নিশ্চই সেই মেয়ে, যার কথা সেবার বলেছেন আপনি?' পলকের জন্যে মাসুদ রানার দিকে তাকাল সে, তারপর আবার লেসলির দিকে। ঠিক দেখেছে কি না বলতে পারবে না, তবে রানার মনে হলো সে চাউনি থেকে যেন ঘৃণা উপচে পড়ছে। 'যে নিজেকে আর্থার স্যান্ডলারের মেয়ে বলে দাবি করছে?'

'ঠিক বলেছেন, মিস্টার জেঙ্গার,' বলে উঠল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আমি-ই সেই মেয়ে। আর আমার দাবির মধ্যে মিথ্যে নেই এক বিন্দুও। আর্থার স্যান্ডলারের একমাত্র সন্তান আমি।'

'মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি,' টিটকিরির ভঙ্গিতে বাঁকা কিন্তু কঠোর হাসি হাসল বৃদ্ধ অ্যার্টর্নি। চেহারায় অবিশ্বাস আর অপছন্দ। 'ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছে বা রুচি কোনটাই নেই আমার। আপনার ওপিনিয়ন, ক্লেইম ইত্যাদি শোনার জন্যে কোর্ট হয়তো আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্যে অপেক্ষায় আছে, কিন্তু আমি সে সব শুনতে রাজি নই। এটা কোর্ট নয়, আমার বাড়ি। এখানে আমি মুক্ত কণ্ঠে সত্য প্রকাশ করার অধিকার রাখি।' মাসুদ রানার দিকে তাকাল সে। 'কে খাঁটি কে নকল, দেখলেই চিনি আমি। একে কেন নিয়ে এসেছেন আপনি আমার বিনা অনুমতিতে?'

'দুঃখিত [illegible]সেলর।' মোটেও দুঃখিত মনে হলো না রানাকে। 'ব্যাপারটা

গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অনুমতি নেয়ার সময় ছিল না।'

'গুরুত্বপূর্ণ?'

'হ্যা। ভাবলাম ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা দরকার আমাদের সবার।'

'সবার বলতে?'

'আমাদের তিনজনের।' এক পা এগিয়ে চৌকাঠে পা রাখল রানা। 'ভেতরে আসতে পারি?'

'দেখে তো মনে হয় না আমার অনুমতির কোন প্রয়োজন আছে।' এগিয়ে এল জেঙ্গার। মুখ বাড়িয়ে 'থোক' করে এক দলা থুথু ফেলল পোর্চে। 'আসুন। দয়া করে তাড়াতাড়ি রেহাই দিন আমাকে।'

ঢুকে পড়ল রানা লেসলি। সামনের হলওয়েতে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে থাকা স্ট্যাণ্ডে ঝুলিয়ে রাখল নিজেদের কোট। তারপর জেঙ্গারকে অনুসরণ করে পৌঁছল তার সীটিং রুমে। ফায়ার প্লেসের কাছাকাছি বসল সবাই। ওদের সামনে, সাউন্ডের দিককার এ ঘরের একমাত্র জানালায় গোঁ-গোঁ শব্দে মাথা কুটছে বাতাস। থেকে থেকে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে পুরানো ঘরটার কোথাও কোথাও। নিজের আর্ম চেয়ারে বসল জেঙ্গার জানালার কাছের নির্ধারিত জায়গায়।

'প্রয়োজন মনে করলে গলা ভেজাতে পারেন আপনারা,' ঘরের অন্য প্রান্তের একটা খুদে বার ইঙ্গিত করল বৃদ্ধ। 'হেলপ ইওরসেলফ।'

দু'জনেই মাথা দোলাল ওরা। প্রয়োজন নেই।

'ওয়েল দেন,' বলল সে রানার উদ্দেশে। রাগ পড়ে গেছে। 'শুরু করা যাক তাহলে। বলুন আর কি জানতে চান আপনি?'

'আপনার সাহায্য প্রয়োজন আমার,' বলল ও।

'নিশ্চই দরকার। কিন্তু সেটা কি?'

বৃদ্ধের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে লেসলি।

'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর।'

'যা জানতাম সবই তো জানিয়েছি আমি আপনাকে।'

'একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলেননি।'

ভুরু কোঁচকাল জেঙ্গার। 'কোনটা?'

'ভিনসেন্ট ডি সেপিটো,' মৃদু গলায় নামটা উচ্চারণ করল মাসুদ রানা।

মনে হলো যেন আচমকা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বৃদ্ধ নামটা শুনে। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিতে সক্ষম হলো জেঙ্গার। 'কি?'

আবার বলল ও। 'এক সময় ড্যানিয়েলস অ্যাণ্ড জেঙ্গার অ্যাসোসিয়েটসের মক্কেল ছিল।'

'ছিল। অনেকেই মক্কেল ছিল আমাদের' তাতে কি?'

'আমার সন্দেহ আর্থার স্যান্ডলারের সাথে লোকটার ঘনিষ্ঠ কোন সম্পর্ক ছিল।'

'যা খুশি তাই সন্দেহ করতে পারেন আপনি। আমেরিকা গণতান্ত্রিক দেশ।'

বেশ কয়েক মুহূর্ত বৃদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করল মাসুদ রানা। 'টাকা-পয়সার ব্যাপারে কিছু আলোচনা হোক তাহলে?'

'হোক। কোন টাকা?'

'জাল টাকা।
চুপ করে থাকল জেঙ্গার। বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে।
'কখনও কোন টাকা জালকারীর হয়ে মামলায় লড়েছেন?'
'আমার জানামতে না।'
'নিজেকে নিজে ট্যাম্পার করছেন আপনি, কাউন্সেলর!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'আপনি এতটা স্মৃতিহারা হয়ে পড়েছেন বলে মনে করি না আমি।'
কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধ। দম ছাড়ল ফোঁস করে। 'ঠিক আছে। মনে করুন আপনার প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ"। তারপর?'
'সেপিটো আর স্যান্ডলার, এদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল।'
'সেপিটো ছিল নামকরা এক জালিয়াত।'
'চেক জাল করত সে,' মন্তব্য করল যেন মাসুদ রানা।
'হ্যাঁ।'
'আর্থার স্যান্ডলার জাল করত টাকা?'
'করত।'
'এদের দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল?'
'একে অন্যকে চিনত ওরা।'
'আর কিছু?'
চুপ করে থাকল বৃদ্ধ।
'ওয়েল?'
'বন্ধু ছিল ওরা।'
'এক সাথে কাজ করত?'
ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জেঙ্গার। 'করত।'
'আর্থারের মত সেপিটোর নিশ্চই আরও কোন পরিচয় ছিল?' নড়েচড়ে বসল রানা।
'হ্যাঁ। মার্কিন সেনাবাহিনীতে চাকরি করত সে।'
বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'কি বললেন! সেনাবাহিনীর সদস্য হয়ে চেক জাল করত ডি সেপিটো?'
'হ্যাঁ। তবে রেগুলার সদস্য ছিল না সে আর্মির, ছিল ইরেগুলার।' আসন ছাড়ল অ্যাডলফ জেঙ্গার। বার থেকে নিজের জন্যে খানিকটা ব্র্যান্ডি নিয়ে এসে বসল আবার। 'তার কাজ ছিল আবর্জনা সংগ্রহ করা,' বলল বৃদ্ধ। চুমুক দিল গ্লাসে।
'আবর্জনা সংগ্রহ?'
'হ্যাঁ, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করতে হত তাকে। " হারবার আইওমা জিমা বার্লিন স্ট্যালিনগ্রাদ, সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ওসব সংগ্রহ ক সে।' মৃদু হাসির আভাস ফুটল বৃদ্ধের মুখে।
'বুঝলাম না। কিসের আবর্জনা?'
দৃষ্টিতে কৌতুক নেচে উঠল যেন লোকটার। 'বুঝলেন না?'
'না,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'তাহলে সেপিটোকে নিজেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন আপনার প্রশ্নের উত্তর।'

নড়ে উঠল লেসলি। সামনে ঝুঁকে বসল।

'এরপর আপনি নিশ্চই জানতে চাইবেন ১৯৬৪ সালে কেন হঠাৎ করে মামলা খারিজ হয়ে যায় ডি সেপিটোর?' আবার চুমুক দিল জেঙ্গার। 'কেন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো তার প্রতি?'

সম্মোহিতের মত মাথা দোলাল রানা।

'দেশপ্রেম।' এমন এক মুখভঙ্গি করল জেঙ্গার, যেন ওই এক শব্দেই সব কথা বলা হয়ে গেল।

'দেশপ্রেম! একজন...'

'জালিয়াতের মধ্যে,' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল জেঙ্গার। 'হ্যাঁ। জালিয়াত হিসেবে যত না বড় ছিল তার চেয়ে অনেক বড় দেশপ্রেমিক ছিল ডি সেপিটো।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'আপনি বলছেন লোকটা বেঁচে আছে এখনও?'

'অবশ্যই। বহাল তবিয়তে।'

'কোথায় আছে সে?'

'পেনসিলভেনিয়ার ছোট এক শহর, ব্র্যানসটেবল-এ। ১৯৬৪ সালে "অবসর" দেয়া হয়েছে তাকে সরকারীভাবে। সপরিবারে আছে সে ওই শহরে। অন্য নাম পরিচয়ে।'

'কি তার নতুন নাম?'

'নতুন?' হাসল বৃদ্ধ। 'দুই দশকেরও বেশি আগে ধারণ করা নাম যদি নতুন হয়, তাহলে তাই।'

'কি নাম?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা।

'জোনাথন গ্রোভার। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। ব্র্যানসটেবল-এ এই নামে একজনই আছে।'

'কি করে জানেন আপনি একজন আছে?' তীক্ষ্ণ চোখে বৃদ্ধকে দেখছে ও।

চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠল তার। প্রসন্ন ভাবটা চেহারা থেকে গায়েব হয়ে গেছে মুহূর্তে। 'সময় সুযোগ হলে মাঝেমধ্যে আসে সে আমার সাথে দেখা করতে।'

'আচ্ছা।'

'ওখানে বড় এক স্টেশনারি দোকানের মালিক গ্রোভার। স্টেশনারি ছাপায়, টাকা নয়। এত বছর আঁধারে ছিল সে। আমার ধারণা আপনারা তাকে আবার আলোয় নিয়ে আসতে চান।'

'হ্যাঁ। কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত।'

'ওকে, জেন্টলম্যান। আর কিছু?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'না।'

'নিশ্চিত হয়ে নিন। কারণ এবারই শেষ, এরপর এ বাড়ির লনেও ঢুকতে পারবেন না আপনি। যদি সে চেষ্টা করেন, আপনাকে পুলিসে দেব আমি। মনে রাখবেন এখানকার পুলিস স্টেশনের সবার খুব প্রিয় আমি। আমার অনুরোধ খুব খুশি মনে রক্ষা করবে ওরা।'

'সতর্ক করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।' আসন ছাড়ল রানা। 'আপনাকে ঝামেলায় ফেলার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

বেরিয়ে আসছিল ওরা, পিছন থেকে ডেকে উঠল অ্যাডলফ জেঙ্গার 'মিস্টার রানা, অ্যাটর্নি পরিচয়ের আড়ালে ড্যানিয়েলসেরও কিন্তু আরেকটা পরিচয় ছিল।'

ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা। চোখে সন্দেহের ছায়া।

'হ্যাঁ।' ওর চোখে চোখ রেখে হাসল বৃদ্ধ। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তার পরেও।'

'কি পরিচয়?'

' "রিক্রুটিং সার্জেন্ট" ছিল সে।'

'কি?'

' "রিক্রুটিং সার্জেন্ট"।'

এক পা এগোল মাসুদ রানা। 'বুঝলাম না। কিসের "রিক্রুটিং সার্জেন্ট"?'

'দেশ প্রেমিকদের রিক্রুট করত ড্যানিয়েলস। গট দ্যাট? খুব গোপনে। ওর সেই পরিচয় যেদিন পাই, সেদিনই কেন জানি ওকালতির ওপর ঘেন্না ধরে গেল আমার। চলে এলাম সব ছেড়ে।' একটু বিরতি। 'বুঝতে পারলেন না?'

'না।'

'জোনাথন গ্রোভারকে জিজ্ঞেস করবেন। ও বলতে পারবে ভাল। আফটার অল সে নিজেও একজন দেশপ্রেমিক। সে-ই বলবে "রিক্রুটিং সার্জেন্ট" কি? আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন হয়তো। যদি আপনি তার খোঁজ পাওয়ার আগেই মৃত্যু আপনার খোঁজ না পায়।'

হ্যারিকেনের দিকে মোড় নিচ্ছে পরিস্থিতি। ওর মধ্যেই পরদিন সকালে ছাড়ল ফেরি। হালকা ম্যাচ বক্সের মত লাফাতে লাফাতে দোল খেতে খেতে চলল উড্স হোলের দিকে। আধি ভৌতিক রং আকাশের, গা ছমছম করে তাকালে। আবহাওয়ার সর্বশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে, দুপুরের পর আঘাত হানবে হ্যারিকেন।

অল্প কয়েকজন ক্রু আর জনাবিশেক যাত্রী নিয়ে চলেছে আজ দ্য আইল্যান্ডার। নিচতলার যাত্রী রুমে বসেছে রানা ও লেসলি। কথা বলছে না কেউ। লেসলি বেশ গম্ভীর এবং চিন্তিত।

'কি ভাবছ?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'জেঙ্গারের কথা।'

'কি?'

'লোকটাকে কেমন যেন মনে হয়েছে আমার। অনুভূতিটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না তোমাকে। কিন্তু কাল যতক্ষণ লোকটার ওখানে ছিলাম কেমন গা ছম ছম করেছে আমার। কোথায় যেন একটা গড়বড় আছে, রানা। ঠিক ধরতে পারছি না আমি। আবার অস্বস্তিকর চিন্তাটা দূরে সরিয়ে রাখতেও পারছি না।'

মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণ করল রানা গভীর দৃষ্টিতে। চেহারায় কিসের যেন ছাপ দেখা যাচ্ছে তার। কিন্তু কিসের, বুঝতে ব্যর্থ হলো ও। চোখ বুজল মাসুদ রানা

বসে থাকল ঝিম মেরে। ভাবছে।

'আমি একটু ঘুরে আসি,' উঠে দাঁড়াল লেসলি।

'কোথায়?'

'একটু হাঁটাহাঁটি করি। বসে থাকতে ভাল্লাগছে না।'

'ফিরতে দেরি কোরো না। রেলিঙের বেশি কাছে যেয়ো না।'

'ঠিক আছে,' ঝুঁকে রানার গালে আলতো করে চুমু খেলো লেসলি। 'আমার নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছ বলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

পিছনের লেডিস রুমের দিকে যেতে দেখল রানা ওকে, তারপর আবার চোখ বুজল। টেরও পেল না কখন ঘুম এসে জুড়ে বসেছে দু'চোখে। দু'টি ছোট শিশুর হুল্লোড়ের আওয়াজে এক ঘণ্টা পর ভাঙল ওর ঘুম। দুই সীটের মধ্যবর্তী আইলে ছোটাছুটি করে খেলছে পাঁচ-ছয় বছরের দু'টি ছেলে, থেকে থেকে তীক্ষ্ণ বাঁশির মত চিৎকার করছে। কুম্ভকর্ণেরও সাধ্য নেই এর মধ্যে ঘুমায়।

পাশে তাকাল রানা। এখনও আসেনি লেসলি। ঘড়ি দেখল ও। সতর্ক হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। এখনও আসেনি? নাকি ওকে ঘুমে দেখে···চট করে উঠে পড়ল মাসুদ রানা। ব্যাপারটা চেক করা দরকার। ফেরির দোলের সাথে ভারসাম্য রেখে এগোল ও। এক এক করে তিনটে ফ্লোরের সবখানে খুঁজল রানা লেসলিকে। ডাইনিং হল, বার-রেস্টুরেন্ট, লেডিস রুম, জেন্টস রুম, ক্রু'স মেস, কোন জায়গা বাদ রাখল না রানা। কিন্তু কোথাও নেই লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। জলজ্যান্ত একটা মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন।

হার্টবিট দ্রুততর হলো মাসুদ রানার। কোথায় গেল? রাজ্যের অশুভ চিন্তা এসে ভর করল ওর মাথায়। পড়ে যায়নি তো সাগরে, সবার অলক্ষে? পরক্ষণে ভাবনাটা দূর করে দিল ও, অসম্ভব! এমনি এমনি পড়ে যাওয়ার দলে পড়ে না লেসলি। তাহলে?

কি খেয়াল হতে আঁতকে উঠল রানা। ফেলে দেয়া হয়নি তো ওকে? অ্যানসপেচার গ্যালারির সেই দু'জন, অথবা ব্রুকলিন হাইটস প্রমিনেডের সেই···ভেতরে ভেতরে মস্ত এক ঝাঁকি খেলো মাসুদ রানা। ওদের কেউ আছে ফেরিতে? কই, তেমন কাউকে তো চোখে পড়ল না! রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়ল ও অজানা আশঙ্কায়।

মনে পড়ল ঠিক এই ধরনের এক ঘটনা ঘটেছে বাহামার এক ক্রুজ ফেরিতে। মাত্র তিন সপ্তাহ আগের ঘটনা, স্ত্রীকে অ্যালকোহলের সাহায্যে মাতাল করে সাগরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল পাষণ্ড স্বামী। অস্থির হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ব্যস্ত পায়ে পুরো ফেরি চক্কর দিয়ে এল আরেকবার। নেই লেসলি। চেহারা চেনে না অথচ চেনা চেনা লাগে, এমন কাউকেও দেখল না কোথাও। দৌড়ে নিচে নেমে এল মাসুদ রানা। ফেরির একেবারে পিছনে, যেখানে গাড়ি রাখার জায়গা, সেদিকে চলল। জায়গাটা উন্মুক্ত। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ওখানে কারও থাকার কথা নয় ভেবে আগেরবার যায়নি রানা ওদিকে। মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা, হয়তো ওর গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে লেসলি। খেয়াল আছে ফেরির ভাড়া দেয়ার সময় গাড়ির চাবির রিংটা ওর হাতে দিয়েছিল মাসুদ রানা। পরে আর ফেরত নেয়া হয়নি।

নিচতলার সীটিংরুমের সীটের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে জোর পায়ে এগোল মাসুদ রানা। ফায়ার স্টেশন পেরিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকল। গলির শেষ প্রান্তে বিশাল পার্কিং এরিয়া। গলির দুই দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার ও ফায়ার অ্যাক্স। একটা অ্যাক্সের ক্রেডল শূন্য দেখা গেল। গলি পেরিয়ে পিছনের খোলা অংশে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। কার লটের কিছু অংশ ত্রিপলের আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা, তার নিচে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকাল।

এখানে ওখানে পার্ক করে রাখা গোটা ছ'য়েক কার ও একটা হুডওয়ালা লরি ছাড়া কিছু নেই। সামনে ঝুঁকে বুইকের দিকে ছুটল মাসুদ রানা। পেয়ে বসল যেন এলোমেলো দমকা বাতাস, চারদিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণে বেহাল দশা হলো রানার। মাতালের মত টালমাটাল পায়ে এগোল রানা। কাছে এসে উঁকি দিল গাড়ির ভেতর। ফাঁকা। নেই ভেতরে লেসলি। চোখের সামনে লেসলিকে দেখল ও কল্পনায়, অসহায়ের মত পিছনে কোথাও খাবি খাচ্ছে উত্তাল নানটুকেট সাউন্ডে। তার সাহায্যের আর্ত আবেদন শুনতে পাচ্ছে না কেউ। নাকি মরেই গেছে হতভাগী? কখন ফেলে দেয়া হয়েছে ওকে কে জানে?

এক ছুটে ফেরির একেবারে পিছনের রেলিঙে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। রেলিং শক্ত করে ধরে যতদূর দেখা যায়, পানির বুকে চোখ বোলাল। স্রেফ পানি আর পানি। ঘুরে আচ্ছাদনের দিকে ছুটল ও। ওপরে যেতে হবে, মাস্টার ব্রিজে। মাস্টারকে বলে…। ব্রেক কষল রানা, ফায়ার স্টেশনের এপাশের সরু গলি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী কে একজন। হ্যাটটা ভুরুর ওপর পর্যন্ত টেনে নামানো। চেহারা দেখা যায় না ঠিকমত।

না, দাঁড়িয়ে নেই, ভুল দেখেছে মাসুদ রানা। এদিকেই আসছিল, রানাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে দ্বিধায় পড়ে গেছে কেবল লোকটা, কমিয়ে দিয়েছে হাঁটার গতি। কাৎ হয়ে দাঁড়াল সে রানার সুবিধের জন্যে, নইলে ধাক্কা লাগবে। এগোল রানা লোকটার গা ঘেঁষে। এবং ভুলটা বুঝতে পারল তৎক্ষণাৎ। তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কণ্ঠনালীতে শীতল, ধাতব স্পর্শ পেয়ে জমে গেল ও। চাপ পড়তে মুখ পিছিয়ে নিতে গেল রানা, কিন্তু ব্যর্থ হলো। মাথা ঠেকে গেছে পিছনের বাল্কহেডে।

'খুব বেশি ব্যস্ত নাকি, গোয়েন্দা সাহেব?' মুখের সামনে মুখ নিয়ে এল হ্যাটধারী।

কাছ থেকে ভাল করে দেখল তাকে ও। চিনে ফেলল মুহূর্তে। এ সেই অঙ্ক বিশারদ, গ্যালারির মোটার সঙ্গী, ক্যালকুলেটরে হিসেব করতে দেখেছিল একে মাসুদ রানা। 'কে তুমি!'

'তার চেয়ে বরং শোনা যাক, মেয়েটা কোথায়?'

খানিকটা যেন আশার আলো দেখতে পেল মাসুদ রানা। 'মেয়েটা মানে?'

'মেয়েটা মানে,' দাঁত বের করে হাসল সে। 'স্ত্রী লিঙ্গ থাকে যাদের সঙ্গে, তাদের একজন। ফেরিতে তোমার সাথে ওদের একজনকে উঠতে দেখেছি। গেল কোথায় সে?'

'তোমার ভুল হচ্ছে। কেউ ছিল না আমার সাথে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লোকটা। চেহারা তার পূর্ব ইউরোপীয় ধাঁচের, লক্ষ করল মাসুদ রানা। হাসিটা আরও চওড়া হলো তার। মাথা দোলাল। 'তুমি খুব দুর্বল স্মৃতিশক্তির মানুষ। দেখি তোমাকে খানিকটা সাহায্য করা যায় কি না।'

পর মুহূর্তে ভাঁজ হয়ে গেল রানা সোলার প্লেক্সাসে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি খেয়ে। ফুসফুসের সব বাতাস বেরিয়ে গেছে। দু'হাতে ব্যথা পাওয়া জায়গাটা চেপে ধরে উবু হয়ে থাকল মাসুদ রানা। সর্ষে ফুল দেখছে চোখে।

এক হাতের শক্ত মুঠোয় রানার ওভারকোটের ল্যাপেল চেপে ধরল লোকটা, ঠেলে নিয়ে চলল ওকে পিছনের দিকে। পিছনে ফুট আটেক চওড়া আচ্ছাদন দেয়া একটা স্পেস, সেখানে এনে দাঁড় করাল। লোকটার দেহে অসুরের শক্তি আছে, টের পেল মাসুদ রানা। গলার চাপ এক চুলও শিথিল হয়নি। একটু এদিক-ওদিক দেখলেই তীক্ষ্ণধার ব্লেড ঢুকিয়ে দেবে সে ওর কণ্ঠনালীর ভেতর। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেল রানা, সাথে সাথে আবার বেঁকে গেল একই জায়গায় একই ওজনের আরেক ঘুসি খেয়ে। হাঁ করে দম নিতে গেল, মুহূর্তে মুখ ভরে গেল বৃষ্টির পানিতে। খক খক কেশে উঠল রানা। অর্ধেক পানি গিলে ফেলল।

'কি বলো, ভায়া! সাহায্য করতে পেরেছি?'

'আমি জানি না সে কোথায়!' নিচের ভারি ডিজেল এঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মাসুদ রানা।

গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল লোকটা। আবার হেসে উঠল। 'সাঁতার জানো? যদি জবাব না দাও, তুলে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দেব। কেমন হবে মনে হয় ব্যাপারটা?'

'ওকে কেন খুঁজছ তুমি?' গলায় ছুরির চাপ অগ্রাহ্য করে দু'জনের মাঝখানের ব্যবধান মাপল মাসুদ রানা। 'কে তোমাকে আমাদের খোঁজ দিল? জেঙ্গার?'

'যা খুশি তাই ভাবতে পারো।' পরক্ষণে উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কোথায় মেয়েটা!'

'তাহলে এ নিশ্চই জেঙ্গারের কাজ,' আলাপের সুরে বলল রানা। মনে মনে চাইছে আরও একটু রেগে উঠুক ব্যাটা, তাতে সুবিধে হয় ওর।

'শাট আপ, ইউ ব্লাডি সোয়াইন!' গর্জে উঠল লোকটা। 'কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ওকে?' মধ্য ইউরোপীয়দের মত ইংরেজি বলছে সে, বুঝল রানা। কোনদেশী, জার্মান? পোলিশ?

মারল রানা। ডান হাঁটু ঝট করে ওপরে উঠে গেল ওর ভাঁজ হয়ে। কিন্তু তৃপ্তি পেল না রানা, মারটা যুৎসই হয়নি। লাভের মধ্যে লাভ হয়েছে খানিক চমকে দেয়া গেছে লোকটাকে, সঙ্গে উপরি হিসেবে এক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে সে। গলার চাপ মুক্ত হওয়ামাত্র তার ছুরি ধরা হাতের কবজি সই করে ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ মারল মাসুদ রানা। পড়ে গেল অস্ত্রটা হাত থেকে তার। পিছলে নাগালের বাইরে চলে গেল। পরক্ষণে সোলার প্লেক্সাসে রানার ছোঁড়া সমান ওজনের এক ঘুসি খেয়ে সামনে ঝুঁকে গেল সে। এবার পাশ থেকে তার চোয়াল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড ঘুসি মারল রানা। আওয়াজ উঠল 'ঠকাশ'।

ছুটে গিয়ে রেলিঙের ওপর আছড়ে পড়ল লোকটা দড়াম করে। বেদম জোরে ঠুকে গেল মাথা লোহার রেলিঙে। তাজ্জব হয়ে গেল রানা যখন দেখল এত শক্ত

মারেও একটু কাহিল করা যায়নি ব্যাটাকে। মাথা ঝাড়া দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, দু'হাত বাড়িয়ে খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে এল রানার দিকে। লাফ দিয়ে সরে যেতে চাইল রানা সামনে থেকে, কিন্তু পারল না। ভেজা মেঝেতে পা পিছলে গেল, ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটা মত্ত আক্রোশে।

হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাসুদ রানা, লোকটা পড়ল ওর ওপর। পরক্ষণে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। খ্যাপা, ক্রুদ্ধ জন্তুর মত লড়ছে দু'জনে নীরবে, গড়াগড়ি খাচ্ছে ফ্লোরে, কেউ প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না কারও ওপর। গড়াগড়ির বেগ কমে এল এক সময়, লোকটার বুকের ওপর উঠে বসেছে মাসুদ রানা, বসেই আরেক ঘুসি চালাল ও লোকটার নাক-মুখ সই করে। কিন্তু লাগাতে ব্যর্থ হলো, হাত তুলে ঘুসিটাকে বেলাইনে পাঠিয়ে দিয়েছে অঙ্ক বিশারদ।

পরমুহূর্তে থুতনিতে তার বেমক্কা আপার কাট খেয়ে টলে উঠল রানা। ঘিলু নড়ে গেছে। ওই অবস্থাতেই অন্ধের মত অপর হাত চালাল ও, আওয়াজ উঠল 'থ্যাচ' করে। দেখতে দেখতে নাকমুখ রক্তে ভেসে গেল লোকটার। নাক ভেঙে দিয়েছে তার মাসুদ রানা। গুঙিয়ে উঠে এক হাতে নাক চেপে ধরল সে, এবং একই সাথে অন্য হাতে মুগুরের ঘা-র মত কিল এবং ঘুসির মাঝামাঝি জাতের একটা মার মেরে বসল রানার বুকের বাঁ পাঁজরে।

ব্যথায় নীল হয়ে গেল মাসুদ রানা। হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। ক্ষণিকের জন্যে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ওর ফুসফুস, কাজ করছে না। সুযোগটা চিনতে ভুল করল না শত্রু। দুই পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কোমর ওপরদিকে ছুঁড়ল সে প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সাহায্যে, শূন্যে উঠে গেল রানার দুই হাঁটু, লোকটার পেটের সঙ্গে ওর নিতম্বের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে।

সাথে সাথে এক হাত ভরে দিল লোকটা ওর ডান উরুর তলা দিয়ে। অন্যহাতে পেঁচিয়ে ধরল ডান চোয়াল-ঘাড়, মুহূর্তে ধরাশায়ী করে ফেলল সে রানাকে। ততক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে ও, প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ফুসফুসের কার্যক্রম। কাত হয়ে পড়েই সবুট লাথি হাঁকল রানা লোকটার হাঁটু লক্ষ্য করে। কেঁউ করে উঠল সে। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল আবার লোকটার ওপর।

কিন্তু ব্যর্থ হলো। সুস্থ পা-টা তুলে ওর বুকে ঠেকিয়ে দিয়েছে লোকটা, দিয়েই লাথি ছুঁড়ল সে। পিছিয়ে গেল মাসুদ রানা, বিশারদ নিজেও ভেজা, পিচ্ছিল ধাতব ফ্লোরে পিঠ দিয়ে সরসর করে পিছিয়ে গেল কয়েক ফুট, পৌঁছে গেল পড়ে থাকা ছুরিটার তিন ফুটের মধ্যে। ওটা তুলে নিয়েই হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল শত্রু প্রচণ্ড রাগে কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে তার, ঠোঁট সরে গেছে। হ্যাট পড়ে গেছে মাথা থেকে। রানার মত বৃষ্টির ছাঁট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে। চোখে খুনীর দৃষ্টি।

গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল ওরা। দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো। কয়েক চক্কর ঘুরে চার্জ করল লোকটা, এতই আচমকা এবং দ্রুত যে তার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ

নজর রেখেও সময়মত সামাল দিতে পারল না মাসুদ রানা। থুতনিতে মনে হলো গরম শিকের ছ্যাঁকা খেলো ও, চিরে গেছে খানিকটা জায়গা।

এমন সময় লোকটার পিছনে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামকে দেখতে পেল মাসুদ রানা। আশ্চর্যরকম নিঃশব্দ পায়ে ছুটে আসছে। হাতে উদ্যত এক আইস অ্যাক্স। দেয়ালের শূন্য অ্যাক্স ক্রেডলটার কথা মনে পড়ল রানার। জিনিসটা তাহলে লেসলি-ই সরিয়ে ছিল! আঁতকে উঠল ও। প্রায় পৌঁছে গেছে লেসলি লোকটার ঘাড়ের ওপর।

'না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল রানা শেষ মুহূর্তে। লোকটা টের পেলে সর্বনাশ।

আমলই দিল না মেয়েটি, কাঠ চেরাইয়ের ভঙ্গিতে গায়ের জোরে চালাল সে অ্যাক্স। 'ঘ্যাস্' করে প্রায় অর্ধেকটা ফলা সেঁধিয়ে গেল লোকটার পিঠে, ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর। জোর এক ঝাঁকি খেলো লোকটা, থমকে গেল, পরমুহূর্তে তার অপার্থিব চিৎকারে শিউরে উঠল মাসুদ রানা। গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেল ওর। হ্যাঁচকা টানে কুঠার ছুটিয়ে নিয়েই আবার বসিয়ে দিল লেসলি। আবার আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

হাত থেকে খসে পড়ল তার ছুরি। বিস্ফারিত চোখে মাসুদ রানাকে দেখছে সে। কুঠার টেনে বের করল আবার লেসলি। কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা বহু কষ্টে। তার পিঠে চোখ পড়তে আবার শিউরে উঠল রানা। পুরো হাঁ হয়ে গেছে পিঠ। সাত ইঞ্চি দীর্ঘ ক্ষত দুটো গুণ চিহ্নের মত মাঝখান থেকে ছেদ করেছে পরস্পরকে, স্রোতের মত গলগল করে গড়াচ্ছে রক্ত। মাতালের মত খানিক টলল লোকটা, তারপর সটান আছড়ে পড়ল উপুড় হয়ে। প্রচণ্ড আক্ষেপে জবাই করা খাসির মত হাত-পা ছুঁড়ল সে কিছুক্ষণ। তারপর স্থির হয়ে গেল দেহটা। সেদিকে তাকিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। এখনও মাথার ওপর তুলে রেখেছে সে কুঠার, আড়াআড়ি কোপ মারার ভঙ্গিতে।

দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল মাসুদ রানা। এ মুহূর্তে কেউ এদিকে এলেই বারোটা বেজে যাবে। ছুটে গিয়ে মৃতদেহটা চিৎ করল ও, দুই বগলের নিচে হাত ভরে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে রেলিঙের দিকে নিয়ে চলল। জায়গামত এনে দেহটা কাঁধে তোলার চেষ্টা করতে লাগল মরিয়া হয়ে। কিন্তু কাজ হলো না, অসম্ভব ভারি।

'লেসলি, কুইক! এদিকে এসো। সাহায্য করো আমাকে।' মনে হলো শুনতেই পায়নি সে। বেকুবের মত চেয়ে থাকল ফ্যাল ফ্যাল করে। ধমকে উঠল রানা। 'লেসলি! হেলপ মি, ফর গড'স সেক!'

এবার কাজ হলো। দু'বার পলক ফেলল মেয়েটি। তারপর সচকিত হলো আচমকা। কুঠার ফেলে ছুটে এল। রানার ইঙ্গিতে লোকটার দু'পা ধরল ও. তারপর দু'জনে মিলে দেহটা উঁচু করে ধরে দ্রুত পায়ে এগোল রেলিঙের দিকে। কাছে নিয়ে অনেক কসরত করে দেহটা রেলিঙের ওপর তুলল ওরা। শেষবারের মত আরেকবার এদিক-ওদিক দেখল মাসুদ রানা। তারপর ছেড়ে দিল।

আছড়ে পড়ল ওটা পানিতে, অথচ আশ্চর্য, কোন শব্দই হলো না। বাতাসের গোঙানি, ফেরির এঞ্জিনের আওয়াজ আর বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে গেল ওটার

পতনের আওয়াজ। রেলিঙে হেলান দিয়ে হাঁপাল কিছুক্ষণ দু'জনে। অদৃশ্য হয়ে গেছে দেহটা ততক্ষণে। বৃষ্টির পানিতে ডেকের রক্ত ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে। একটু পর কোন চিহ্নই থাকল না আর রক্তের। সব গড়িয়ে নেমে গেছে ড্রেন দিয়ে।

কুঠারটা তুলে নিল মাসুদ রানা, ছুঁড়ে মারল জোরে। বুমেরাঙের মত কাত হয়ে পাক খেতে খেতে অনেক দূর পর্যন্ত গেল ওটা, তারপর ঝপ করে পানিতে পড়ল। ছুরিটাও পড়ল ওর কাছাকাছি। একটু পর রানা-লেসলির ভেজা কাপড়-চোপড়ের ভারি একটা বোঁচকাও গেল ওই পথে।

ছয়

এসে গেছে উডস হোল হোয়ার্ফ। আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘাটে ভিড়বে ফেরি। গাড়ির মধ্যে বসে আছে রানা ও লেসলি। দূর থেকে জেটির শেডে অপেক্ষমাণ কয়েকজন পুলিস দেখতে পাচ্ছে ওরা। মনে হলো আইল্যান্ডারের অপেক্ষায় আছে। ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছে কি না ব্যাটারা কে জানে?

'কাকে ফেলে দিলেন আপনারা ফেরি থেকে?' কল্পনায় অজ্ঞাত চেহারার পুলিস অফিসারের জেরার মুখোমুখি হলো মাসুদ রানা। 'কেন খুন করলেন তাকে? কে ছিল লোকটা, কি করেছিল?'

ঘুরে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল রানা। আশ্চর্যরকম শান্ত দেখাচ্ছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডামকে। দেখে কে বলবে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে জলজ্যান্ত এক মানুষ খুন হয়েছে এর-ই হাতে। নিজের মুখের ওপর মাসুদ রানার দৃষ্টি নিবদ্ধ বুঝতে পেরে মুখ ফেরাল সে। 'দু-দু'বার খুন করতে চেয়েছিল ওরা তোমাকে,' রানার অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'তোমাকে শেষ করে আমাকেও নিশ্চই ওই পথেই পাঠাত। তাই···সামলাতে পারিনি আমি নিজেকে। আত্মরক্ষার অধিকার একটা পশুরও আছে, রানা।'

'তুমি গিয়েছিলে কোথায়?'

'লুকিয়েছিলাম।'

'খুলে বলো।'

'ফেরির দুলুনির জন্যে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল। তাই লেডিসরূম ঘুরে দশ মিনিট পর ফিরে এলাম। এসে দেখি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। ভাবলাম ওপরে গিয়ে এক কাপ চা খাই। ওপরে উঠে ওকে দেখতে পাই আমি, ও আমাকে দেখার আগেই। বুঝলাম আমরা এই ফেরিতে উঠেছি জেনেই এসেছে সে, শুধু শুধু আসেনি। বসে আছে, হয়তো উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায়।

'ভয় পেয়ে পালিয়ে এলাম। কোথাও লুকোবার জায়গা না পেয়ে ঠিক করলাম তোমার গাড়ির বুটে ঢুকে পড়ি। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, বদ্ধ জায়গায় বসে থাকলে ও এদিকে আসছে কি না দেখতে পাব না। তাই ওই লরিতে উঠে বসে থাকলাম ফায়ার অ্যাক্স নিয়ে। ওটার ক্যারিয়ারে।'

গাড়িটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। পিছনটা মোটা ত্রিপলের হুড দিয়ে

ঢাকা। পিছনে আসা-যাওয়ার গলির ঠিক মুখোমুখি পার্ক করা আছে ওটা।

'তোমাকে না পেয়ে ও হয়তো আমাকে...'

'পারত না,' রানার মুখের কথা কেড়ে নিল লেসলি। 'প্রথম কারণ, অন্য যাত্রীদের উপস্থিতি। মানুষজনের মধ্যে তোমার কিছু করার মত বোকামি করত না লোকটা। তাছাড়া আমি তৈরি ছিলাম। ওকে নামতে দেখলে আমিও এগোতাম। লরি থেকে কম্প্যানিয়নওয়ে পরিষ্কার দেখা যায়।' ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে আধ শুকনো চুলের জট ছাড়াতে লাগল লেসলি: 'তাছাড়া তুমি তো জানো, তুমি নও, আসলে আমাকেই চায় ওরা। আমাকে মুঠোয় পেলে তোমার কথা ওরা ভুলে যাবে।'

ঘাটের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। লেসলির যুক্তি অকাট্য, খণ্ডন করার বা অন্য রকম কিছু ভাবার উপায় নেই এ ক্ষেত্রে।

'আমার ধারণা জেঙ্গারই ওকে আমাদের খোঁজ জানিয়েছে,' মন্তব্য করল মেয়েটি। 'শয়তান বুড়ো!'

'এতে তার লাভ?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'সেটাই ভাবছি।'

আমিও, মনে মনে বলল ও। যেখানে ড্যানিয়েলসের অন্তিম ইচ্ছে ছিল একরকম, সেখানে তার অংশীদারের এ আচরণ, যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে, ভেবে দেখার মত বিষয় বটে।

আচমকা এক ঝাঁকি খেলো ফেরি, জেটির সাথে বেশ জোর সংঘর্ষ হলো তার। নিজের ইচ্ছেমত ভিড়তে পারেনি, বাতাস আর ঢেউ ঠেলে এনে প্রায় আছড়ে ফেলেছে তাকে। পাঁচ মিনিট পর র‍্যাম্প বেয়ে গড়িয়ে নেমে এল মাসুদ রানার বুইক। ওর কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিলল না, জেরা করার জন্যে এগিয়ে এল না পুলিস। অন্য কোন কাজে এসেছে তারা। হাইওয়েতে উঠে উত্তরে চলল মাসুদ রানা, মেইনল্যাণ্ডে ওঠার ব্রিজের উদ্দেশে।

মাঝখানে দুপুরের খাওয়ার বিরতি ছাড়া একটানা সন্ধে পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে নিউ জার্সি অতিক্রম করে পেনসিলভেনিয়া পৌঁছল ওরা। ব্রানসটেবল-এ যখন পৌঁছল, রাত তখন দশটা। এখানকার আবহাওয়া চমৎকার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই। রাতের জন্যে একতলা এক মোটেল বেছে নিল মাসুদ রানা। ম্যাজিক ফিঙ্গারস নাম মোটেলের। ঘুমাতে ঘুমাতে রাত বারোটা বেজে গেল।

জানালা গলে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো আসছে ওদের রুমে, ঠিক ঘুমন্ত মাসুদ রানার মুখের ওপর পড়েছে তার এক অংশ।

ঘুম ভেঙে গেল ওর হঠাৎ করে। প্রায় অকারণেই। চোখ খুলল না মাসুদ রানা, পড়ে থাকল এক ভাবে। বিছানার নরম গদি দুলে উঠল একবার, দু'বার। তারপর থেমে গেল দোল। চোখের পাতা সিকি ইঞ্চি মেলল ও। ঘরের মধ্যে হাঁটছে কেউ। লেসলি? কিন্তু দেখার উপায় নেই। রানা এ মুহূর্তে মেয়েটির দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে। এখন দিক বদল করা ঠিক হবে না।

তবে ওর মুখোমুখি রয়েছে ড্রেসিং টেবিলটা, তার আয়নায় পরিষ্কার দেখতে পেল সে লেসলিকে। সম্পূর্ণ নগ্ন। বিছানা থেকে নেমে ওটার সামনে গিয়ে

দাঁড়িয়েছে মেয়েটি। মনে হলো কিছু চিন্তা করছে। ঘুরে তাকাল লেসলি। স্বাভাবিকভাবে পাশ ফিরল রানা, মেয়েটির দিকে মুখ করে শুলো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটি, একভাবে তাকিয়ে আছে বিছানার দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে ঘুম ভেঙে গেছে কি না রানার।

ঝাড়া এক মিনিট পর নিশ্চিত হলো লেসলি ভাঙেনি। এগিয়ে এসে খাটের পাশে কার্পেটে পড়ে থাকা নিজের পরিধেয় তুলে পরে ফেলল ব্যস্ত হাতে। ক্লজিট খুলে নিঃশব্দে বের করল নিজের কোট। ওটার মধ্যে এক হাত ভরে দিয়ে ড্রেসারের সামনে এসে দাঁড়াল আবার সে। উবু হয়ে কি যেন করছে। টুং-টাং ধাতব আওয়াজ উঠল কয়েনের। খুচরো পয়সা নিচ্ছে। বিছানায় ওঠার আগে পকেটের কয়েন সব বের করে ওখানে রেখেছিল মাসুদ রানা। এক মুঠো কয়েন নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লেসলি, জুতোয় পা গলিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল দরজার দিকে।

ডোর নব ধরে শেষবারের মত বিছানার দিকে তাকাল লেসলি, তারপর বেরিয়ে গেল পা টিপে টিপে। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে সটান উঠে বসল মাসুদ রানা। এক লাফে নেমে পড়ল খাট থেকে। ঘড়ি দেখল, তিনটে বাজে। শার্ট-প্যান্ট পরল ও দ্রুত হাতে, কোট নেয়ার জন্যে ক্লজিটের দিকে এগোল, এই সময় জানালার বাইরে পায়ের আওয়াজ উঠল। জানালার দিকে এগিয়ে গেল ও এক পা এক পা করে, সাবধানে উঁকি দিল। চোখ পড়ল সরাসরি লেসলির ওপর। জোর পায়ে পিছনের পার্কিং লটের দিকে এগোচ্ছে সে।

ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ও? ভাবল মাসুদ রানা। গাড়ির চাবি তো নিয়ে যায়নি! তাকিয়ে থাকল রানা। জোর পায়ে লটের মাঝখানের একটা টেলিফোন বুদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লেসলি। চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আবার মোটেলের ব্যাক এন্ট্রান্সের দিকে তাকাল সে। তারপর দুটো কয়েন ফোনের পটে ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল ডায়াল টোন শোনার আশায়।

কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে, দূর থেকেও পরিষ্কার বুঝতে পারল মাসুদ রানা। এখনও নাম্বার ঘোরাচ্ছে না মেয়েটি। ক্রেডল ধরে জোরে নিচের দিকে টান দিল সে, বেরিয়ে এল কয়েন দুটো। আবার ওগুলো পটে ফেলে অপেক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত। ফোনটা বোধহয় খারাপ, ভাবল রানা, পরক্ষণেই ভাবনাটা সত্যি প্রমাণ হলো। কিছু সময় অপেক্ষা করল লেসলি, দড়াম করে বাঁ হাতে থাবড়া লাগাল সেটের গায়ে।

আবার একই কাজ করল সে। কয়েন বের করে ফের পটে ছাড়ল। অবশেষে হাল ছেড়ে দিল, রিসিভারটা প্রায় আছড়ে ক্রেডলে রাখল। বেরিয়ে এসে বিরক্ত মুখে লটের এ দেয়াল ও দেয়াল দেখল, আর কোন বুদ আছে কি না খুঁজল হয়তো। না, নেই। কয়েক সেকেণ্ড নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল লেসলি। চিন্তিত। অবশেষে ধীর পায়ে ফিরে আসতে লাগল সে।

কাপড়-চোপড় খুলে বিছানায় ডাইভ দিল মাসুদ রানা। পুরু পশমী কম্বলটা টেনে আনল গলা পর্যন্ত। ঠিক তখনই আস্তে করে খুলে গেল দরজা। ভেতরে এসে কাপড় ছাড়ল লেসলি। যেটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে পা টিপে টিপে

বিছানায় এসে উঠল। আধবোজা চোখে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। চাঁদের আলো সরাসরি পড়েছে মেয়েটির গালে ও বুকের প্রায় পুরোটা জুড়ে। রানাকেও দেখল লেসলি কিছু সময়, তারপর আস্তে করে শুয়ে পড়ার আয়োজন করল।

'ঘুম আসছে না?' চোখ মেলল মাসুদ রানা।

আতঙ্কে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল লেসলি, 'ও মাগো!' সাথে সাথেই অবশ্য নিজেকে সামাল নিল। হাসল লজ্জা পেয়ে। 'ওহ্, গড!'

'ভয় পেয়েছো?'

'ভয় মানে?' হাত দিয়ে বুকের ধড়ফড়ানি অনুভব করল লেসলি। 'আধমরা হয়ে গেছি আর বলছ ভয় পেয়েছি কি না!'

'দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপারটা কি? ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর অভ্যেস আছে নাকি তোমার?'

মনে মনে ওর প্রশ্নটা নাড়াচাড়া করল লেসলি। প্রশ্নটার পিছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে কি না ভাবল হয়তো। 'না, মানে···ঘুম আসছিল না, তাই···।'

'তাই?' উঠে বসল মাসুদ রানা। বেডসাইড টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে হাতড়ে সিগারেট প্যাকেট আর গ্যাস লাইটার নিল। সামান্য উঠে বালিশে পিঠ রাখল, মাথা খাটের হেডরেস্টে। একটা সিগারেট ধরাল রানা।

খানিক নীরবতা। 'একটু বেরিয়েছিলাম।'

চুপ করে থাকল রানা। আধো অন্ধকারে সিগারেটের আগুন ঘন ঘন বাড়ছে-কমছে।

'ভাবলাম একটু হাঁটাহাঁটি করলে ঘুম আসবে আবার।'

'আচ্ছা!'

'তাছাড়া তেষ্টাও পেয়েছিল খুব।'

মুখ ঘুরিয়ে লেসলির দিকে তাকাল রানা। মুখে বলল না কিছু।

'ড্রেসার থেকে তোমার কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে সফট ড্রিঙ্কের আশায় বেরিয়েছিলাম।'

হাসল ও। 'পেলে না তো? সেটাই স্বাভাবিক। আমেরিকান কাস্টমার সার্ভিস কানাডা বা ইংল্যাণ্ডের মত নয়।'

'বুঝলাম না।' কাত হয়ে রানার দিকে ফিরে শুয়ে পড়ল লেসলি। চাঁদের আলোয় তাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। তার বাহু, কাঁধ, বুক, মসৃণ পেট, সব। এ মুহূর্তের ভঙ্গিমাটা অদ্ভুতরকম মোহনীয় লেসলির। 'কাস্টমার সার্ভিস?'

'মানে এদেশে কোন বুদের সঙ্গে পানীয় বিক্রির কোন আয়োজন রাখে না এরা, তাই বলছিলাম আর কি!'

ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চেহারা দেখে মনে হলো কষে এক চড় বসিয়ে দিয়েছে রানা ওর গালে। অস্বস্তিকর নীরবতা ঘরের মধ্যে। বেশ সময় লাগল লেসলির স্বাভাবিক হতে। বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে আনল সে।

'দেখে ফেলেছ তাহলে।' বিড় বিড় করে বলল লেসলি।

মাথা দোলাল রানা। 'দুঃখিত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও।'

চার আঙুলে অন্যমনস্কের মত কপাল ডলল মেয়েটি। 'আমি মনেপ্রাণে চেয়েছি ব্যাপারটা গোপন রাখতে। তারপরও…।'

'কাকে ফোন করতে গিয়েছিলে?'

'লাইন পাইনি। ফোনটা খারাপ।'

'তা দেখেছি। কিন্তু ভাল থাকলে কাকে করতে ফোন?'

'না শুনলেই নয়, রানা?' মৃদু গলায় বলল মেয়েটি।

'তোমার আমার সম্পর্ক বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে যে-কোন ধরনের লুকোছাপা উভয়ের জন্যেই ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে। অন্তত তোমার জন্যে।'

'ঠিক বলেছ,' খানিক ইতস্তত করে বলল সে। 'আমি সেভাবে চিন্তা করিনি। ফোনটা করতে চেয়েছিলাম আমার প্রেমিককে।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে মারল মাসুদ রানা। 'কে সে?'

'আমার শিক্ষক। হ্যারি স্টুয়ার্ট।'

'আই সী।'

'তোমাকে যত দেখি, ততই স্টুয়ার্টের কথা মনে পড়ে। এদেশে আসার পর একদিনও যোগাযোগ করতে পারিনি ওর সঙ্গে। বেচারী নিশ্চই খুব টেনশনে আছে। তাই আজ চেয়েছিলাম কথা বলতে। কিন্তু হলো না।'

'বুঝলাম। কিন্তু সে কাজ এত গোপনে কেন করতে হবে?'

'আমি চাইনি বিষয়টা কেউ জানুক। গোপন ছিল, আজ ধরা না পড়লে গোপন-ই রাখতাম শেষ পর্যন্ত।'

'স্টুয়ার্ট জানে তোমার আসল পরিচয়?'

'না-না! পাগল নাকি? কিছুই জানে না। সময় হলে ভবিষ্যতে কোনদিন জানাব হয়তো।'

'অল রাইট। শুয়ে পড়ো। ভোর হতে বাকি নেই তেমন।'

চট করে এগিয়ে এল লেসলি। নিজের বুকে ওর নরম বুকের ছোঁয়া পেল মাসুদ রানা। 'শুধু শুধু শুয়ে থেকে লাভ কি? ঘুম আসছে না যে!' চুমু খেলো লেসলি ওর গালে। এক হাতে জড়িয়ে ধরল কোমর। 'আমার কথা বিশ্বাস হয় তোমার?'

'হবে না কেন?'

'আমি মিথ্যেও তো বলে থাকতে পারি তোমাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে।'

হাসল মাসুদ রানা। 'সত্য-মিথ্যে ধরার অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে আমার। আমি জানি, মিথ্যে বলোনি তুমি।'

পড়ন্ত চাঁদের হলদেটে আলোয় রানাকে খুব কাছ থেকে দেখল লেসলি কয়েক মুহূর্ত। তারপর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। চোখ বুজে ব্যস্ত হয়ে খুঁজছে ওর ঠোঁট।

সকাল আটটায় ম্যাজিক ফিঙ্গার থেকে চেক আউট করল ওরা। এক রেস্টুরেন্টে নাস্তা করল। তারপর চলল জোনাথন গ্রোভারের খোঁজে। ব্রানসটেবল-এর উত্তর

প্রান্তে থাকে সে। একটা মাইনিং এরিয়া ও এক কয়লা প্রসেসিং প্ল্যান্ট পার হয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছল মাসুদ রানা।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না ওদের। ধপধপে সাদা রং করা বড়সড় বাংলো টাইপের একটা বিল্ডিং। অ্যাসবেস্টস সিমেন্টের চৌ-চালা ছাদ। তার চারদিকে ন্যাড়া মাথার প্রচুর বড় বড় গাছ। সামনের লনে সুন্দর এক ফুলের বাগান। ছবির মত সুন্দর বাড়িটা। গেটে ঝোলানো মেইল বক্সে গৃহকর্তার নাম লেখা: জে. গ্রোভার।

গেটের সামনে কার্ব ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা। বাংলোর সামনে, ভেতরের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা গাড়ি। একটা ডার্ক-ব্লু পন্টিয়াক। ওটার সামনে ছোটখাট একটা লোমশ কুকুরের সাথে খেলায় ব্যস্ত দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে। ইউরোপীয় ধাঁচের চেহারা তার। মেয়েটির ওপর থেকে আবার গাড়ির ওপর ফিরে গেল মাসুদ রানার নজর। স্টার্ট বন্ধ করল ও। 'তুমি আসছ?' জানতে চাইল রানা।

'যদি তুমি বলো,' জবাব দিল লেসলি। 'তবে না যাওয়াই বোধহয় ভাল হবে আমার।'

'কেন ভাবছ এরকম?'

'লোকটা আর্থার স্যান্ডলারের সহযোগী, কথাটা ভাবলেই কেমন গা ছম ছম করে আমার। তার মুখোমুখি হওয়া, মানে, মনের সাড়া পাচ্ছি না। তুমি জানো কত কিছুর মধ্যে দিয়ে এ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি আমরা।'

'ঠিক আছে,' দরজা খুলে ফেলল রানা। 'থাকো তুমি।'

চট করে ওর কাঁধে হাত রাখল লেসলি। 'অবশ্য তুমি বললে আমি আসব।'

'প্রয়োজন নেই,' ওর হাতে মৃদু চাপড় লাগাল রানা। 'আমি একাই যাচ্ছি।'

'থ্যাঙ্কস।'

বেরিয়ে এল রানা। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই এক লোকের ওপর চোখ পড়ল। বেরিয়ে আসছে লোকটা বাংলো থেকে। দীর্ঘদেহী, হালকা-পাতলা। পরনে দামী সুট, ওভারকোট। বেশ হ্যান্ডসাম চেহারা। চটপটে। হাতে একটা ব্রিফকেস। বয়স ষাট থেকে সত্তর বা পঁচাত্তরও হতে পারে। তবে চেহারা দেখে অনুমান করা খুবই শক্ত। সিঁড়ির ধাপ টপকে দৃঢ় পায়ে পন্টিয়াকে এসে উঠল লোকটা, স্টার্ট দিল।

বিস্মিত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকল মাসুদ রানা। লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছে ও, কিন্তু মনে করতে পারছে না এ মুহূর্তে। নাকের সামনে দিয়ে 'হুশ!' করে বেরিয়ে এল পন্টিয়াক, মুখ ঘুরিয়ে ওরা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে ছুটল দ্রুতবেগে। এদিকে একবারও তাকায়নি লোকটা। এক মুহূর্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলল মাসুদ রানা, তারপর পা বাড়াল বাংলোর গেটের দিকে।

গেটের কাছে পৌঁছল ও, এবং সাথে সাথে বিদ্যুৎ চমকের মত চিনে ফেলল পন্টিয়াক এবং তার মালিককে। নিউ ইয়র্কের এইটথ অ্যাভিনিউর বহুতল এক কার পার্কে প্রথমবার দেখেছিল রানা ওই গাড়ি আর লোকটাকে। এই গাড়ির ট্রাঙ্কে লুকিয়ে সাশাদকে ফাঁকি দিয়েছিল সেদিন লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। কিন্তু ঘুরে

তাকাবার মত বোকামি করল না রানা। জানে এ মুহূর্তে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটি।

এই লোক-ই গ্রোভার কি না ভাবল মাসুদ রানা। ছেদ পড়ল ওর ভাবনায়, ছুটে এল মেয়েটি খেলা ফেলে। 'আপনি কি আমার বাবাকে খুঁজছেন, মিস্টার?'

হাসল মাসুদ রানা। 'জোনাথন গ্রোভারকে খুঁজছি।'

'আসুন আমার সাথে। বাবা ভেতরে আছেন।'

'এইমাত্র যে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন, উনি কে?'

'মিস্টার হ্যামন্ড; বাবার বন্ধু। আসুন।'

ভেতরের রাজকীয় লিভিংরুমে নিয়ে এল ওকে মেয়েটি। তারপর একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্দরমহলে। পিছন পিছন কুকুরটাও ছুটল। মিনিট পার হওয়ার আগেই রুমে এসে ঢুকল গৃহকর্তা।

'ইয়েস, স্যার?' ভারি কণ্ঠস্বর লোকটার। উচ্চতায় প্রায় রানারই সমান। তার চাউনি স্থির, শীতল। বয়স প্রায় সত্তর হবে। বেশ মোটা। গলা নেই। কাঁধের ওপর জেঁকে বসে আছে বড়সড় মাথাটা তবে চটপটে।

'আপনি জোনাথন গ্রোভার?' বলল মাসুদ রানা। আগ্রহের সাথে লক্ষ করছে ও এককালের বিখ্যাত জালিয়াত ভিনসেন্ট ডি সেপিটো ওরফে ভিন্নি দ্যা প্যারট ওরফে জোনাথন গ্রোভারকে।

'ঠিক,' মাথা দোলাল লোকটা। 'আপনার পরিচয় জানতে পারি?' অ্যাপ্রন পরা এক মহিলা এসে দাঁড়াল তার পাশে। এলিন গ্রোভার, অনুমান করল মাসুদ রানা, লোকটার স্ত্রী।

'আমার নাম মাসুদ রানা। নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছি।'

চাউনি সতর্ক হয়ে উঠল গ্রোভারের। 'কারণ?'

'ভিনসেন্ট ডি সেপিটোর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই আমি। বিষয়টা জরুরী।'

মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে গেল মানুষটা, চকিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল একবার। 'কি নাম বললেন?' কঠোর হয়ে উঠল তার ভারি কণ্ঠ।

নির্বিকার মুখে বলল রানা, 'ওরফে ভিন্নি দ্যা প্যারট ওরফে জোনাথন গ্রোভার।'

দুই কোমরে হাত রাখল লোকটা। মারমুখি হয়ে উঠেছে চেহারা। 'জনাবের পরিচয় জানতে পারি?'

বলল মাসুদ রানা।

'কে দিল আপনাকে আমার ঠিকানা?'

'অ্যাডলফ জেঙ্গার।'

চেহারার টান টান ভাব খানিকটা শিথিল হলো গ্রোভারের। 'জেঙ্গার?'

'হ্যাঁ।'

'কি নিয়ে আলোচনা করতে চান?'

'আর্থার স্যান্ডলার।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল গ্রোভার। আবছা ইঙ্গিতে স্ত্রীকে

'নিজের কাজে যাও' ধরনের ইঙ্গিত করে রানাকে বলল সে, 'ঠিক আছে। বসুন।'

টেনশনমুক্ত হলো রানা। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল এ হয়তো স্রেফ হাঁকিয়ে দেবে ওকে। 'ধন্যবাদ।'

'কফি?' বলল গ্রোভার।

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা, 'হ্যাঁ।'

'জেঙ্গারকে টেলিফোন করলে আপনি কিছু মনে করবেন?'

'অফকোর্স নট। গো অ্যাহেড।'

লিভিংরুম সংলগ্ন কিচেনে গিয়ে ঢুকল জোনাথন গ্রোভার। ও রুমের একাংশ এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। ডাইনিং টেবিলটা বিরাট, আট আসনের। ভেবে পেল না ও তিনজনের এক পরিবারের এত বড় ডাইনিং টেবিলের কি প্রয়োজন। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল গ্রোভার, চেহারা আগের চেয়ে প্রসন্ন অনেকটা। হাতে ধরা এক ট্রেতে কফি ও দারুচিনি কেক।

'প্লীজ!' ইশারায় হাতের কাজ শুরু করার অনুরোধ জানাল লোকটা রানাকে। দু'বাহু বুকের ওপর ভাঁজ করে হেলান দিয়ে বসল ওর মুখোমুখি। রানাকে কাপের দিকে হাত বাড়াতে দেখে বাধা দিল গ্রোভার। 'কেকের স্বাদ একটু চেখে দেখুন, মিস্টার রানা। আমার স্ত্রীর তৈরি। চমৎকার স্বাদ।'

মৃদু আপত্তি জানাল ও।

'না না, আমি ইনসিস্ট করছি। অন্তত একটু খেয়ে দেখুন।'

বাধ্য হয়ে সামান্য কেক মুখে দিল মাসুদ রানা। সত্যিই চমৎকার স্বাদ। অপূর্ব!

'কেমন, বাড়িয়ে বলেছি?' ভুরু নাচাল গ্রোভার।

'না। সত্যিই দারুণ স্বাদ।' কফিতে চুমুক দিল মাসুদ রানা।

'হতেই হবে। আমরা, ইটালিয়ানরা পৃথিবীর সেরা রাঁধুনী, বেকার্স। অথচ ফরাসীরা এ কাজে নিজেদের সেরা বলে গর্ব করে।' ঠোঁট বাঁকাল লোকটা। 'আসলে পেস্ট্রি সম্পর্কে স্বচ্ছ কোন ধারণাই নেই ওদের। নামকরা একজন মাত্র ফরাসী বেকারের নাম বলুন, সঙ্গে সঙ্গে আমি দশজন ইটালিয়ান বেকারের নাম বলব।'

কিছু সময় নীরব থাকল দু'জনেই। 'কথা হলো জেঙ্গারের সাথে?' প্রশ্ন করল রানা।

'না। বাসায় নেই সে, বাইরে কোথাও গেছে। তবে মিসেস ক্ল্যানসির সাথে কথা বলেছি। জেঙ্গারের হাউসকীপার। আপনাকে আইডেন্টিফাই করেছে মহিলা। ক'দিন আগে নানটুকেট গিয়েছিলেন আপনি, বলেছে সে। ওতেই আমি সন্তুষ্ট।'

'পরশু রাতেও গিয়েছিলাম আমি। সে সময় মহিলা ছিলেন না।'

'আই সী।' একটু ভাবল জোনাথন গ্রোভার। 'জেঙ্গারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হলো কি করে? কতদিনের পরিচয়?'

সংক্ষেপে বলল মাসুদ রানা।

অন্যমনস্কের মত মাথা দোলাল লোকটা। 'আমার সম্পর্কে সে নিজেই যেচে জানিয়েছে আপনাকে?'

'না। আমি অন্য সূত্রে জেনে তাকে জিজ্ঞেস করেছি।'

চর্বি মোড়া থুতনি ডলল খানিক গৃহকর্তা। অপলক চোখে মাপছে মাসুদ রানাকে। 'ঠিক আছে। বলুন শুনি, কি জানতে চান? যদিও খুবই বিস্মিত হয়েছি আমি যে আমার অতীত নিয়ে আজও পর্যন্ত ঘাঁটাঘাঁটি হচ্ছে আমার অজান্তে।'

'হচ্ছে না, যা হওয়ার হয়ে গেছে,' বলল মাসুদ রানা। 'এবং বিষয়টা আমার আর অ্যাডলফ জেঙ্গারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। আর কেউ জানে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রোভার। 'জানে জানুক সবাই, তাতে কিছু আসবে-যাবে না আমার। আমি ভাবছি, কেন? কেন দুই যুগেরও বেশি সময় পরে আমার-আর্থারের সম্পর্কে জানার প্রয়োজন পড়ল কারও?'

'আর্থারের অতীত ঘাঁটতে গিয়ে পুরনো পত্রিকায় আপনার নামও চোখে পড়েছে আমার। অলমোস্ট সাইড বাই সাইড। এবং একই অ্যাটর্নির ক্লায়েন্ট ছিলেন আপনারা দু'জন।'

'বেশ। ও নিয়ে আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন করুন। হাতে বেশি সময় নেই আমার। কাজে বেরুতে হবে।'

'নিজের ক্ষেত্রে খুব বিখ্যাত ছিলেন আপনি,' মন্তব্যের সুরে বলল ও।

ভুরু কোঁচকাল গ্রোভার। 'বিখ্যাত?'

'একজন ফরজার হিসেবে।'

কয়েক মুহূর্ত নির্বিকার থাকল গ্রোভার। তারপর হাসল, গর্বের হাসি। 'তার চাইতেও অনেক বেশি কিছু ছিলাম। অনেক বেশি। শুনতে চান?'

নীরবে মাথা দোলাল ও।

সোফার হাতলে দ্রুত লয়ে তবলা বাজাল গৃহকর্তা। হাসছে মিটিমিটি। হারানো অতীতে ফিরে গেছে। 'যে কোন লোকের সই একবার দেখলেই হলো, নিখুঁত নকল করে ফেলতে পারতাম আমি। জাল সই করা চেক নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে জমা দিয়ে বলতাম, "সইটা দয়া করে চেক করে দেখবেন। ওটা যে দিয়েছে তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না আমি। নকল-টকল হয়েও থাকতে পারে"।'

'তারপর?'

'টেলার উঠে গিয়ে নিজেদের রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখত সে সই। ফিরে এসে জানাত, "ঠিকই আছে। সই আসল"।'

'সব সময়?'

'কখনও ধরা পড়িনি। অন্তত তাৎক্ষণিকভাবে। আমার লাইন অভ ওয়ার্ক কোন চোখে দেখবেন আপনি সে আপনার ব্যাপার। কিন্তু আমি তা নিয়ে এখনও গর্ব করি। নিজেকে ক্ষণজন্মা প্রতিভা ভেবে তৃপ্তি পাই আমি।'

'যখন আইনগত সমস্যা দেখা দিত?' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। গ্রোভারকেও অফার করল।

'ড্যানিয়েলসের সাহায্য নিতাম, জানেন-ই তো। প্রথমবার তিনটে মামলা থেকে ভদ্রলোক বাঁচিয়ে দেন আমাকে। তারপর যুদ্ধ বেধে গেল। ইউরোপের যুদ্ধে যোগ দিলাম আমি। বিভিন্ন জায়গায়...'

' "ট্র্যাশ কালেকশন" কি মীন করে?'

খানিক নীরবতা। 'আমার এক কাজিন ছিল, আবর্জনা সংগ্রহ করত। এ ছা

আর কিছু জানি না ওই ব্যাপারে।'

'কিন্তু জেঙ্গার মনে হয় এ বিষয়ে অন্য কিছু বলেছেন,' তীক্ষ্ণ চোখে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করল মাসুদ রানা। 'মিলছে না।'

'জেঙ্গার কি বলেছে না বলেছে আমি জানি না,' শান্ত গলায় বলল সে। 'তার কথায় খুব একটা আস্থা রাখাও ঠিক হবে না আপনার। লোকটা মিথ্যেবাদী। সব উকিল-ই তাই। একই বিষয়ে এখন এক রকম একটু পরই অন্যরকম বলে অভ্যস্ত ওরা।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে কি জানেন?'

'অনেক আগেই মারা গেছে সে। ১৯৬৪ সালে।'

'যদি বলি সে মরেনি, খুব অবাক হবেন আপনি?' আগের মতই পর্যবেক্ষণ করছে ও লোকটিকে। মনে হলো এ প্রশ্নে বেশ বিস্মিত হয়েছে সে। এবং সেটা অকৃত্রিম। ভণিতা নয়।

'অবশ্যই হব,' জোর দিয়ে বলল গ্রোভার। 'আমি নিজের চোখে তার মৃতদেহ দেখেছি। বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমরা পরস্পরের, আপনি সেটাও জানেন নিশ্চই। আমার চোখ আরেকজনকে আর্থার বলে সনাক্ত করেছে এমনটা মনে করার কোন কারণই নেই।'

'যদি আমি বলি,' মৃদু গলায়, আলাপের সুরে বলল ও, 'আপনি জেনেশুনেও সত্য গোপন করছেন আমার কাছে? মিথ্যে বলছেন, কি করবেন?'

দৃষ্টি কড়া হয়ে উঠল গৃহকর্তার। 'প্রথমে আপনার ঘাড়ে হাত দেব, তারপর ঠেলে বের করে দেব আমার বাসা থেকে।' নীরবতা। মাথা দোলাল সে, মৃদু হাসল। 'যদি বলেন, তবেই। তার আগে নয়। লুক, ম্যান, আমি যা দেখেছি তাই বলছি। কোন ভয়ে এত বছর পর আর্থার সম্পর্কে মিথ্যে বলতে যাব আমি? আইনের? ও ভয় আমার নেই। মার্কিন সরকার সব ধরনের অভিযোগ থেকে চিরদিনের জন্যে রেহাই দিয়েছে আমাকে। কোন নতুন প্যাঁচে পড়ার আশঙ্কা নেই আমার। আমি সত্যি কথাই বলছি।' ঘড়ি দেখল সে। উঠি উঠি ভাব করছে।

'কয়টি দেশের হয়ে কাজ করত আর্থার স্যান্ডলার?'

'হোয়াট!' তাজ্জব হয়ে গেল যেন জোনাথন গ্রোভার। অস্থির দৃষ্টিতে রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল দু'বার। 'কি বললেন?'

'অথবা আপনি?'

রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল লোকটা। 'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো! আসলে কেন এসেছেন আপনি? কি চান আমার কাছে?'

'আমার এক ক্লায়েন্টের স্বার্থ...'

'কে আপনার সেই ক্লায়েন্ট?'

'আর্থার স্যান্ডলারের মেয়ে।' রানা নির্বিকার।

'কি!' এমনভাবে তাকাল সে যেন এখনই কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে দু'চোখ। 'কে? আর্থার...' আচমকা হা হা করে হেসে উঠল লোকটা।

গম্ভীর হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'হাসির কিছু বলেছি কি?'

দেহ সোজা করে নড়েচড়ে বসল গ্রোভার। হাসির ঠেলায় গড়িয়ে নেমে

গিয়েছিল। ঘন ঘন মাথা দোলাল, 'নিশ্চই বলেছেন! একশোবার বলেছেন! আর্থারের মেয়ে, অ্যাঁ?'

'ঠিকই শুনেছেন আপনি,' আগের মতই গম্ভীর ও।

'কোন মেয়ে নেই আর্থারের, মিস্টার। ছেলেও নেই। থাকার প্রশ্নই আসে না, সে বিয়ে-ই করেনি।' আবার হেসে উঠল লোকটা, তবে নিঃশব্দে।

'মেয়েটি এই মুহূর্তে আপনার বাংলোর সামনে বসে আছে, আমার গাড়িতে।'

পলকে হাসি উবে গেল গ্রোভারের। 'অসম্ভব!'

হাত ইশারায় রাস্তার দিককার একটা জানালা দেখাল রানা, 'বি মাই গেস্ট।'

ওর ওপর চোখ রেখে তড়াক করে আসন ছাড়ল লোকটা। জানালায় নয়, দ্রুত পায়ে সামনের খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। রানাও এল তার পিছন পিছন। গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে গ্রোভার, আর ও চেয়ে রয়েছে গ্রোভারের মুখের দিকে। প্রথম দুই-তিন মুহূর্ত কিছুই বোঝা গেল না, লেসলিকে শুধুই দেখছে লোকটা, চেহারা নির্বিকার।

হঠাৎ করেই পরিবর্তনটা দেখতে পেল মাসুদ রানা। দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হলো তার, নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ল সামান্য। মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই সামলে নিল ইটালিয়ান, আগের মুখোশের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলল। তবুও কঠিন এক সত্য অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের মত বিমূঢ় একটা ভাবের আভাস ও মুখে শেষ পর্যন্ত যেন রয়েই গেল মনে হলো রানার।

আগের জায়গায় ফিরে এল দু'জনে। 'মেয়েটাকে পেলেন কোথায় আপনি?' থমথমে গলা গ্রোভারের।

'আগে বলুন কি বুঝলেন?' সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকে দেখছে এখনও রানা।

'বুঝলাম মিথ্যে কতবড় মিথ্যে হতে পারে। ও ভুয়া। জাল।' লম্বা করে দম নিল জোনাথন গ্রোভার, হাঁটুর ওপর দুই কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে এল সামনে। 'আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই।'

'নিজের ভালর জন্যে, নাকি আমার?'

অধীর কণ্ঠে বলল সে, 'শুনতে চান কি চান না?'

'দুঃখিত। বলুন।'

'স্যান্ডলারের একটা মেয়ে ছিল, সত্যি। কিন্তু সে ওই মেয়েটি নয়,' চোখ ইশারায় রাস্তা বোঝাতে চাইল গ্রোভার। 'লন্ডনে আছে তার মেয়ে। মৃত। শুয়ে আছে আর্ল'স কোর্টের এক কবরে। খুব শিগ্‌গিরই আপনারও মৃত্যু ঘটবে যদি এখনই আপনি সতর্ক না হন।'

ভাল করে আরেকবার জোনাথন গ্রোভারকে দেখল মাসুদ রানা। ভেতরে ভেতরে লোকটা ঘামছে মনে হলো ওর। চোখের সামনে ক'দিন আগের বৃষ্টিস্নাত আর্ল'স কোর্ট, সেন্ট মাইকেল দ্যা রেডীমার-এর চ্যাপেল, সেখানকার লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম নামাঙ্কিত সেই কবর এবং পিটার হোয়াইটসাইডের চেহারা ভেসে উঠল। সেই সঙ্গে গাড়িতে বসা লেসলির গলার দাগটার কথাও মনে পড়ল।

'স্রেফ খুন হয়ে যাবেন আপনি!' ঝাঁঝিয়ে উঠল লোকটা।

'কার হাতে?'

'ওই মেয়ের হাতে,' আবার রাস্তা দেখাল গ্রোভার।

'গত কয়েকদিনে ও বলতে গেলে দু'বার প্রাণ বাঁচিয়েছে আমার।' নির্বিকার কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'হয়তো। কিন্তু সে আপনার বিশ্বাস অর্জনের জন্যে করেছে, আপনার আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে করেছে। সঠিক সময়ের প্রতীক্ষায় আছে ও মেয়ে।'

'কিসের?'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন ইনফর্মেশন, অথবা এমন কোন তথ্য প্রমাণ, যার অপেক্ষায় আছে সে, যা তার জানা অপরিহার্য। ওগুলো পেলেই ও শেষ করে দেবে আপনাকে, কারণ পথ চলার মত পর্যাপ্ত আলোর দেখা পেলে কাউকে প্রয়োজন হবে না মেয়েটির। সে একাই তখন চলতে পারবে বাকি পথ। আপনাকে মরতে হবে এই কারণে যে ততক্ষণে আপনি আরও কিছু গোপন তথ্য জেনে যাবেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।'

সোফার হাতলে সশব্দে চাপড় লাগাল জোনাথন গ্রোভার। আচমকা ছেদ টানল আলোচনায়। 'ও কে, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার সঙ্গে খানিক অতীত ঘাঁটাঘাঁটি করে ভালই কাটল সময়। এবার বেরুতে হবে আমাকে, স্যার। আর সময় দিতে পারছি না, দুঃখিত।'

'আর একটা...'

'প্লী-জ!' দ্রুত বাধা দিল গ্রোভার। হাত তুলে মাথা নাড়ল। 'আর একটা শব্দও নয়। আমি যা যা জানি, কিছুই বাদ রাখিনি বলতে।' হাতের তালু চিত করে দরজা দেখাল সে। 'প্লী-ই-জ!' চেহারাতেই বুঝিয়ে দিল লোকটা কথা আর বাড়ালে ভাল হবে না।

'অল রাইট, মিস্টার গ্রোভার,' আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। 'থ্যাঙ্কস এনিওয়ে।' দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ও, ঘুরে তাকাল। 'বাই দ্যা বাই, "রিক্রুটিং সার্জেন্ট" কথাটার অর্থ...'

'আউট!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে দু'চোখ। 'গেট আউট!'

ঘুরে পা বাড়াল মাসুদ রানা। কেমন এক খটকা লাগল যেন শেষ মুহূর্তে, কিন্তু কি নিয়ে, বুঝতে পারছে না। কি হতে পারে সেটা? গ্রোভারের কোন আচরণ? না কথা? ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে অর্ধেক লন পেরিয়ে এল ও। এই সময় রানার সামনে এসে দাঁড়াল সেই মেয়েটি। হাসছে দাঁত বের করে। এতক্ষণ গাড়িতে বসা লেডির সঙ্গে গল্প করছিল সে। লেডির কথা শুনতে দারুণ লেগেছে তার, জানাল সে রানাকে।

একদম রানীর মত ইংরেজি বলে লেডি। ইংল্যাণ্ডের রানীর মত। ওরকম ইংরেজি খুব পছন্দ তার। কিন্তু আফসোস, ও ভাবে বলতে পারে না সে। ওর ইংরেজি সব নাক দিয়ে হড়হড় করে বেরিয়ে আসে। তবে তার বাবা পারে, জোনাথন গ্রোভার পারে। একদম ওই লেডির মত ইংরেজি বলে তার বাবা।

'কি বললে?' থমকে গেল মাসুদ রানা।

'মানে আমার...'

'সুজান!'

ঘুরে তাকাল রানা। সামনের বারান্দায় চোখমুখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে গ্রোভার। মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। পরক্ষণেই আবার হাঁক ছাড়ল, 'সুজান! চলে এসো!'

সন্ত্রস্ত খরগোশের মত দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল সুজান। ভয় পেয়ে গেছে বাপের রুদ্র মূর্তি দেখে। এদিকে মাসুদ রানার খটকাটা দূর হয়ে গেছে। সারাক্ষণ ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টে হলেও, একেবারে শেষ মুহূর্তে রাগের ঠেলায় গ্রোভারের মুখ দিয়ে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের ইংরেজি বেরিয়ে এসেছিল।

'বেরিয়ে যান আমার সীমানা থেকে!' রানার উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। 'যদি আর কখনও আমার এখানে আসার স্পর্ধা দেখান, তাহলে আমি···তাহলে আমি···!' তোতলাতে শুরু করল গ্রোভার।

ঘুরে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল মাসুদ রানা। গাড়িতে উঠে আবার তাকাল বাড়িটার দিকে। এখনও আগুন ঝরা চোখে দেখছে ওদের লোকটা। ইগনিশনে চাবি ঢোকাল মাসুদ রানা।

'বিদায় পর্বটা খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না মনে হয়, রানা?' হাসল লেসলি।

'ঠিক বলেছ,' রানাও হাসল। 'ব্যাটা কঠিন মাল। মুখ খুললই না।'

সাত

সন্ধে সাড়ে ছ'টায় অফিসে ফেরার সুযোগ পেল ইউনুস। শওকতের নির্দেশে স্টেট ডিটেকটিভ ব্যুরো আর এন.ওয়াই.পি.ডি-র কম্পিউটরের সামনে বসে বসে হাই তুলেছে সে আজ প্রায় সারাদিন। অবশেষে খোঁজ মিলেছে। মনটা তাই খুশি।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে গুনগুন করে গান ধরল ইউনুস। হাতে বাদামী রঙের পুরু কাগজের একটা খাম। হাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে উরুতে তাল ঠুকছে সে ওটা দিয়ে। ভেতরে ঢুকে সামনেই জসিমকে দেখতে পেয়ে টুথপেস্টের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করল ইউনুস। জসিম তার সমসাময়িক রিক্রুট, এক্সপার্ট ফটোগ্রাফার।

খামটা তুলে শাখা প্রধানের রুম ইঙ্গিত করল ইউনুস। 'কাপালিক বাবাজি আন্দার ইয়া বাহার?'

হেসে উঠল জসিম। শওকত নিজের দাড়ি গোঁফের খুব একটা যত্ন নেয় না, ছাঁটে না নিয়মিত। তাই আড়ালে তাকে এই নামে ডাকে ইউনুস। 'আছেন,' বলল সে, 'তোমার অপেক্ষা করছেন অস্থির হয়ে। তা খবর কি? কাজ হলো কিছু, না মাঠে মারা গেল আমার এতদিনের পরিশ্রম?'

'হবে না মানে?' চোখ পাকাল ইউনুস। 'অপেক্ষা করো। একটু পরেই জানতে পারবে।'

নক করে শওকতের রুমে ঢুকে পড়ল সে। চিন্তিত মুখে বসে আছে শওকত। চুল এলোমেলো। চোখ লাল, চেহারা ফ্যাকাসে। ঘুমে ঢুলু ঢুলু। কেবল ওর নয়,

ইউনুস-জসিমেরও প্রায় এক অবস্থা। গত কয়েক দিন এক সঙ্গে টানা চার ঘন্টাও ঘুমাবার সুযোগ হয়নি কারও। সবাই ব্যস্ত কাজে।

ওকে দেখে সোজা হয়ে বসল শওকত। 'পেলে কিছু?'

মারফতি হাসি দিল ইউনুস। 'পেয়েছি। কিন্তু আগে কিছু মালপানি খরচ করুন, তারপর দেখাব। খিদে আর তেষ্টা, দুটোর হামলায় একেবারে নাজেহাল দশা আমার।'

টেলিফোনে চিকেন বার্গার আর কফির অর্ডার দিল শওকত। হাত বাড়িয়ে দিল ইউনুসের দিকে। 'দাও খামটা।'

দিল সে। 'নিন, দেখুন। দেখে নয়ন-মন সার্থক করুন। ব্যাপারটা পছন্দ না করে পারবেন না আপনি।'

ব্যস্ত হাতে খামটা খুলল শওকত। ভেতরের কাগজপত্র বের করে রাখল সামনে। চোখ বোলাল ওগুলোয়। একটু একটু করে কুঁচকে উঠছে কপাল, চোখের কোণ। রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেল শওকত। ওর মনোভাব টের পেল ইউনুস, কিন্তু মুখ খোলার ব্যস্ততা দেখাল না। পেট ঠাণ্ডা করছে।

'এ-এসব কি?' চোখ তুলল শওকত। 'এত পুরনো...'

'মানুষটা পুরনো, তাই তার আঙুলের ছাপও পুরনো। প্রথমবার আমার দেয়া ছাপ রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে ওরা তো হেসে খুন। বলে, "বোকার দল, আরও একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করো। আধুনিক হওয়ার কোশেশ করো"। জানতে চাইলাম, "কেন বললে এ কথা? কি এমন বোকামি করলাম আমরা"?' আরেক চোট হাসির মুখে পড়লাম। বসে থাকলাম বেকুবের মত। পরে জানলাম, যার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে গবেষণা করছি আমরা, ১৯৬৫ সালে মারা গেছে সে।' বার্গারে কামড় বসাল ইউনুস।

চোখ নামিয়ে হাতে ধরা শীটটার ওপর নজর দিল শওকত। ওয়াশিংটনের মাস্টার কম্পিউটারের পাঠানো রেকর্ডের একটা কপি ওটা। দুই সারিতে দশটা বুড়ো আঙুলের ছাপ, প্রতিটি সাদা-কালো বক্সের মধ্যে বসানো। একই ব্যক্তির ওগুলো, ব্যক্তিটির নাম জ্যাকবাস। ওটা রেখে আরেকটা শীট তুলে নিল শওকত। একটা ব্যক্তি পরিচিতি আছে ওতে সংক্ষেপে। ওপরে নামও লেখা আছে একটা।

'কি নাম?' প্রথমবার নামটা বুঝতে ব্যর্থ হলো সে।

'সের্গেই সোলাভস্কি,' কফির কাপে চুমুক দিল ইউনুস।

'জ্যাকবাসের আসল নাম!'

'অথবা প্রাক্তন নামও বলতে পারেন।'

নামটার পিছনেই ঝাড়া এক মিনিট পার করে দিল শওকত। তারপর বেকুবের দৃষ্টিতে ইউনুসের মুখের দিকে তাকাল। 'সোভিয়েত স্পাই?'

উত্তরটা সরাসরি দিল না ইউনুস। 'বুঝতে পারছেন কিসের ভেতর হেঁদিয়ে পড়েছি আমরা?' আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'দুধ-কলা খাইয়ে এত বছর কী কালসাপই না পুষেছি!'

আনমনে সামনের যুবককে দেখল শওকত কয়েক সেকেণ্ড। হাতের প্রোফাইলটায় নজর দিল। বার দশেক বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল নামটা।

তারপর নিচের টেক্সটের দিকে তাকাল। পড়তে শুরু করল:

সের্গেই সোলাভস্কি জন্মসূত্রে রাশিয়ান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পর মিনস্ক-এ জন্ম তার। বাপ জাহাজ ঘাটের শ্রমিক, নাম, সের্গেই ইগরোভস্কি। পুত্র সোলাভস্কি একজন গোঁড়া কমিউনিস্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রেড আর্মির অফিসার হিসেবে জার্মান ফ্রন্টে লড়াই করে সে, আর্টিলারি ক্যাপ্টেন ছিল সে। যুদ্ধের পর কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয় তাকে এবং সে কেজিবি-তে যোগ দেয়। অসলো ও প্যারিসের সোভিয়েত দূতাবাসে কেরানী হিসেবে দীর্ঘ সময় চাকরি করে সোলাভস্কি।

শীটটার ফুটনোটে চোখ বোলাল শওকত। জানা গেল, ১৯৬৫ সালে আঙ্কারার রুশ দূতাবাসে কাজ করার সময় হার্ট ফেইলিওরে মারা যায় সের্গেই সোলাভস্কি। 'তার মানে,' চোখ তুলল শওকত। 'আমরা কোথাও কোন ভুল...'

'না।' মাথা দোলাল ইউনুস এপাশ ওপাশ। 'কোন ভুল করিনি আমরা।'

কোটের ভেতর পকেট থেকে একটা খাম বের করল সে। এগিয়ে দিল চীফের দিকে। 'এর মধ্যে সোলাভস্কির এক কপি অরিজিনাল ছবি আছে। বাকিগুলো আমার সঙ্গে থেকে জসিম তুলেছে, জ্যাকবাসের। মিলিয়ে দেখুন।'

তাই করল শওকত। মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে নিশ্চিত হলো সে, ঠিকই আছে, জ্যাকবাসই সোলাভস্কি। আগের ছবির লোকটির মাথায় চুল বেশি, মুখের চামড়া টান টান। আর বর্তমান লোকটির মুখটা আগের চেয়ে একটু ভারি, মাথায় চুলের পরিমাণ অল্প, চোখের নিচের ভাঁজ আগের চেয়ে সংখ্যায় কয়েকটা বেশি—এই যা পার্থক্য। নইলে মানুষ একই।

মুখ তুলল সে। 'বুঝলাম।'

একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘ সময়। কোত্থেকে কোথায় গড়িয়েছে ব্যাপারটা, ভাবছে সবিস্ময়ে। নিজেদের অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় আবিষ্কারে নিজেরাই হতভম্ব।

'এ কেমন হলো?' চশমা খুলে কাঁচ পরিষ্কার করায় মন দিল শওকত।

'যা হওয়ার তাই হয়েছে, শওকত ভাই। আমাদের নিতান্তই সৌভাগ্য যে চরম সর্বনাশটা ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে ব্যাটা শেষ পর্যন্ত। যদি সে রাতে মাসুদ ভাই...' থেমে গেল ইউনুস। শিউরে উঠল।

আবার ছবিগুলোর দিকে নজর দিল শওকত। একটা বাদে অন্যগুলো এক্সপার্ট ফটোগ্রাফার জসিমের তোলা। দুই দিন ধরে ঘাপটি মেরে বসে থেকে টেলিফোটো লেন্সের সাহায্যে দূর থেকে ছবিগুলো তুলেছে সে আর ইউনুস।

'কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ও ব্যাটা কেন স্যান্ডলারদের দলিলগুলো হাতাল? ওগুলো ওর কি কাজে লাগবে?'

'নিশ্চই উপযুক্ত কারণ আছে। খুঁজলে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া যাবে। তবে ওর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে আমাদের মাসুদ ভাইয়ের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

'অবশ্যই। এবং ওর ওপর আরও কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'

মাথা দোলাল ইউনুস।

'কোথায় যে গেল মানুষটা,' মাসুদ রানাকে উদ্দেশ করে বলল শওকত। 'টেলিফোন করতে করতে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। অথচ...'

'নিশ্চই ব্যস্ত আছেন।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু এদিকে যে আমাদের চাঁদি গরম হওয়ার দশা, প্রতিকারের কি উপায়?'

'রোটা ফিলমসের খবর কি, শওকত ভাই?'

'বিরাট এক গোলক ধাঁধা।'

'কি রকম?'

'ওটার সঙ্গেও যত রাজ্যের অসাধারণ ব্যাপার-স্যাপার জড়িত। রুমানিয়ান এমব্যাসির ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে এখান থেকে ভরা ফিল্ম ক্যান বুখারেস্ট যায় নিয়মিত, ফিরে আসে খালি ক্যান।'

মাথা দোলাল ইউনুস, 'সেটাই তো হওয়া উচিত। ওরা এখানে ছবি তোলে, তারপর রীল দেশে পাঠায় ডেভেলপ করার জন্যে। তারপর খালি ক্যান পাঠিয়ে দেয় নতুন চালান...'

'ওটা হচ্ছে থিওরি,' বাধা দিল শওকত। 'ওপর থেকে দেখলে সেটাই মনে হবে যে কারও। কিন্তু আসলে ঘটছে অন্যরকম।'

'আচ্ছা!'

'এদেশে রুমানিয়ানদের কোন আধুনিক ক্যামেরা ইউনিট নেই, একজনও প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যান নেই। অনেক আগেই তুলে দেয়া হয়েছে সে পাট। আমেরিকান বিভিন্ন ফিল্ম কোম্পানির কাছ থেকে আগে মাঝেমধ্যে এক-আধটা ডকুমেন্টারি ছবি কিনত ওরা। নেগেটিভ। ডেভেলপ করতে দেশে পাঠাত। সেটাও ১৯৭৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে? কি পাঠায় ওরা নিয়মিত ওইসব ক্যানে ভরে?'

চুপ করে থাকল ইউনুস। অপলক দেখছে চীফকে।

'আটলান্টিকের ওপারে পৌছেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ক্যানবাহী ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগগুলো। কোথায় যায়?'

'কোথায় যায়?' প্রতিধ্বনি তুলল সে।

'জানি না। বলতে গেলে কোন কার্যক্রম-ই নেই রোটা ফিলমসের। অথচ চব্বিশ ঘণ্টা তার ভারিক স্ট্রীটের অফিসে কড়া গার্ড থাকে। ফাঁক গলে মশা-মাছিরও ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। কেন?'

অজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি করল ইউনুস কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

'যার কোন কার্যক্রম নেই, আয় নেই এক পয়সাও, এমন এক প্রতিষ্ঠান ম্যানহাটনের মত কমার্শিয়াল এরিয়ায় শুধু বসে থাকার জন্যে মাসে হাজার হাজার ডলার ওড়াবে, এ কোন কথা হলো?' টেবিলের কোণ খুঁটিল শওকত। 'ও, ভাল কথা। রোটা ফিলম আর আমাদের জ্যাকবাস ভায়ার অ্যাকাউন্ট একই ব্যাংকে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আরও আছে…' বলে চলল শওকত।

নিজেদের অফিস রুমে মুখোমুখি বসে আছে ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদ ও প্যাটি হেরেন। এদের আলোচনার বিষয়বস্তুও এক।

জ্যাকবাসের হাতের ছাপ এবং তার সম্পর্কে সেন্ট্রাল কম্পিউটারের ধারণা ইত্যাদির তথ্য প্রমাণ: ইউনুস যা যা জোগাড় করে এনেছে, সেই একই জিনিস ওদের সামনেও রয়েছে। হেরেন সংগ্রহ করে এনেছে সমস্ত। জ্যাকবাসের আসল পরিচয় জানতে পেরে মাথা ঘুরে গেছে সাশাদের।

'শালা স্পাই!' একটা মাত্র হুঙ্কার ছেড়েই শান্ত হয়ে গেছে সে। কথা নেই মুখে। চোখ ডেস্কের কাগজপত্রের ওপর স্থির। এসব কি? ভাবছে সে। সাধারণ একটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে এ কিসের সাথে জড়িয়ে গেলাম? মার্ক রাইডারের হত্যাকারী যে সাধারণ খুনী নয়, তা সে নিহতের গলার ক্ষত দেখে তখনই বুঝেছে। কিন্তু তাই বলে এতদূর? রাশিয়ান স্পাই? জ্যাকবাস? রানা এজেন্সির নাইট গার্ড? ওহ, ল-অ-র্ড!

কিন্তু এসব সামাল দেয়া তো ওদের কাজ নয়, ভাবছে সাশাদ। ওরা নিউ ইয়র্ক সিটি হোমিসাইড বিভাগের সাধারণ দুই ডিটেকটিভ মাত্র, কাউন্টার এসপিওনাজ এজেন্ট নয়। আর দশটা সাধারণ খুনের মত মার্ক রাইডারের খুন হওয়ার কারণ উদঘাটন করতে গেছে, কোন স্পাই রিং উদ্‌ঘাটন করতে নয়।

অথচ…অথচ…

এক সাধারণ হত্যাকাণ্ডের কারণ তদন্ত করতে গিয়ে যে এমন ডাইনোসর সদৃশ বিকট সমস্যার মুখে পড়তে হবে, কে জানত? জ্যাকবাসের অতীত, প্রায় ভুলে যাওয়া জীবনী পড়ল সাশাদ আরেকবার। হেরেনের মন্তব্যে ধ্যান ভাঙল তার।

'স্টেট ডিটেকটিভ ব্যুরোতে রানা এজেন্সির এক অপারেটরকে দেখেছি আমি আজ।'

চোখ তুলল সাশাদ। 'কাকে? কি নাম?'

'ইউনুস। সে রাতে গাড়িতে ছিল লোকটা, যে রাতে রুমানিয়ান ডিপ্লোম্যাটকে…'

'বুঝেছি। কি করছিল সে ওখানে?'

'জ্যাকবাসের পুরানো রেকর্ড সংগ্রহ করছে। অবশ্য আমার আগেই কাজ সেরে বেরিয়ে যেতে দেখেছি তাকে।'

এ-ও আরেক সমস্যা, ভাবতে লাগল সাশাদ। রানা এজেন্সির সাথে জ্যাকবাসের সম্পর্ক আছে, এমন কোন সিদ্ধান্তে যদি পৌঁছানো যেত, একটা কাজের কাজ হত। তাও হচ্ছে না। ওরাও জ্যাকবাসের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। অর্থাৎ…? সে রাতে বোগদান বেলিয়াকে তাড়া করে ধরার সময় শওকতকে দেখেছে সে। ইউনুসকেও দেখেছে। জানে, ওদের আগে থেকেই জ্যাকবাসের পিছনে লেগেছে রানা এজেন্সি। নিজেদের এক কর্মচারীর পিছনে! রোটা ফিলমসের পিছনে। দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওদের থেকে অন্তত কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে রানা এজেন্সি। এর ভেতরে নিশ্চই কোন গভীর, ওরা

যতটা কল্পনা করছে, তার চাইতেও সম্ভবত অনেক অনেক গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে।

'শোনো, হেরেন,' মুখ খুলল সাশাদ। 'পরিষ্কার বোঝা যায় এ মামলা অন্য ধরনের। আমাদের দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত।'

'যেমন?'

'এইসব,' তর্জনী দিয়ে ডেস্কের কাগজপত্র দেখাল ডিটেকটিভ, 'গাট্টি বেঁধে এফবিআই-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আসি, চলো। ওরা সামলাক। এ ওদেরই কাজ, আমাদের নয়। কি বলো?'

'সেটাই বোধহয় ভাল হবে,' চিন্তিত, দ্বিধান্বিত গলায় বলল দ্বিতীয় ডিটেকটিভ। 'আমারও ঠিক পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা।'

'আমারও না। আমরা হোমিসাইড ডিটেকটিভ, স্পাই নই। বিষয়টা নিয়ে না হয় আরেকটু চিন্তা-ভাবনা করি আমরা। তারপর কাল গ্রুপের অন্যদের নিয়ে এক সভায় মিলিত হওয়া যাবে। কেমন?'

মাথা দোলাল হেরেন। 'ঠিক আছে।'

'তাহলে এখন এসো, এর সঙ্গে জ্যাকবাস কানেকশন নিয়ে আরেকবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখি। তারপর...।'

পরদিন দুপুরের পর বসল মীটিং। সভাপতি ও প্রধান বক্তা ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদ। উপস্থিত আছে হেরেন ছাড়া আরও চারজন। এরা সবাই এতদিন পালা করে নজর রেখেছে জ্যাকবাস ও রোটা ফিলম্‌সের ওপর।

'যেদিন মাসুদ রানা নিজে এসে জানিয়ে গেল,' শুরু করল অ্যারাম সাশাদ, 'মার্ক রাইডারের নিহত হওয়ার একই সময়, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, একেবারে একই মুহূর্তে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করে সে, অফিসে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে যায় অফিসে, তখন অন্যরকম মনে হলেও দু'দিন পরই বুঝলাম, আসলে মার্ক রাইডার স্রেফ ঘটনাচক্রের শিকার। আর কিছু নয়। দুর্ভাগ্য তার। খুন হওয়ার কথা ছিল মাসুদ রানার, তার নয়।

'যা হোক, ডেবি মোরান ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত আমার-হেরেনের ধারণা ছিল, মাসুদ রানা আর মার্ক রাইডারের মধ্যেকার নারীঘটিত কোন গণ্ডগোলের জের হিসেবে খুন হয়েছে পরের জন মাসুদ রানার হাতে। কিন্তু ডেবি মোরান সে ধারণা পাল্টে দিল। বোঝা গেল ভুল পথে চালিত হচ্ছিলাম আমরা ভুল লোকের পিছনে লেগে।

'এরপর মাসুদ রানাকে ছেড়ে লাগলাম তার অফিসের নাইটগার্ড, জ্যাকবাসের পিছনে। ঘটতে শুরু করল অদ্ভুত সব ঘটনা, তোমরা জানো। রুমানিয়ান কূটনীতিক বোগদান বেলিয়াকে ধাওয়া করে রোটা ফিলম্‌সের খোঁজ পাওয়া গেল। রুমানিয়ান ফিলম্ কোম্পানি ওটা। এদেশের ওয়াইল্ড লাইফ, জিওলজি ইত্যাদির ওপর প্রামাণ্য চিত্র তোলে, দেশে পাঠায়। মাঝেমধ্যে আমাদের একটা-দুটো ফিচার ফিলমও দেশে রপ্তানি করে ওরা। কিন্তু সে খুবই কম। ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

'প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে কি জানা গেল? ১৯৭৩ সাল থেকে এ দেশে ওদের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। আধুনিক কোন ক্যামেরা ইউনিট

নেই, নেই একজন ক্যামেরাম্যান। অথচ ভারিক স্ট্রীটে খুবই শানদার ভবনে অফিস আছে ওদের। কি কাজ হয় সেখানে? কেউ জানে না। জানার কোন উপায় নেই। কারণ চব্বিশ ঘণ্টা অফিসের প্রবেশ পথ পাহারা দেয় সশস্ত্র গার্ড। হাতে গোনা কয়েকজন রুমানিয়ান ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার নেই রোটা ফিলমসে। যে সংস্থার বলতে গেলে কোন কাজ নেই এদেশে, আয় নেই, তারা অনর্থক কেন মাসে হাজার হাজার ডলার খরচ করবে অফিস ভাড়া আর অফিস কর্মচারীদের বেতন-ভাতার পিছনে?

'এদিকে কাজ নেই, অথচ প্রতিমাসে অন্তত একবার করে দেশে ফিলম ক্যান পাঠায় তারা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরে। কি পাঠায় তারা? ফিলম্? কিসের ফিলম্? নিজেদের তোলা? না। আমাদের কাছ থেকে কিনে নেয়া? না। তাহলে? এখান থেকে ওয়াশিংটন হয়ে বুখারেস্ট যায় রোটা ফিলমসের চালান, নিয়মিত। প্রতি মাসে কম করেও একবার। কি যায় ওর মধ্যে করে?'

সবাই তাকিয়ে আছে সাশাদের দিকে। উত্তর দিল না কেউ।

'ওটার সঙ্গে একটা নোংরা শব্দ জড়িয়ে আছে আমার বিশ্বাস। "এফ" দিয়ে শুরু শব্দটা। কি হতে পারে বলো তো?'

প্রত্যেকেই চার অক্ষরের একটা শব্দ উচ্চারণ করল।

'না,' মাথা দোলাল সভাপতি। 'ওটা পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট। এফ আর ও এন টি। ফ্রন্ট। রুমানিয়ানদের কিছু একটার "ফ্রন্ট" রোটা ফিলম্স। কিন্তু কিসের?'

একে একে মাথা দোলাল সবাই। জানে না কেউ।

সশব্দে দম ছাড়ল সাশাদ। 'ওয়েল। আমিও জানি না।'

মাথার ওপর সাঁ করে পিছিয়ে গেল লিঙ্কন টানেল, ম্যানহাটনে এসে নাক ঢোকাল মাসুদ রানার বুইক। প্রায় তিনটা বাজে তখন। টেনথ অ্যাভিনিউ হয়ে ওয়েস্ট থার্টি এইটথ স্ট্রীটে পড়ল রানা, তারপর দক্ষিণে ঘোরাল গাড়ির নাক। পাঁচ মিনিট পর থার্টিয়েথ স্ট্রীটে লেসলির বাসার সামনে থামল ও।

নিজের অনুমানের সঙ্গে এখানকার বর্তমান পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখল মাসুদ রানা। ঠিকই আছে। সূর্যের আলোর আভাস পর্যন্ত নেই। এরকম ব্যস্ত সময়ও রাস্তা প্রায় ফাঁকা। লোকজন তেমন নেই।

দরজার হাতল ধরল লেসলি। রানার দিকে তাকাল। 'তুমি নামবে না?'

মাথা দোলাল ও। 'অফিসে যেতে হবে আগে।'

'এক কাপ কফি খেয়ে যাও অন্তত।'

'ধন্যবাদ। আরেক সময় খাওয়া যাবে।'

দরজা খুলেও ইতস্তত করতে লাগল মেয়েটি। নামছে না। চিন্তিত।

'কিছু বলবে?' বলল মাসুদ রানা।

'একটা বিষয়ে আমাকে তোমার প্রশ্ন করা উচিত ছিল, অথচ করোনি তুমি। ভাবছি ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা চেপে গিয়েছ, নাকি ভুলে গিয়েছ?'

'কোন প্রসঙ্গে বলো তো?'

'গ্রোভারের বাসার সামনে কিছু একটা দেখেছ তুমি। দেখোনি?'

'পন্টিয়াক?'

'এবং তার চালক।'

'হ্যামন্ড।'

বিস্ফারিত হয়ে উঠল লেসলির চোখ। 'তুমি চেনো ওকে?'

'চিনি,' গুল মারল রানা।

'ওই গাড়িটার সাথে আমার সম্পর্ক আছে, তা-ও জানো তুমি,' ঠিক প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল লেসলি।

'জানি।'

'সারা পথ আমি আশা করেছি ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে তুমি। মানে, আমার মনে হয়েছে বিষয়টার ব্যাপারে ক্লীয়ার হতে চাইবে তুমি। সেটাই স্বাভাবিক।'

'তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি,' বলল রানা। 'ভেবেছি নিজের সূত্রে খোঁজ নিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানব।'

একটু যেন আহত হয়েছে মনে হলো লেসলি, নিচের ঠোঁট কামড়ে ভাবল কি যেন। 'আমি বিরক্ত হব কেন মনে হলো তোমার?'

হেসে ফেলল মাসুদ রানা। 'অনর্থক ভাবছ তুমি এ নিয়ে। ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি আমি। দিলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতাম তোমাকে। এ নিয়ে শুধু শুধু দুশ্চিন্তা কোরো না। যাও, আমি অপেক্ষা করছি এখানে।'

চেহারার মেঘ একটু একটু করে কেটে গেল লেসলির। 'সত্যি বলছ?'

'নিশ্চই সত্যি বলছি।'

'ওকে,' মুখ বাড়িয়ে রানার গালে চুমু খেলো মেয়েটি। নেমে পড়ল। 'বাই।'

'বাই।'

যতক্ষণ দেখা যায় একভাবে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। বারের সামনে দিয়ে ওপাশের গলিতে ঢুকে পড়ল লেসলি, কেউ পিছু ধাওয়া করল না। এক মিনিট পর নিজের বেডরূমের জানালার পর্দা তুলে উঁকি দিল সে। হাত নাড়ল রানার উদ্দেশে।

উত্তরে রানাও হাত নাড়ল, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে চলল নিজের ডেরায়।

'তাহলে?' প্রশ্ন করল ম্যাকগোয়ান। 'এখন আমাদের করণীয় কি?'

'আমি-হেরেন ঠিক করেছি কেসটা ড্রপ করব,' বলল অ্যারাম সাশাদ। 'জোয়াল এফ.বি.আই-এর কাঁধে তুলে দেব। তোমাদের ডেকেছি এ বিষয়ে কার কি মত জানতে। এতক্ষণে তোমরা নিশ্চই বুঝতে পেরেছ আমাদের কাজ নয় এসব সামাল দেয়া? এর মধ্যে অন্যরকম ষড়যন্ত্র আছে, কোন সন্দেহ নেই। অনেক অনেক জটিল কেস এটা। রাষ্ট্র-বিরোধী কিছু একটা জড়িত এর সাথে। অতএব, যার কাজ তার হাতেই গছিয়ে দেয়া ভাল। আমি অন্তত তাই মনে করি। এখন তোমরা ভেবে দেখো।' কফির অর্ডার দিল সাশাদ।

হেরেন বাদে উপস্থিত অন্য ডিটেকটিভরা নিচু গলায় আলোচনা শুরু করল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আরও কয়েক দিন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে তারা। আরও গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য যদি পাওয়া যায়, ক্ষতি কি? একেবারে রান্না করা

খাবার-ই না হয় তুলে দেয়া যাবে এফবিআই-এর হাতে। এতে বরং তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। ইজ্জত বেড়ে যাবে।

'ঠিক আছে,' সবার মতামত শুনে সিদ্ধান্ত জানাল সাশাদ। 'তাই হোক তাহলে। আর নজর যখন রাখতেই হবে, মাসুদ রানা কোথায় আছে খোঁজ নাও, ওর ওপরও কড়া নজর রাখো। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, খুব শিগগিরই হয়তো বড় ধরনের একটা আঘাত আসবে লোকটার ওপর। জ্যাকবাস ব্যর্থ হয়েছে কাজটা সারতে, তার বন্ধুরাও যে তাই বলে ব্যর্থ হবে, আমার তা মনে হয় না। ওর সাথে হকি খেলা দেখছিল যে মেয়ে, তার ওপরও একটা চোখ রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে,' সম্মতি জানাল অন্য ডিটেকটিভরা। সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো বৈঠকের।

রানা এজেন্সি।

নিজের অফিস রুমে বসে আছে মাসুদ রানা। ওর সামনে আছে শওকত ও ইউনুস। কথা নেই কারও মুখে, প্রত্যেকে গম্ভীর। এক ঘণ্টা আগে অফিসে পৌঁছেছে মাসুদ রানা, এর মধ্যেই ভেতরের যাবতীয় খবর জানা হয়ে গেছে।

রোটা ফিলমস, ভাবছে মাসুদ রানা, ছবি তোলার নামগন্ধও নেই, অথচ নিয়মিত তাদের 'সীলড্ ক্যান' রুমানিয়ায় পাঠায় তারা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের নিরাপদ আবরণে মুড়ে, এর অর্থ কি? আয় নেই, অথচ বছরে কয়েক লাখ ডলার খরচ করে এস্টাবলিশমেন্টের পিছনে! কোথেকে আসে এ টাকা? কে বা কারা জোগান দেয়?

এদিকে শওকতের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, রোটা ফিলমস প্রশ্নাতীতভাবে সলভেন্ট। ওদের ব্যাংক স্টেটমেন্ট সেরকমই বলে। ভারিক স্ট্রীটের সানফ্লাওয়ার ভবন বিশাল এক বিল্ডিং। তার দুটো সম্পূর্ণ ফ্লোর দখল করে আছে রোটা—একটা তাদের 'অফিস,' অন্যটায় 'স্টোর'। কিসের অফিস? কিসের স্টোর?

অবধারিতভাবে জ্যাকবাস ওরফে সেগেই সোলাভস্কির প্রসঙ্গ এল রানার ভাবনায়। কে এই লোক? কার হয়ে কাজ করে সে? আর্থার স্যান্ডলার? কিন্তু... এসব হচ্ছে কি? আর্থার স্যান্ডলার অফিশিয়ালি 'মৃত', অথচ দেখা যাচ্ছে বেঁচে আছে সে। অন্তত অবস্থা পর্যালোচনা করলে সেরকমই মনে হয়। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম অফিশিয়ালি 'মৃত', অথচ সে-ও বেঁচে আছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরেক মৃত, সেগেই সোলাভস্কি। অফিশিয়ালি ১৯৬৫ সালে আঙ্কারায় যে লোকের মৃত্যু হয়েছে, সে-ও দেখা যাচ্ছে বেঁচে আছে জ্যাকবাস নাম নিয়ে।

শুধু আছে তা-ই নয়, বরং মাসুদ রানাকে হত্যা করতেও চেয়েছিল সে। ব্যর্থ হয়েছে অল্পের জন্যে। আর্থার স্যান্ডলারের নির্দেশে কাজটা ঘটাতে গিয়েছিল সে! ওদিকে গ্রেভারের ধারণা, লেসলি ম্যাকঅ্যাডামও ওকে হত্যা করতে চায়। কেবল উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে।

তিন মৃত, জ্যান্ত হয়ে আচমকা সওয়ার হয়েছে মাসুদ রানার ঘাড়ে। কি করবে ও এখন? কি করা উচিত?

'জ্যাকবাস ডিউটি করছে?' মুখ তুলল মাসুদ রানা।

'জ্বি,' মাথা দোলাল শওকত। 'করছে।'

'নিয়মিত করছে,' যোগ করল ইউনুস। 'তবে গত দু'দিন একটু যেন মনমরা লাগছে লোকটাকে।'

'স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা। 'ব্যর্থতার জন্যে চাপ এসেছে নিয়ন্ত্রণকারীর তরফ থেকে।'

'সেই সাথে হয়তো অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জোর তাগিদও এসেছে,' বলল শওকত।

মাথা দোলাল রানা, 'সম্ভব।'

'পুরো বিষয়টা আমার কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে, মাসুদ ভাই।'

'আমারও,' সরল স্বীকারোক্তি করল ও। 'ভীষণ এলোমেলো।' একটু ভাবল। 'এক কাজ করো। জানা তো হলো, এখন শুধুই জ্যাকবাসের ওপর চোখ রাখো তোমরা। রোটা ফিলম্‌স বাদ।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

জ্যাকবাসের কথা ভাবতে লাগল মাসুদ রানা।

আট

আবার নোট। দরজা খুলতে সামনেই সাদা একটা খাম দেখে তুলল মাসুদ রানা। দরজা লাগিয়ে আলো জ্বেলে দিল ও, খামের ভেতর থেকে বের করল ছোট্ট একটা চিরকুট। চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা, চিরকুটের বক্তব্য পড়ল।

> রানা,
> জরুরী প্রয়োজনে শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরেছি। তোমার সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। ইস্ট ফিফটি সেকেন্ড স্ট্রীটের সুজান'স-এ রাত বারোটায় অপেক্ষা করব আমি তোমার জন্যে। অবশ্যই এসো।
>
> লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।

এখনও চোখ কুঁচকে আছে রানার। বাইরে কোথায় গিয়েছিল ও? কেন? ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা, সময় নেই বেশি। সাড়ে এগারোটা বাজে। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও। বিছানায় ওঠার যে খায়েশ ছিল, আপাতত মুলতবি রাখতে হচ্ছে সেটা। এই প্রথম এত রাতে দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছে লেসলি, অতএব ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি কড়া রঙের নিয়ন আলোয় ঝলমল করছে সুজান'স। ভেতরে ঠাসা ভিড়। যেন সবে সন্ধে হলো। মেয়ে-পুরুষের কথা, হাসি আর গ্লাস ঠোকাঠুকির আওয়াজ শ্রবণ যন্ত্রকে পীড়া দেয় খুব। নির্ধারিত সময়ের দু'মিনিট আগে বারে পা রাখল মাসুদ রানা। বার কাউন্টারের কাছে আলোর

মাতামাতি কম দেখে সেদিকে এগোল ও। জায়গাটা মৃদু আলোয় আলোকিত। একটা টুলে বসল রানা। এখান থেকে বারের প্রবেশ পথ ও ডান্স ফ্লোর, দুটোর ওপর-ই নজর রাখা যায়।

উদ্দাম নৃত্য চলছে ফ্লোরে। পায়ের নিচের ফ্লোর ক্ষণে ক্ষণে রং বদলাচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, তার সঙ্গে মাথার ওপরের হেন-লাইট তেন- লাইট তো রয়েইছে। রঙের বন্যায় যেন ভাসছে সুজান'স বার। সিলিঙের অসংখ্য কনসিলড মাইক্রোফোন থেকে ভেসে আসছে মিউজিক। হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে ট্রে হাতে ছোটাছুটি করে পানীয় পরিবেশন করছে আধা-ন্যাংটো অল্প বয়সী ওয়েট্রেসরা।

কারও কাছে স্বপ্নের মত, কারও কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হবে সুজান'স-কে, ভাবল মাসুদ রানা, কে কি ভাবে গ্রহণ করবে, তার ওপর নির্ভর করে ব্যাপারটা।

বসে আছে রানা। প্রবেশ পথ আর ডান্স ফ্লোরে নেচে বেড়াচ্ছে নজর। ধৈর্য হারাতে শুরু করেছে একটু একটু করে। চিন্তাও বাড়ছে। সোয়া বারোটা পেরিয়ে গেছে, এখনও লেসলির দেখা নেই। একেবারে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল কে একজন। মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো মাসুদ রানার। ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল। না, লেসলি নয়। আবার দরজার দিকে ফিরল ও।

'লুকিং ফর সাম অ্যাকশন?' মুখ রানার কানের কাছে এনে বলল লোকটা।

প্রশ্নবোধক চোখে ঘুরে চাইল ও। শুনতে পায়নি। 'সরি?'

আবার বলল সে। তার কথার টান ব্রিটিশ। যদিও অল্প, তবুও মাসুদ রানার জন্যে ওটুকুই যথেষ্ট। সরাসরি লোকটার মুখের দিকে তাকাল ও এবার। নিশ্চিত হলো, আগে কখনও দেখেনি ও একে। কিন্তু কে ব্যাটা?

'না,' বলল রানা। 'একজনের অপেক্ষায় আছি।'

হাসল লোকটা। 'ও, আচ্ছা।' নড়ল না সে। ঠিক ওর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল বারে হেলান দিয়ে। বীয়ার গিলছে।

নিজের কাজে মন দিল মাসুদ রানা। ভেতরে ভেতরে পূর্ণ সচেতন লোকটার ব্যাপারে। কয়েক মুহূর্ত পর কাঁধে তার কনুইয়ের মৃদু খোঁচা খেলো রানা। বিরক্ত চোখে ঘুরে তাকাতে ফ্লোরের কাছে অপেক্ষমাণ কয়েকজন সঙ্গীহীন তরুণীকে দেখাল সে। 'অপেক্ষা করার কি দরকার? এখানেই তো কত আছে। যান না, বেছে নিয়ে লেগে পড়ুন কাজে। যার অপেক্ষায় আছেন, সে না এলে শেষ পর্যন্ত এ-কূল ও-কূল দু'কূলই যাবে আপনার।'

চোখ গরম করে তাকাল মাসুদ রানা। কড়া গলায় বলল, 'আমার কূল রক্ষার জন্যে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, মিস্টার! নিজের কাজ করুন, অল রাইট?'

চোখ বড় করে ওকে দেখল লোকটা কয়েক মুহূর্ত। মুখে হাসি ফুটিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে বলল, 'অল রাইট, স্যার! অল রাইট!' হাত নামাল সে। চুপ করে থাকল খানিক। তারপর আবার কথা বলে উঠল। 'আমি জানি আপনি কেন এসেছেন এখানে।'

পাত্তা দিল না মাসুদ রানা। ওর ধারণা এ নিশ্চই মেয়ের দালাল। ব্যবসার আশায় পিছু ছাড়তে চাইছে না। প্রবেশপথের দিকে তাকাল আবার রানা। নাহ, পাত্তা নেই লেসলির। এদিকে প্রায় সাড়ে বারোটা বাজতে চলল। আরেকটা

কনুইয়ের গুঁতো খেলো মাসুদ রানা। চড়াৎ করে রক্ত উঠে গেল মাথায়। এর একটা বিহিত না করলেই নয়। আসন ছাড়ল ও। ঘুরে লোকটার মুখোমুখি হলো।

'নাক-নকশা আস্ত নিয়ে বাড়ি ফেরার ইচ্ছে আছে?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রানা।

জবাবে আবারও হাসল লোকটা। 'আপনি মাসুদ রানা, ঠিক? এসেছেন আমার বন্ধু লেসলির সঙ্গে দেখা করতে, ঠিক?'

তাজ্জব হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল ও। কে এই লোক? কেমন বন্ধু লেসলির? যেমন-ই হোক, নিজে না এসে একে কেন পাঠাল সে? 'আপনি কে?'

'বললাম তো, লেসলির বন্ধু।'

'লেসলি কোথায়?'

'আছে। একটু ঝামেলা হয়ে গেছে।' বারের শেষ মাথার দুই চেয়ার বিশিষ্ট ছোট একটা টেবিল ইঙ্গিত করল সে। 'চলুন, ওখানে বসে কথা বলি।' ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। 'খুব জরুরী।'

লোকটাকে বিশ্বাস করবে না অবিশ্বাস করবে, বুঝে উঠতে পারল না মাসুদ রানা। তবে ভাব চক্করে তাকে বেশ আস্থাশীল মনে হচ্ছে। হয়তো সত্যিই…ভাবতে ভাবতে এগোল ও। মুখোমুখি বসল দু'জন। সতর্ক চোখে লোকটাকে দেখছে রানা। 'বলুন।'

'বলছি।' সিগারেট ধরাল সে। 'এত ব্যস্ত হলে চলে?'

'বাজে কথা রাখুন! কি বলার আছে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। সারারাত এখানে বসে থাকতে আসিনি আমি।'

'দুঃখিত। আমি আসলে…'

টেবিলের ওপর দুটো ছায়া পড়ল। ঝট করে মুখ তুলল মাসুদ রানা, এবং চমকে উঠল। দু'জন এসে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে, দু'জনেই পরিচিত। ফাঁদটা চিনে ফেলল রানা। বুঝল, আসলে লেসলি নয়, লেসলির হাতের লেখা জাল করে এরাই রেখে এসেছিল নোটটা। দ্রুত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল মাসুদ রানা, কিন্তু দু'দিক থেকে দু'জোড়া হাত ঠেসে রাখল ওকে চেয়ারের সাথে। দু'দিক থেকে দুটো পা জুতোসহ মাড়িয়ে ধরল ওর পা, সর্বশক্তি ব্যয় করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না রানা।

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে এল হান্টার রজার্স। 'শান্ত হোন, মিস্টার। নিজের বিপদ আর বাড়াবেন না দয়া করে।'

পরমুহূর্তে ওপাশে দাঁড়ানো জোনাথন গ্রোভার রুমাল ঠেসে ধরল রানার নাকে। মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে গেল, ঝাঁকি মেরে মাথা পিছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ও, বাঁ হাতে চাঁদির চুল মুঠো করে ধরে সে প্রচেষ্টাও বানচাল করে দিল হান্টার। কাজের কাজ কিছুই করতে পারল না রানা। সুযোগই পেল না। দম বন্ধ করে রাখতে চাইল, সেটাও ব্যর্থ হলো। প্রথমজন ঝুঁকে পড়ে মাঝারি এক ঘুসি চালাল ওর বুকে, ভুশ করে বেরিয়ে গেল ভেতরের সব বাতাস। দু'বার কেশে উঠল মাসুদ রানা, দম নিতে বাধ্য হলো প্রকৃতির তাগিদে।

ঝিম ঝিম করে উঠল মাথার মধ্যে। চোখের সামনে অস্পষ্ট হয়ে আসতে শুরু করেছে বার। প্রথমজন নিজের হ্যাটটা চাপিয়ে দিল ওর মাথায়। বাধা দেয়ার

ক্ষমতা ততক্ষণে ছেড়ে গেছে রানাকে। শিথিল হয়ে পড়েছে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ভীষণ দুর্বল বোধ হচ্ছে। নিজের পা জোড়া যেন আর কারও, মনে হলো রানার, হাত দুটোও। এবং রক্তমাংসের নয়, রাবারের তৈরি।

দৃষ্টিশক্তির সাথে পাল্লা দিয়ে শ্রবণশক্তিও কমে আসছে মাসুদ রানার। শব্দ বা আলোর অত্যাচার, দুটোকেই এখন বড়ই মধুর মনে হচ্ছে। চমৎকার ঘুম ঘুম একটা ভাব অনুভব হচ্ছে। বাহ্, কী মজা!

প্রায় অজ্ঞান রানাকে টেনে দাঁড় করানো হলো নিজের পায়ে, হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল হান্টার ও গ্রোভার। রাবারের পা দুটো কাজ করছে না ঠিকমত। একবার এদিক যায় একবার ওদিক যায়। মাথা ঝুঁকে আছে রানার নিচের দিকে। হাঁটার ছন্দে দুলছে ডানে-বাঁয়ে। স্বাধীন হয়ে গেছে যেন মাথাটা, ঘাড়-গলার শাসন মানতে চাইছে না। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা সুজান'স-এর দূষিত বাতাস থেকে বাইরের মুক্ত, ঠাণ্ডা বাতাসে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে, টের পেল মাসুদ রানা। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাকিয়ে দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ জাগল না ভেতরে।

'না হে, আর থাকা গেল না,' কারও উদ্দেশে হান্টারকে বলতে শুনল মাসুদ রানা। 'বন্ধু বড় বেশি গিলে ফেলেছে এর মধ্যেই। যা-তা অবস্থা একেবারে।'

অনেক, অ-নে-ক দূরে কে যেন হেসে উঠল। কথা বলার চেষ্টা করল রানা, স্বর ফুটল না ঠিকমত। গলা দিয়ে যা বেরুল, শোনাল কোলা ব্যাঙের বেসুরো ডাকের মত।

আবার হাসি।

ওদিকে দূর থেকে পুরোটা ঘটনা অবলোকন করল পুলিস ডিটেকটিভ ম্যাকগোয়ান। মাসুদ রানাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে সে। ভিড়ের ভেতর সুবিধে হবে না বুঝে বাথরুমের দিকে ছুটল সে, ওয়াকি-টকির সাহায্যে সাশাদকে ঘটনা জানাবে। জায়গামত পৌঁছে সেটটা মুখের সামনে তুলল ম্যাকগোয়ান, পরমুহূর্তে ঘাড়ে ঠাণ্ডা কিছু একটার স্পর্শ পেয়ে জমে গেল সে।

পিছন থেকে একটা হাত এগিয়ে এসে সেটটা কেড়ে নিল তার হাত থেকে। পরক্ষণে মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারাল ম্যাকগোয়ান। তার পতনোন্মুখ দেহটা চট করে পিছন থেকে ধরে ফেলল গ্রোভার। রানাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সে আর প্রথমজন ফিরে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। গতকাল থেকে মাসুদ রানার ফ্ল্যাট এবং অফিসের ওপর নজর রাখছিল সে আর হান্টার। ম্যাকগোয়ানকে আজ-ই গ্রোভার স্পট করেছে, ওর বাসার কাছে অহেতুক ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি নিয়ে বসে থাকতে দেখে।

দু'জনে ধরাধরি করে বাঁ দিকের এক সারি কিউবিকল-এর কাছে নিয়ে এল তারা অজ্ঞান গোয়েন্দাকে। বসিয়ে দিল একটা কমোডে। তারপর ওয়্যারলেস সেটটা তার কোটের সাইড পকেটে রেখে দরজা টেনে দিয়ে সটকে পড়ল দ্রুত। ম্যাকগোয়ান তখন ঘুমাচ্ছে থুতনি বুকে ঠেকিয়ে। অল্প অল্প নাকও ডাকছে তার।

কয়েকটা কণ্ঠস্বর। ভেসে আসছে দূর থেকে। কি যেন বলছে কারা। একটু একটু

করে এগিয়ে আসছে কণ্ঠগুলো।

পাশ ফিরল মাসুদ রানা। আড়মোড়া ভাঙল। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে, পরিবর্তনটা টের পাচ্ছে ও, যদিও সচেতনভাবে নয়। আবার নড়ে উঠল রানা। চিৎ হয়ে শুলো। চোখ মেলল, তাকিয়ে থাকল সিলিঙের দিকে। চাউনি অন্তঃসারশূন্য।

ওর ডানদিকে একটা ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড ঝোলানো জানালা। ঘরের ভেতর সূর্যের আলো আসছে ব্লাইন্ডের ফাঁক গলে। মাথা সামান্য তুলল মাসুদ রানা। বোঝার চেষ্টা করছে সকালের সূর্য না বিকেলের? জবাবটা পাওয়া গেল না। একটা নির্জন রাস্তা, রাস্তার পাশে কাঠের একটা বেঞ্চ এবং কয়েকটা ন্যাড়া গাছ দেখতে পেল রানা জানালার ওপাশে।

পাশের ঘর থেকে আবার কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। কয়েকজন কথা বলছে। সব ক'টা পুরুষ কণ্ঠ। কয়েকটা কণ্ঠ কথা বলছে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে, একটা কেবল আমেরিকান অ্যাকসেন্টে। আস্তে করে উঠে বসল রানা। সাথে সাথে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল, আচমকা সাজ্ঘাতিক যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে মাথায়। চার আঙুলে কপালের দুই পাশ টিপে ধরল। ক্রমেই বাড়ছে ব্যথা। আবার শুয়ে পড়ল ও।

কোথায় আছি আমি? ভাবছে মাসুদ রানা। এটা তো আমার বেডরুম নয়, তাহলে? এখানে এলাম কি করে আমি? এ কার ঘর?

কি যেন মনে পড়ব পড়ব করছে, ভেবে পাচ্ছে না ও সেটা কি হতে পারে। ঘটনাটা প্রায় হঠাৎ করেই মনে পড়ল ওর। লেসলির চিঠি…সুজান'স…তারপর সেই লোকটা… তারপর…তারপর। মনে পড়ল সব। কি ভাবে এখানে এসেছে রানা, সেটাও বুঝে ফেলল। আবছাভাবে মনে পড়ছে, কয়েকজন মিলে একটা গাড়িতে তুলে দিয়েছিল ওকে কাল রাতে। কাল রাতে? নাকি পরশু রাতে? সে যাই হোক, এটা কোন জায়গা?

বেশ কয়েক মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকল মাসুদ রানা। উঠে দাঁড়াবার, হাঁটার শক্তি সঞ্চয় করছে। জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখে বুঝতে চায় কোথায় আছে ও। আবার ও ঘরে কথা শোনা গেল। অ্যাকসেন্ট বোঝা যায় ঠিকই, কিন্তু কে কি বলছে বুঝতে পারছে না।

বিছানা থেকে পা নামিয়ে দিল মাসুদ রানা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। টলে উঠে আপনা থেকেই এক পা এগিয়ে গেল ও। হঠাৎ করে চোখের সামনে আঁধার হয়ে গেছে সবকিছু। চোখ মেলে রেখেও কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মাতালের মত দু'পা এগিয়ে গেল ও, অন্ধের মত হাত বাড়াল খাটের বেডপোস্ট ধরে পতন ঠেকানোর জন্যে, কিন্তু পারল না। একটা কাঠের চেয়ার নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা, কেঁপে উঠল ঘরদোর। পড়েছে ঠিকই, তবে জ্ঞান হারায়নি।

পতনের আওয়াজে পাশের ঘরে কথাবার্তা থেমে গেল। দড়াম করে খুলে গেল দুই রুমের মাঝের দরজাটা। মুখে-বুকে ঘন কালো বন-জঙ্গল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হান্টার রজার্স। রানাকে এক পলক দেখল সে। তারপর নিজের পিছনে তাকাল।

'ঘুম ভেঙেছে ওর,' বলল সে।

কিছু বলতে চাইল রানা, স্বর ফুটল না। মাথার মধ্যে চক্কর খাচ্ছে ঘিলু, চোখের সামনে বন বন করে ঘুরছে সবকিছু। মুখ দিয়ে ঠেলে উঠে আসছে টক স্বাদের পানি। মাঝের দরজায় আরও কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শুনে চোখ ভরা পানি নিয়ে ঘুরে তাকাল রানা। তিন জোড়া পা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। প্রথম জোড়া হান্টারের, তার পরের জোড়া গ্রোভারের।

শেষের পা জোড়ার মালিকের ওপর থমকে গেল মাসুদ রানার দৃষ্টি। মানুষটা বয়স্ক, দীর্ঘদেহী, ঋজু। মুখে চুরুট। ঝাপসা চোখে দেখছে ও লোকটাকে। গাঢ় রঙের দামী সেভিল রো সুট পরে আছে সে। গম্ভীর। প্রথম দু'জনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে এল লোকটা। ঝুঁকে মাসুদ রানার চোখের দিকে তাকাল। চেহারাটা পরিচিত।

'হোয়াইটসাইড!' বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল রানা। থুতনি মেঝে স্পর্শ করল ওর। মাথা তুলে রাখতে পারছে না।

'হ্যাঁ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল প্রাক্তন ব্রিটিশ এম. আই-সিক্স-এর ট্রেজারি সেকশন প্রধান পিটার হোয়াইটসাইড। 'হ্যাঁ, আমি।' নিথর মাসুদ রানাকে দেখল সে কিছুক্ষণ। মুখ তুলে হান্টার আর গ্রোভারের দিকে তাকাল। 'করেছ কি! জলদি সুস্থ করে তোলো একে!' তীক্ষ্ণ গলায় নির্দেশ দিল সে। 'মুভ!'

দু'জোড়া পায়ের শব্দ শুনল রানা, দেহে কয়েকটা হাতের স্পর্শ অনুভব করল। টেনে বসানো হলো ওকে, ঝাঁকি দেয়া হলো কয়েকটা। এর এক মুহূর্ত পর খেয়াল করল, দাঁড়িয়ে আছে সে। কেউ একজন কানের কাছে মুখ এনে নড়াচড়া করতে বা বাধা দিতে নিষেধ করল। প্রয়োজন ছিল না, কারণ দেহে শক্তি একেবারেই নেই ওর। শুধু জাঙিয়া বাদে আর সব খুলে ফেলা হলো রানার। ঠেলে পাশের রুম সংলগ্ন বাথরুমে এনে ঢোকানো হলো। পরক্ষণে মাথার ওপর ঠাণ্ডা পানির শাওয়ার খুলে দিল কেউ একজন।

আচমকা পানিতে পড়া কুকুরের মত শিউরে উঠে গা ঝাড়া দিল মাসুদ রানা। সরে আসতে চাইল, কিন্তু পারল না। ঠেসে ধরে রেখেছে ওকে হান্টার ও গ্রোভার।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর। একটা নরম সোফায় বসে আছে মাসুদ রানা। মাথায় ব্যথার আভাস পর্যন্ত নেই। দেহের শক্তিও প্রায় সবটুকুই ফিরে পেয়েছে ও এর মধ্যে। ঠিক শহর নয় এ জায়গাটা, আরেক জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে অন্তত এটুকু বুঝে গেছে রানা। হয়তো শহরের কাছের কোন গ্রাম হবে এটা। যে বাড়িতে রয়েছে ও এখন, সেটাকে একটা গ্রাম্য বাড়ি বলেই মনে হচ্ছে।

আগুনের মত গরম কালো কফিতে চুমুক দিল রানা। ওর ডানে বসেছে হান্টার, বাঁয়ে গ্রোভার। আর মুখোমুখি একটা আর্মচেয়ারে হোয়াইটসাইড।

'আপনার এই পরিণতির জন্যে আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা,' বলল বৃদ্ধ। 'কিন্তু শুনেছি এর জন্যে আপনিই আসলে দায়ী। আপনিই বাধ্য করেছেন এদের কঠোর হতে।' রানার চোখে চোখ রাখল বৃদ্ধ। 'সেদিন পালিয়ে গেলেন। কাল আবার হান্টারের সঙ্গে বেশ কোস্তাকুস্তিও করেছেন। আপসে এলে এসবের কোন দরকার হত না।'

নাক টানল হোয়াইটসাইড। 'বড্ড ত্যাড়া মানুষ আপনি। সময় থাকতে পথে আসতে চান না। ব্যাড। ভেরি ব্যাড।'

এক চুমুক কফি গিলে বসে আছে মাসুদ রানা। চেহারা ত্যাড়া হয়ে গেছে। এটা কফি না ব্যাটারির অ্যাসিড ভেবে পাচ্ছে না। তা-ও হয়তো এতটা বাজে লাগত না।

'কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে?' প্রশ্ন করল ও।

'নিরাপদ জায়গায়,' বলল হোয়াইটসাইড। 'বেশ নিরাপদ জায়গা এটা, অন্তত আপনার জন্যে।'

'নিরাপদ?' কাপটা সেন্টার টেবিলে রেখে দিল মাসুদ রানা। হান্টার ও গ্রোভারকে ইঙ্গিত করল, 'এই দুই বনমানুষ সাথে থাকলে দুনিয়ার কোন জায়গা...'

ঘোঁৎ করে উঠল হান্টার।

অমায়িক হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'ভুল। হান্টারের মত ভদ্র, নির্বিরোধী মানুষ খুব কমই হয়। আপনিই বরং তাকে...সে যাক। সে রাতে আপনার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে বেশ কষ্ট পেয়েছে হান্টার। মুখে অবশ্য বলেনি, কিন্তু আমি টের পাই। ছাত্র জীবন থেকেই ও একজন কৃতি অ্যাথলেট। কয়েক বছর আগেও ইংল্যান্ডের নাম করা এক ফুটবল টীমের মিডফিল্ডার ছিল। কি নাম ছিল যেন তোমার টীমের, হান্টার? আরসেনাল, না সান্ডারল্যান্ড?'

'সাউদাম্পটন, স্যার,' গর্বের সাথে বলল দাড়িওয়ালা।

'ওই হলো!' আবার নাক টানল বৃদ্ধ।

'ডিফেন্ডার হিসেবেও কিছুদিন খেলেছে ও,' বলল জোনাথন গ্রোভার উত্তর ইংল্যান্ডের অ্যাকসেন্টে। 'নিউ ক্যাসল আর লীডস ইউনাইটেডের হয়ে।'

'বোঝেন তাহলে!' রানার উদ্দেশে চোখ পাকাল হোয়াইটসাইড। 'এমন এক অ্যাথলেট দৌড়ে পরাজিত হলো, মনে মনে দুঃখ পেলে দোষ দেয়া যায়? তারওপর আপনার গত রাতের অসহযোগিতা। সব মিলিয়ে...হয়তো খুব একটা ভাল ব্যবহার করেনি সে আপনার সাথে কাল। তবে আমি বলব এ জন্যে আপনিই দায়ী। অতএব, অন্তত হান্টারের ব্যাপারে আর একটু উদার করুন আপনার মনোভাব।'

দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল রানার। 'বন্ধ করুন আপনার প্যাচাল। আমাকে কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তাই বলুন।'

'সরি।' কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। 'আপনি বুঝতে পারছেন না—কেন?'

'না।'

'আমরা কেন ছুটে এসেছি ইংল্যান্ড থেকে, তা-ও বুঝতে পারছেন না?'

'না।'

'অবাক করলেন!' সত্যিই বিস্মিত মনে হলো বৃদ্ধকে। 'এতদিন ভেবে এসেছি আপনি খুব চালাক চতুর মানুষ। পিছলে পিছলে চলেন। এখন দেখছি...'

'কেন এসেছেন আপনারা?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'জোনাথন গ্রোভারকে সর্বশেষ যে প্রশ্নটি করেছিলেন, অথচ জবাব পাননি, সে বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করতে। আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

আর আমাদের একটা প্রশ্নের উত্তর জানাবেন, অ্যাকচুয়ালি। জেনে তবে জানাবেন আর কি!' নতুন একটা ক্যানারি আইল্যান্ড চুরুট ধরাল হোয়াইটসাইড।

'বুঝলাম না।'

'ট্র্যাশ কালেকশন কি জানতে চাইছিলেন না? সেটার কথাই বলছি। আর রিক্রুটিং সার্জেন্ট। ওটাও আছে আমাদের আলোচ্যসূচিতে।'

একে একে তিনজনকেই দেখল মাসুদ রানা। চোখে সন্দেহ। 'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'ওয়েল দেন,' নিচু গলায় বলল বৃদ্ধ। 'এটাই আপনার সবকিছু বোঝার-শেখার উপযুক্ত সময় তাহলে। বুঝে নিন, শিখে নিন। বিনিময়ে আমাদের ছোট্ট একটা উপকার করে দিন।'

'কিসের উপকার?'

'উঁহুঁ! ওটা পরের বিষয়। আগের কাজ আগে।' জোনাথন গ্রোভারের দিকে ফিরল হোয়াইটসাইড। 'শুরু করো। কোন্ বছর, ট্র্যাশ কালেকশনে নেমেছিলে তুমি?' বলে হেলান দিয়ে বসল লোকটা।

'১৯৩৮ সালে।'

'বিস্তারিত শোনাও আমাদের গোয়েন্দা বন্ধুকে। কয়েকটা বিস্তারিত ঘটনা অন্তত বলো।'

রানার দিকে ফিরল জোনাথন গ্রোভার। চাউনি অনিশ্চিত। বিস্ময় ফুটব ফুটব করছে চোখের তারায়। 'আপনি সত্যিই কিছু জানেন না ট্র্যাশ কালেকশনের ব্যাপারে?'

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না রানা। তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে।

'ওয়েল,' কাঁধ ঝাঁকাল গ্রোভার। 'আমরা ভেবেছি স্যান্ডলার প্রোপারটির সমস্ত দলিল তুলে দেয়ার সময় ড্যানিয়েলস এসব নিয়ে কথা বলেছে আপনার সঙ্গে।' বোধহয় বেখেয়ালেই হবে, আবার আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলতে শুরু করেছে লোকটা। একদম খাঁটি নিউ ইয়র্কের অ্যাকসেন্টে।

'আমার কাজ ছিল আক্ষরিক অর্থেই আবর্জনা সংগ্রহ এবং তা সরিয়ে ফেলা। সাধারণ বর্জ্য নয় অবশ্য। মানুষ বর্জ্য।'

'কি!'

চোখ মেলল হোয়াইটসাইড। 'প্রথম থেকে, গ্রোভার। সংক্ষেপে অবশ্যই। তবে শুরু থেকে হলে বুঝতে সুবিধে হবে এর।'

হান্টারও হেলান দিল নিজের চেয়ারে। দুই ভীম বাহু প্রশস্ত বুকের ওপর ভাঁজ করে বসে আছে আধবোজা চোখে। জানা কাহিনী শোনায় আগ্রহ নেই বিশেষ। দু'পা আর পিঠের চাপে চেয়ারের সামনের দুই পায়া শূন্যে তুলে ফেলছে সে থেকে থেকে, মেঝেতে পড়ে ঠুক ঠুক মৃদু আওয়াজ তুলছে ও দুটো। পালা করে ঘরের অন্য তিনজনের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে হান্টারের দৃষ্টি।

'আপনি জানেন,' রানার উদ্দেশে বলল গ্রোভার, 'কি কাজে বিশেষজ্ঞ ছিলাম আমি। তো, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯, পরপর এই দুই বছর বেশ কয়েকটা মামলায় জড়িয়ে পড়লাম ওই করতে গিয়ে।'

বাধা দিল হোয়াইটসাইড। 'খুব ওস্তাদ জালিয়াত ছিল গ্রোভার।'

'আমি তার ক্রিমিনাল ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানি ভাল করেই,' রসকষহীন কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তার সঙ্গে ট্র্যাশের কি সম্পর্ক সেটা বলুন।' শেষ বাক্যটা গ্রোভারের দিকে তাকিয়ে বলল ও।

'ঠিক আছে। ১৯৪০ সালে, আগেরগুলোর চাইতেও অনেক শক্ত কেসে ফেলে দিল আমাকে মার্কিন সরকার। কয়েকটা ক্লাসিফায়েড সই জাল করেছিলাম। কিন্তু পরে ফাঁস হয়ে গেল তা কি করে যেন। এক সেট ট্রেজারি বিলে সইগুলো করেছিলাম।'

'এর সঙ্গে আর্থারের কোন সম্পর্ক ছিল?' প্রশ্ন করল রানা।

হাসল গ্রোভার। যেন বাহবা জানাল ওকে। 'হ্যাঁ, ছিল।' হোয়াইটসাইডের দিকে এক পলক তাকাল লোকটা। 'ছিল। আপনি জানেন আমি ছিলাম সই জালকারী, এনগ্রেভার নয়। বুঝলেন কিছু?'

নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল গ্রোভারের দিকে। কিছু একটা যেন অনুমান করার চেষ্টা করছে। 'স্যান্ডলার ছিল এনগ্রেভার।'

'হ্যাঁ, তাই। পৃথিবীতে কোনও কালেও এতবড় এনগ্রেভার আর জন্মায়নি। ভবিষ্যতে কখনও জন্মাবে বলেও আমি মনে করি না। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পেলে আরেকটা অরিজিনাল ক্লিওপেট্রার নিডল এনগ্রেভ করে দিতে পারবে স্যান্ডলার। ওটা যার নামে, সেই ক্লিওপেট্রাকে পর্যন্ত এনগ্রেভ করার ক্ষমতা আছে তার। দুটোর একটাকেও নকল বলার উপায় থাকবে না কারও। এতবড় ওস্তাদ এনগ্রেভার ছিল আর্থার স্যান্ডলার।'

'বলে যান। ট্রেজারি বিলগুলো জাল ছিল, এই তো?'

'ঠিক ধরেছেন। ওগুলো আমি জাল করেছি, এই অভিযোগে আমাকে গ্রেফতার করা হলো। এমনভাবে ফেঁসে গিয়েছিলাম, সেবার সত্যিই রেহাই পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। কম করেও বিশ বছর ঘানি টানার জন্যে ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছি আমি, এই সময় সরকার একটা প্রস্তাব দিল আমাকে। তাতে যদি রাজি হই, বলা হলো ছেড়ে দেয়া হবে আমাকে।

'আমাকে জানানো হলো দেশে-বিদেশে প্রচুর ট্র্যাশ আছে, ওগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে আমাকে। সরকার জানে আমি ইটালিয়ান, ওই ভাষায় কথা বলতে পারি নেটিভ ইটালিয়ানদের মত। সেই সাথে ইংরেজি তো আছেই। আমি রাজি হলে ওদের সুবিধে, সহজে কেউ বুঝতে পারবে না আমি আমেরিকানদের হয়ে কাজ করছি। এসব ট্র্যাশ ছিল আসলে মানুষ। ভিনদেশী স্পাই, কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে।

'কাজটা না করে উপায় নেই। অতএব রাজি হয়ে গেলাম আমি। সরকার আর আমার মধ্যে মৌখিক চুক্তি হলো। এবং কাজে লেগে পড়লাম।'

'এবং দেশপ্রেমিক বনে গেলেন,' মুখ বাঁকাল মাসুদ রানা।

'ঠিক। একদম ঠিক। যে দেশের কাজ করে, সে-ই তো দেশ-প্রেমিক, তাই না?'

'আর আপনাদের মত দেশপ্রেমিকদের রিক্রুটিং এজেন্ট ছিলেন উইলিয়াম

ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস? একজন অ্যাটর্নি?'

'এগজ্যাক্টলি!' হেসে উঠল জোনাথন গ্রোভার। 'স্মোক করলে কিছু মনে করবেন আপনি?' নির্দিষ্টভাবে কাউকে করেনি সে প্রশ্নটা, জবাবের জন্যে অপেক্ষাও করেনি। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লেগে গেছে।

'কতজনকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয় আপনাকে?' মাসুদ রানাও সিগারেট ধরাল।

'চারজনকে।' নাকের ডগা চুলকাল সে। 'তবে শেষ পর্যন্ত তিনজনকে কালেক্ট করে রেহাই পেয়ে যাই। প্রাথমিক পর্যায়ে আর কি। একজনকে এই শহরে হত্যা করি আমি। দ্বিতীয়জনকে ফিলাডেলফিয়ায়। তারপর ক্যালাব্রিয়ায়, ১৯৪৪ সালে।'

চতুর্থজনের ব্যাপারটা ভাবল মাসুদ রানা। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, এই সময় কথা বলে উঠল পিটার হোয়াইটসাইড। 'এবার নিশ্চই বুঝেছেন ট্র্যাশ কালেকশন কথাটার অর্থ? এবং জোনাথন গ্রোভার কি ছিল?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ। কিন্তু আরও কিছু বলা বোধহয় বাকি রয়ে গেছে। এটুকুই নিশ্চই সব নয়?'

'অবশ্যই আছে,' হাসল হোয়াইটসাইড। 'কিছু নয়, অনেক আছে। সবে তো শুরু হলো কেচ্ছা। ধীরে ধীরে সবই জানবেন। এ তো শুধুই জোনাথন গ্রোভারের উপাখ্যান নয়। এর সঙ্গে আমাদের মহান এনগ্রেভার বন্ধু আর্থার স্যান্ডলার আছে, আছে আরও একজন...।' নাটুকে ভঙ্গিতে থেমে গেল বৃদ্ধ। দু'হাত চিত করে এমন এক ভ্রূভঙ্গি করল, যেন বলতে চায় 'বলুন তো কে সে'?

'উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।'

হান্টার আর গ্রোভার মাথা ঝাঁকাল এক যোগে।

'হ্যাঁ, তাই।' নিভে যাওয়া চুরুট ধরাল বৃদ্ধ। 'দা গ্রেট গ্রেট রিক্রুটিং সার্জেন্ট, উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস। এবার খানিকটা আমার মুখ থেকে শুনুন। ক্যালাব্রিয়ায় তৃতীয় কালেকশন শেষ হলে গ্রোভারকে স্থানীয় পার্টিজান মুভমেন্ট তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে গেল। ওখানে এক জার্মান কাউন্টার স্পাইকে হত্যা করে সে। যাই হোক, সাগর ও রেলপথে বিশেষ ব্যবস্থায় জিব্রাল্টারে নিয়ে এল তারা গ্রোভারকে। সেখানে ওকে সমর্পণ করা হয় লিস্টার গ্রেগরি নামে একজনের কাছে।

'গ্রেগরি ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। কখন জার্মানি আক্রমণ করে বসে জিব্রাল্টার, সেই আশঙ্কায় আগে থেকেই আমাদের বাহিনী মোতায়েন ছিল ওখানে। আফটার অল, কার্যক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকলেও ফ্র্যাঙ্কো ছিল আমাদের, আই মীন, ব্রিটেনের সমর্থক। আমাদের সেনা মোতায়েনকে স্বাগত জানিয়েছিল সে। যা বলছিলাম, গ্রেগরি এম আই-সিক্স-এর একজন টপ এজেন্টও ছিল।

'অ্যাংলো-আমেরিকান যৌথ ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের রিপোর্টের সুবাদে গ্রেগরি আগেই গ্রোভার সম্পর্কে জানত। তার অ্যাসাইনমেন্ট, তার রেপুটেশন, আসল নাম ইত্যাদি হেন-তেন সব কিছুই জানত গ্রেগরি। লন্ডনের গোপন নির্দেশে গ্রোভারকে নতুন একটা কাজের প্রস্তাব দিল ক্যাপ্টেন গ্রেগরি। এ জন্যে প্রচুর অর্থ দেয়া হলো তাকে। খুশি মনে কাজটা নিল জোনাথন গ্রোভার।'

লোকটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। এই অপেক্ষাতেই যেন ছিল গ্রোভার, ওর সাথে চোখাচোখি হতেই মাথা দোলাল। হোয়াইট-সাইডের বক্তব্যের সমর্থনে।

'ওটা ছিল আমেরিকায় বসে ব্রিটিশদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সময়মত সে সব লন্ডনে ডেসপ্যাচ করা।'

'স্পাইং,' মন্তব্য করল রানা।

মুখ বিকৃত করল বৃদ্ধ। 'স্পাই কথাটা কেমন যেন শোনায়, মিস্টার মাসুদ রানা। তার চেয়ে "চোখ এবং কান" অনেক ভদ্রোচিত মনে হয়। গ্রোভার ছিলও আসলে তাই। আমেরিকার মাটিতে একজন বিট্রিশ অপারেটিভ, "আই অ্যান্ড ইয়ার"। আমাদের অসৎ কোন উদ্দেশ্য ছিল না এর পিছনে। আমরা পরস্পরের বন্ধু ছিলাম। এখনও আছি। গ্রোভারকে দায়িত্ব দেয়া হয় ব্রিটিশ সরকারের আগ্রহ জন্মাতে পারে, তার স্বার্থে কাজে লাগানো যেতে পারে, তেমন সংবাদ-ই কেবল ডেসপ্যাচ করতে। আমেরিকার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি ধরনের কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি তাকে।'

'তারপর?'

'তারপর,' নড়েচড়ে বসল হোয়াইটসাইড। 'এই পর্যায়ে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নজর রাখতে হবে আপনাকে। এক, ডি সেপিটো ওরফে জোনাথন গ্রোভার ছিল আমেরিকান "ট্র্যাশ কালেক্টর", এবং প্রায় একই সময়ে একজন ব্রিটিশ লো-প্রোফাইলড "আই অ্যান্ড ইয়ার"। এবং দুই,' তর্জনী আর মধ্যমা তুলল বৃদ্ধ। 'আপনি নিজেই আবিষ্কার করেছেন, সমসাময়িক বছরগুলোতে আর্থার স্যান্ডলারের সাথে বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল গ্রোভারের। একজন জাল ট্রেজারি বিল এনগ্রেভ করত, অন্যজন তাতে জাল সই করে টাকা ওঠাত।'

'দুই রিক্রুটেড এজেন্ট।'

'ইয়েস,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল হোয়াইটসাইড। 'এখন আমরা জানি ওরা দু'জন কি ছিল। এ-ও জানি কে ওদের "রিক্রুট" করে। রাইট?'

'হ্যাঁ,' বলল মাসুদ রানা।

'বিশেষ এক ধরনের লোককে বলা হত "রিক্রুটিং সার্জেন্ট"। যারা বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যোগদানের নির্দেশকে ভয় পেয়ে বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করত। অবশ্য যাদের সে ধরনের সুযোগ ছিল, তারাই আর কি। ভীতু ছিল তারা, কাপুরুষ ছিল। যুদ্ধকে যমের মত ভয় করত। তাদেরই একজন ছিল ড্যানিয়েলস। সুযোগ ছিল তার। কিছু লোককে দেশের হয়ে কাজ করতে ছলে-বলে বাধ্য করে সে, এবং সরকারকে খুশি করে যুদ্ধে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

'ক্রিমিনাল লইয়ার হিসেবে দেশের পয়সাওয়ালা ক্রিমিনালদের প্রায় সবার সাথে যোগাযোগ ছিল ড্যানিয়েলসের। বিশেষ করে স্যান্ডলার-গ্রোভারদের মত সম্মানিত ক্রিমিনালদের সমাজে সে ছিল ত্রাণকর্তার মত। আরেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মকর্তা, ফেডারেল প্রসিকিউটর আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিসের সাথেও যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল তার। সেই লোকের মাধ্যমে স্যান্ডলার-গ্রোভারকে সামনে ঠেলে দেয়ার আয়োজন পাকা করে ড্যানিয়েলস। ইনজিনিয়াস, রিয়েলি।

'ওদের ফেডারেল প্রিজন এড়ানোর কোন পথ ছিল না। নিজ মক্কেলদের ভবিষ্যৎ খুব ভালই জানত ড্যানিয়েলস, অতএব দেশপ্রেমিক হওয়ার পরামর্শ দিল সে ওদের। নাকের সামনে মূলা ঝুলিয়ে—হয় রাজি হও, নয় জেলে যাও। অবশ্য নিজে দেয়নি। ম্যাকফেড্রিসকে দিয়ে প্রস্তাব দেয়াল সে ওদের দু'জনকে, আগে থেকে প্রস্তুত নাটকের মঞ্চে। রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না স্যান্ডলার-গ্রোভারের ক্রিমিনালরা বেঁচে গেল জেল-জরিমানা থেকে, ড্যানিয়েলস রেহাই পেল যুদ্ধে যাওয়ার হাত থেকে, আর সরকারও খুশি হলো দারুণ দুই ওস্তাদ স্পাই পেয়ে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। অন্যরাও কেউ নীরবতা ভঙ্গ করল না। সবাই ডুবে আছে যে যার চিন্তায়। ড্যানিয়েলসের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে রানার বার বার। দলিলগুলো গচ্ছিত রাখার প্রস্তাব ও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করার পর দীর্ঘসময় করুণ মুখে বসে ছিল বৃদ্ধ অ্যাটর্নি। বিড় বিড় করে বলেছিল, 'সারা জীবন পাপ করেছি আমি। মহাপাপ করেছি। আশা করেছিলাম, মৃত্যুর আগে অন্তত একটা ভাল কাজ করেছি, এই সান্ত্বনা নিয়ে চোখ বুজব। তা বোধহয় আর হলো না।'

বৃদ্ধের মন্তব্য, করুণ চেহারা দেখে খুব খারাপ লেগেছিল ওর। জটিল এক আইনগত বিষয়ে অতীতে তার সাহায্য অনেক বড় ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল মাসুদ রানাকে। সে কথা ভেবে, মৃত্যু পথযাত্রী একজন মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্যেই দায়িত্বটা নিয়েছিল ও। তখন কে জানত ওর মধ্যে এত ঝামেলার বীজ বোনা ছিল?

'জেঙ্গার জানত এসব?' প্রশ্ন করল রানা।

হেসে উঠল হোয়াইটসাইড। 'জানত না মানে? খুব ভাল জানত। সে-ও একই কম্ম করেছে ওই সময়ে। যদিও ড্যানিয়েলসের মত সাফল্য দেখাতে পারেনি।'

আবার ভাবতে বসল মাসুদ রানা। গ্রোভার-হোয়াইটসাইডের মুখে শোনা কাহিনীর কোথাও কোন ফাঁক আছে কি না খুঁজছে। এমন একটা ফাঁক, যাতে অবিশ্বাস জন্মে ওর। এ সব মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারে ও। কিন্তু পেল না খুঁজে রানা। যে শূন্য স্থানগুলো ছিল, হোয়াইটসাইড-গ্রোভার পূরণ করে দিয়েছে তার অনেকগুলো। নিখুঁতভাবে। তবু, আরেকটু বাজিয়ে দেখা দরকার।

'আপনি আসল পিটার হোয়াইটসাইড কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার,' বলল মাসুদ রানা। 'আমার জানামতে ১৯৮১ সালের জুন মাসে মৃত্যু হয়েছে তার।'

কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বৃদ্ধ। ভুরু নাচাল। '১৪ জুনের কারাকাস-মায়ামি অ্যাভিয়াঙ্কা ফ্লাইট বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে?' হাসল লোকটা। 'বুঝতে পারছি। স্যান্ডলারের মেয়ে বলে নিজেকে দাবি করছে যে ইমপোস্টার, সে আপনার মাথাটা গুলিয়ে দিয়েছে, মাসুদ রানা। উল্টোপাল্টা বলে।'

চুপ করে গেল রানা। ভেবে পাচ্ছে না কি বলবে। পাকস্থলীতে কেমন এক অনুভূতি। মনে হচ্ছে যেন ডুবে যাচ্ছে ও।

'হুঁম! ঠিক ধরেছি।' মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'ওই মেয়েটিই করেছে তাহলে একাজ। তাই না?' রানা উত্তর দিচ্ছে না দেখে আবার মাথা দোলাল। 'শুনুন

তাহলে। লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের পালক পিতা, জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম ছিল এক...'

'জানি আমি সে কি ছিল।'

'ওয়েল, দেন। আমি আর জর্জ গুরুত্বপূর্ণ কাজে কারাকাস গিয়েছিলাম সে বছর। কাজ সেরে ১৪ তারিখের অ্যাভিয়াঙ্কা ফ্লাইটে মায়ামি যাওয়ার কথা ছিল আমাদের ঠিকই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাত্রা বাতিল করে দিই আমরা। কারণ আমাদের কাছে সংবাদ আসে, আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নমুনা হিসেবে ওই বিমানে বোমা পেতে রেখেছে কেজিবি-র চরেরা। আমরা যাত্রা বিরতি করলেও বোমা তার কাজ বন্ধ রাখেনি। সময়মত ফাটে বোমা, ধ্বংস হয়ে যায় বিমান।

'যাত্রা বাতিল করে ছদ্মবেশে বিমান বন্দর ত্যাগ করি আমি আর জর্জ। তারপর দুর্ঘটনার খবর পাই। এবং কারাকাস এয়ারপোর্টের উঁচু পদের লোকজনের সঙ্গে খানিকটা লেন-দেন করে নিহত যাত্রীদের তালিকায় আমাদের নাম দুটো তুলে দেই। খুব সহজ কাজ, সত্যি। অফিশিয়ালি মরে গেলাম আমরা। আমরাও খুশি, ওদিকে যারা বোমাটা পেতেছিল, তারাও খুশি। ভেতরের খবর জানলাম শুধু আমরা।'

ঘোঁৎ করে নাক টানল লোকটা। 'এখন আপনিই ভেবে ঠিক করুন, কার কথা বিশ্বাস করবেন। আমার কথা, না কাউন্টারফেইট লেসলির কথা?'

'ও নকল বলেই সেদিন আমার বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি,' বলে উঠল জোনাথন গ্রোভার। 'ওর ভয় ছিল ওকে চিনে ফেলব আমি। আসল লেসলি যে বেঁচে নেই, আর কেউ না জানুক, আমরা তো জানি।'

'অথবা এমনও হতে পারে,' ফোড়ন কাটল মাসুদ রানা, 'বাপের মত তারই এককালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আরেক পেটি ক্রিমিনালের মুখোমুখি হতে রুচিতে বেধেছে বলেই ভেতরে যায়নি মেয়েটি, হতে পারে না? ভাল কথা, ডি সেপিটোর ক্যারিয়ার ছেড়ে কবে থেকে জোনাথন গ্রোভার হলেন আপনি?'

'নভেম্বর তেরো, চৌষট্টি। ঠিক যেদিন গান ডাউন করা হলো আর্থার স্যান্ডলারকে, সেদিন থেকে।'

'স্যান্ডলারের যুদ্ধ পরবর্তী ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে আপনাকে আমি আগেই কিছু কিছু বলেছি,' বলল হোয়াইটসাইড। 'যুদ্ধ শেষে পশ্চিমে না এসে তার পুবে সরে পড়া, তারপর দীর্ঘ সময় নিয়ে সেখান থেকে তার আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন, ইত্যাদি বহুদিন যাবৎ তার মার্কিন ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তাদের যথেষ্ট ভাবিয়েছে। এই ভাবনা ক্রমে দুর্ভাবনায় মোড় নেয়। সঙ্গে যোগ হয় টাকার প্রশ্ন। যুদ্ধ থেকে ফিরেই এত নগদ টাকা পেল কোথায় সে এটাও ছিল তাদের আরেক মাথা ব্যথার কারণ। ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের এক ডলার বিলের প্রতি আসক্তিও সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে এফবিআই।

'অতঃপর একসময় সন্দেহ দৃঢ় হয় তাদের, লাইনে কোথাও কোন গণ্ডগোল ঘটে গেছে সবার অজান্তে। বুঝে ফেলে সবাই এখন আর আমেরিকার মুঠোয় নেই স্যান্ডলার, রাশিয়ার কাছে নিজের আত্মা বেচে দিয়ে এসেছে সে। অবশ্য কবে, কখন, কোথায় বা কার দ্বারা ব্যাপারটা ঘটেছে জানত না ওরা। আজও জানে কি না সন্দেহ।'

'গ্রেফতার করা হলো না কেন লোকটাকে?'

'এত সহজ?' হাতের তালু চিৎ করে কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধ। 'প্রমাণ কই? প্রমাণ করতে হবে না ব্যাপারটা কোর্টে? আমেরিকান কোর্টে এসব অপরাধীকে সাজা দিতে হলে যে ধরনের প্রমাণ প্রয়োজন, তার প্রায় কিছুই ছিল না এফবিআই-এর হাতে। তাছাড়া আরও একটা ঝুঁকিও ছিল। কোর্টে স্যান্ডলারকে তোলা হলে মামলার স্বার্থেই আরও অনেক আন্ডারকভার এজেন্টের নাম আলোচনায় উঠে আসত, রেফারেন্স বা সাক্ষী হিসেবে। এক্সপোজড হয়ে যেত তারা। তাই সে ঝুঁকি নেয়নি মার্কিন সরকার।'

'তারপর কি হলো?' মট্ করে হাতের আঙুল ফোটাল হোয়াইটসাইড। 'পাউন্ড জাল করে বাজার সয়লাব করে ফেলার অপরাধে স্যান্ডলারকে আমরা খুঁজছিলাম, শায়েস্তা করব বলে। আই মীন, "স্পুট ডাউন" করার জন্যে। আমেরিকানরাও রুশদের দলে ভেড়ার অপরাধে তার একটা বিহিত করতে চাইছিল। সেই সময়, অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে, আপনি জানেন, গ্রোভার আরেক মামলায় ফেঁসে গিয়ে জেলে ঢোকার অপেক্ষায় ছিল। ওর উকিল, ড্যানিয়েলস ডীল করছিল ওর কেস।

'তো, সে-ই ম্যাকফেড্রিসের সাথে এ নিয়ে আলোচনায় বসল। ট্র্যাশ কালেকশনের কোর্স পুরো করতে আর একটা পদক্ষেপ বাকি রয়ে গেছে গ্রোভারের, স্যান্ডলারকে হত্যার মাধ্যমে সেটা সে পুরো করতে পারে, ব্যাপারটা স্মরণ করিয়ে দিল ড্যানিয়েলস ম্যাকফেড্রিসকে। খুব খুশি হলো স্পেশাল প্রসিকিউটর। রাজি হয়ে গেল। জানিয়ে দিল, যদি কাজটা করে দেয় গ্রোভার, তাহলে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা অতীত এবং বর্তমানের সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। সরকারী ডিক্রিবলে চিরদিনের জন্যে ক্ষমা করে দেয়া হবে তাকে। প্লাস নিউ ইয়র্কের বাইরে আর কোথাও গিয়ে বসবাসের জন্যে সরকার অর্থ, নতুন পরিচয়পত্র ইত্যাদি দিয়ে তাকে সহায়তা করবে।'

'সঙ্গে সঙ্গে সে প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম আমি,' বলে উঠল গ্রোভার। 'ওদের জানিয়ে দিলাম, কাজটা আমাকে নিজের মত করে করতে দিতে হবে। আমার নিজের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের নিয়ে করব আমি ও কাজ।'

'সাথে আরও দু'জন ছিল আপনার,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, তাই।'

'ওয়েল,' মৃদু কণ্ঠে বলল হোয়াইটসাইড। 'লন্ডন এবং ওয়াশিংটন, উভয়ই এরকম এক সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। খবর শুনে খুশি হয়ে উঠলাম আমি। সানন্দে এসে যোগ দিলাম গ্রোভারের সঙ্গী হিসেবে। কারণ স্যান্ডলারকে আমি মৃত দেখতে চাইছিলাম।'

বিস্মিত চোখে বৃদ্ধকে দেখল রানা কয়েক মুহূর্ত। 'আপনি নিজে?'

'হ্যাঁ,' দুই আঙুলে নাকের ডগা ডলল লোকটা। 'আর আমাদের আরেক সঙ্গী ছিল রজার্স হান্টার।'

লোকটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা। তার কুচকুচে কালো দাড়ির ভেতর ঝকঝকে সাদা, সুগঠিত দুই সারি দাঁত দেখা গেল। হাসছে হান্টার।

'বুকে-পেটে কম করেও এক ডজন বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিলাম আমরা

স্যান্ডলারের,' বলল গ্রোভার।

'তার ডবলের,' সংশোধন করে দিল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল হোয়াইটসাইড। 'কিন্তু কার দোষে ঘটল এমন একটা ঘটনা?'

'আপনার।'

'ভুল!' চোখ লাল করে তাকাল সে। 'একদম ভুল। কার পরিকল্পনা ছিল এটা এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? কে সাজিয়েছিল এ নাটক? কি করে স্যান্ডলারের জায়গায় তার "ডবল" স্থান পেল, কার বুদ্ধিতে সময়মত তাকে সামনে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেল সে? মাথা খাটান। নিজেই উত্তর পেয়ে যাবেন। অনুমান করার চেষ্টা করুন, কোন দেশ আর্থার স্যান্ডলারের নিখুঁত "ডবল" সরবরাহ করল?'

চুপ করে গেল মাসুদ রানা। বুঝতে পেরেছে।

'ড্যানিয়েলস!' গলায় রাগ রাগ ভাব ফুটল বৃদ্ধের। 'ব্লাডি ড্যানিয়েলস! কায়দা করে আরেকজনকে তোপের মুখে ঠেলে দিয়েছে সে। কেন? দীর্ঘদিনের বন্ধু, মক্কেলকে রক্ষা করার জন্যে। এমনই চাল চেলেছিল সে যে প্রায় আড়াই দশক ধরে দুনিয়ার সবাই জানত মরে গেছে আর্থার। দিনে-দুপুরে খুন হয়েছে সে নিউ ইয়র্কের রাস্তায়।'

'অর্থাৎ এখন আপনারা নিশ্চিত জানেন বেঁচে আছে আর্থার?' পায়ের ওপর পা তুলে বসল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। বেঁচে আছে সে।'

'কি করে জানলেন?'

'আপনি যেদিন আমার বাসায় যান,' বলল গ্রোভার। 'একটা নীল পন্টিয়াক দেখেছেন, সামনে পার্ক করা ছিল?'

'দেখেছি।'

'ওটার আরোহীকে?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটার নাম পল হ্যামন্ড। আমাকে কিছু জাল ডলার বিল দেখাতে গিয়েছিল সে। এফ.বি.আই-এর ট্রেজারি এজেন্ট লোকটা। তার আগেও একদিন এসেছিল সে।

'এক থেকে একশো ডলার বিলের বেশ কিছু জাল নোট দেখায় সে আমাকে। এতই নিখুঁত নোটগুলো, ধরা খুব শক্ত। আমি জানি এমন নিখুঁত কাজ কেবল একজনই করতে পারে। কেবল একজনই। সে আর্থার স্যান্ডলার।'

'শুধু ওগুলো দেখাতেই আসে হ্যামন্ড? না আর কোন কারণও ছিল?'

'জানতে এসেছিল কাজটা কার হতে পারে বলে আমার সন্দেহ।' আবার সিগারেট ধরাল গ্রোভার। 'নোটগুলো নতুন। মানে, সাম্প্রতিক-কালের তৈরি।'

'কি উত্তর দিয়েছেন আপনি?'

'একই কথা। আপনাকে যা বললাম এইমাত্র।'

হোয়াইটসাইডের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'গ্রোভারের মুখে তার সঙ্গে হ্যামন্ডের প্রথমবার সাক্ষাতের খবর পেয়ে এ দেশে আসি আমি,' বলল বৃদ্ধ। 'আমার ধারণা, নতুন করে আবার যখন ডলার জাল করতে শুরু করেছে আর্থার,

তখন এ দেশেই সে আছে। লোকটাকে ট্রেস করার সম্ভাব্য পাঁচটা পথ ছিল। অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত, এখন একটাও নেই।' হতাশ দেখাল বৃদ্ধকে।

'যেমন?'

'এক ছিল ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার। নেই সে। মরে গেছে। তার কয়েক বছর আগে ছিল ড্যানিয়েলস, সে-ও নেই। তার কবর খুঁড়লে এখন হাড়গোড় হয়তো পাওয়া যাবে। গেল দুই। তৃতীয়, ড্যানিয়েলস অ্যান্ড জেঙ্গার অ্যাসোসিয়েটসের আর্থার স্যান্ডলার সংক্রান্ত ফাইলগুলো পেলে হয়তো কিছু একটা করা যেত, তা-ও নেই। মরার আগে সে সমস্ত ধ্বংস করে দিয়ে গেছে ড্যানিয়েলস। কিচ্ছু রেখে যায়নি হারামীর হাড়টা। আর ছিল আপনার কাছে রেখে যাওয়া তার কাগজপত্র। ওগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে কোন না কোন সূত্র ছিল।' থামল বৃদ্ধ। চিন্তিত মুখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'আর যদি কয়েকটা বছর আগে নাক তুলত ব্যাটা।'

'পঞ্চম সম্ভাব্য সূত্র? জেঙ্গার?'

'না। তার সাথে ড্যানিয়েলসের মত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না স্যান্ডলারের।'

'তো?'

'আপনি,' নির্বিকার চেহারায় বলল বৃদ্ধ।

'কি বললেন?' সোজা হয়ে বসল মাসুদ রানা।

'ঠিকই বলেছি। আপনি-ই পঞ্চম এবং শেষ সূত্র আমাদের।'

'বুঝলাম না। তার মানে?'

মনে হলো শুনতে পায়নি বৃদ্ধ ওর প্রশ্ন। আপনমনে বলে চলেছে মৃদু গলায়, 'কালো খাতায় আপনার নাম আগে থেকেই উঠে আছে, মাসুদ রানা। মৃত্যুর খাতায়। সে রাতে আপনি মরতেন যদি হত্যাকারীরা বেচারী মার্ক রাইডারকে আপনি ভেবে ভুলটা করে না বসত। আপনার সৌভাগ্য যে আপনার "বদলে" আরেকজন মরেছে।'

'জানি। কিন্তু আমাকে কে হত্যা করতে চাইবে, আর্থার স্যান্ডলার? কেন? ড্যানিয়েলসের ফাইলে কি ছিল, আমি তার কিছুই জানি না। ওটা যেভাবে দিয়ে গিয়েছে সে, সেভাবেই পড়ে ছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম আমি ওটার কথা। তাহলে...'

'একটা পয়েন্ট মিস করছেন আপনি, মিস্টার রানা। আপনি সে ফাইল পড়েছেন কি পড়েননি, খুনী তা জানে না। জানতে চায়ও না। সে ধরে নিয়েছে আপনি ওর বিষয়বস্তু জানেন, দ্যাট'স অল। সেজন্যেই মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া ঝুলিয়েছে ওরা আপনার মাথার ওপর।'

'কিন্তু আর্থার...' আবার বাধা পড়ায় থেমে গেল রানা।

'আর্থার নয়।'

'তাহলে?' চোখ কোঁচকাল ও।

'লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল হোয়াইটসাইড। 'ওই মেয়েই খুন করবে আপনাকে। যে কোন মুহূর্তে।'

'লেসলি! কেন এমন মনে হচ্ছে আপনাদের?'

নাক টানল বৃদ্ধ। 'আমার বিশ্বাস লেসলি এবং তার বন্ধুরা চব্বিশ ঘণ্টার

জন্যে মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখেছে আপনাকে। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছে ওরা। আপনার মত অভিজ্ঞ এক এসপিওনাজ এজেন্টকে সে এরই মধ্যে প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছে যে সে-ই আসল লেসলি। স্যান্ডলারের বিশাল সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ। সে-ক্ষেত্রে খাটা-খাটনি করে আইনের কাছেও কোন একদিন নিজেকে হয়তো সে ওই পরিচয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবে। পারবে-ই এমন কথা বলছি না। বলছি, হয়তো পারবে। এবং সে জন্যে স্যান্ডলার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ, যাকে বলে কী-কোয়েশ্চেনের উত্তর খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে হন্যে হয়ে লেগেছে সে।

'ওসব না জানলে চলবে না তার। যেইমাত্র সে-সব জেনে তাকে জানাবেন আপনি, অমনি হত্যা করবে আপনাকে লেসলি।'

মুচকে হাসল রানা। 'এত সহজে পৌঁছে গেলেন সিদ্ধান্তে?'

'মানে?' চোখ কোঁচকাল হোয়াইটসাইড।

'লেসলির প্রশ্নের উত্তরের জন্যে যদি এ মুহূর্তে আমার বেঁচে থাকা জরুরী-ই হয়ে থাকে, তাহলে সে-রাতে আমাকে কেন হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল সে? আমি মরে গেলে কে তাকে এনে দিত উত্তর?'

'না। আমি প্রথম অ্যাটেম্পট-এর কথা বোঝাচ্ছি না। ওটা সম্ভবত স্যান্ডলার নিয়েছিল। আপনি ড্যানিয়েলসের ফাইল খোয়া যাওয়া নিয়ে যাতে বাতাসে সন্দেহ ছড়াবার সুযোগ না পান, সে জন্যে প্রথম চান্সটা সে-ই নিয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। যাতে আপনি ওইসব কাগজে চোখ বোলাবার সুযোগ না পান, কী কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর জানতে না পারেন। মানলাম, আপনি পড়েননি ওসব, ভেতরের কিছুই জানেন না, কিন্তু স্যান্ডলার কি তা জানত? না, জানত না।

'তবে যেহেতু আপনাকে শেষ করার প্রথম সুযোগটা হারিয়েছে সে, সেহেতু আর না এগোনোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ভেবে সরে পড়েছে। গোপন যা ছিল, তা যাতে গোপনেই থাকে, সেই ব্যবস্থা করেছে ফাইলটা সরিয়ে। এখন এই নকল লেসলি জানতে চাইছে কি ছিল ওতে। জানা হয়ে গেলেই তার কাছে আপনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল মাসুদ রানা। 'আপনাদের এ দেশে আসার কারণ কি? স্যান্ডলারকে হত্যা করা?'

'সেটা এখনই বলতে পারছি না আপনাকে। দুঃখিত। তবে কথা দিচ্ছি, সময় হলেই জানাব। এবার, মিস্টার মাসুদ রানা, এতক্ষণ আপনার অনেক অজানা প্রশ্নের জবাব আমরা দিয়েছি। আমাদের কেবল একটা প্রশ্নের উত্তর জানা নেই স্যান্ডলার সম্পর্কে। দয়া করে সে ব্যাপারে সাহায্য করুন আমাদের।'

'কোন্ প্রশ্ন?'

'কাদের হয়ে কাজ করত আসলে স্যান্ডলার, হানস? বলশেভিক? নাকি কাউবয়দের হয়ে? মেয়েটি জানে সব। ওকে জিজ্ঞেস করুন। উত্তর পেয়ে যাবেন। প্লীজ, এই কাজটা অন্তত করে দিন আমাদের।'